सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

সমাজের ধারণা

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এন সি ই আর টি অনুমোদিত প্রথম বাংলা সংস্করণ-

প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৯

পুনর্মুদ্রণ - মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : সমীরণ দেবনাথ।

মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

সমাজের ধারণা

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র Understanding Society পাঠ্যপুস্তকের ২০১৮ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

অক্ষর বিন্যাস

সন্তোষ দেবনাথ।

ঝুটন দাস।

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

ত্রিপুরা সরকার।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, (এন সি ই আর টি) শিলং।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, (এন সি ই আর টি) ভুবনেশ্বর।

অনুবাদক

১। পল্লব দেব, শিক্ষক।

২। রশ্মীতা দেব, শিক্ষিকা।

৩। আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা।

পরিমার্জনা

১। সুধীর কান্তি ভূষণ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক

২। সোনালি ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

৩। ইন্দুমাধব চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

৪। বিশ্বনাথ ভৌমিক, শিক্ষক

৫। শুক্লা সিংহ, শিক্ষিকা

প্রা ক্-ক থ ন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে, ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে কিনা,

সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংহ মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর, ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Social Science Textbooks at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Kolkata, Kolkata

Chief Advisor

Yogendra Singh, *Emeritus Professor,* Centre for the Study of Social System, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Abha Awasthi, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow

Amita Baviskar, *Professor,* Institute of Economic Growth, University of Delhi

Anjan Ghosh, *Fellow,* Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata

Balka Dey, *Programme Associate,* United Nations Development Programme, New Delhi

Disha Nawani, *Professor,* Gargi College, New Delhi

D.K. Sharma, *Professor* (Retd.), Department of Education in Social Sciences, NCERT, New Delhi

Jitendra Prasad, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, M.D. University, Rohtak

Madhu Nagla, *Professor,* Department of Sociology, M.D. University, Rohtak

Madhu Sharan, *Project Director,* Hand-in-Hand, Chennai

Maitrayee Choudhari, *Professor,* Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Rajiv Gupta, *Professor* (Retd.), Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur

Sarika Chandrawanshi Saju, *Assistant Professor,* RIE, Bhopal, NCERT, New Delhi.

Satish Deshpande, *Professor,* Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi

Vishwa Raksha, *Professor,* Department of Sociology, University of Jammu, Jammu

Member-coordinator

Manju Bhatt, *Professor*, Department of Education in Social Sciences, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

The National Council of Educational Research and Training acknowledges Karuna Chanana, *Professor* (Retd.), Zakir Husain Centre for Education Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Arvind Chouhan, *Professor,* Department of Sociology, Barkatullah University, Bhopal; Debal Singh Roy, *Professor,* Department of Sociology, Indira Gandhi National Open University, New Delhi; Rajesh Mishra, *Professor,* Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow; S.M. Patnayak, *Professor,* Department of Anthropology, University of Delhi, Delhi; Sudershan Gupta, *Principal,* Government Higher Secondary School, Paloura, Jammu; Mandeep Choudhary, *PGT (Retd.), Sociology,* Guru Hari Kishan Public School, New Delhi; Seema Banarjee, *PGT, Sociology,* Laxman Public School, New Delhi; Rita Kanna, *PGT (Retd.), Sociology,* Delhi Public School, New Delhi for providing their feedback and inputs.

Acknowledgements are due to Savita Sinha, *Professor and Head* (Retd.), Department of Education in Social Sciences for her help and support.

The Council expresses its gratitude to Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India; V. Suresh, *PGT, Zoology,* Sri Vidhya Matriculation Higher Secondary School, Uttangari, Tamil Nadu; and L. Chakravarthy, *Photographer,* Uttangari, Tamil Nadu, for using their photographs in the textbook. Different photographs were also provided by R.C. Das, *Photographer*, CIET, NCERT. Council also acknowledges his contribution. Some photographs were taken from the different issues of Business and Economy, *Business World* and *Business Today* magazines. The Council thanks the copyright holders and publishers of these magazines.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of Mathew John, *Proof Reader* and Uttam Kumar, *DTP operator* and other staff members of the Publication Department, NCERT for their support in bringing out this textbook.

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্তা

পূর্ববর্তী বইটিতে আমাদের কাজ ছিল সমাজতত্ত্বকে পরিচয় করানো। এইজন্য আমরা সমাজতত্ত্বের উৎপত্তি, এই শাখার মূখ্য বিষয়বস্তু, এটার সরঞ্জাম এবং সমাজকে অধ্যয়ন করার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করেছিলাম। সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয়, 'সমাজ'কে বোঝার জন্য সমাজ এবং ব্যক্তির সম্পর্ককে বোঝার প্রচেষ্টা ছিল। একজন ব্যক্তি কতদূর পযর্ন্ত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং কতদূর পর্যন্ত সে বাধ্য?

এই বইয়ে আমরা এ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি সামাজিক কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাসে এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আমরা চেষ্টা করি এবং বুঝি কীভাবে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত এবং তারা কীভাবে কাজ করে ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে প্রবর্তন করে। কীভাবে তারা সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দে যোগদান করে? ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন?

সমাজতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখি যে পূর্বের বইটিতে এই পদ্ধতিগুলোকে প্রাকৃতিক এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে দেখানো হয়নি। কিন্তু সবকিছুই সামাজিকভাবে গঠিত। আমরা কোনো প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করি না যা পরামর্শ দেয় যে মানুষ 'প্রাকৃতিক' ভাবে প্রতিযোগিতামূলক অথবা 'প্রাকৃতিক' ভাবে দ্বন্দ্বপ্রবণ।

সামাজিক গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারণা মনোযোগ আকর্ষণ করে কারণ সমাজ নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিবর্তন উভয়ের দ্বারাই চিহ্নিত। কিন্তু জিনিস অপরিবর্তিত থাকে। কিছুর পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে। গ্রামীণ এবং শহরে সমাজের নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিবর্তনকে বুঝতে সাহায্য করে।

আমরা আরও একটু এগিয়ে দেখি সমাজ এবং পরিবেশের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ককে এবং সমসাময়িক উন্নয়নের দিক থেকে, পরিবেশের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী বইয়ে আমরা সমাজতত্ত্বের উৎপত্তি এবং আধুনিকতাকে বোঝার একটি প্রয়াস করেছিলাম। এই বইয়ে আমরা পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় চিন্তাবিদগণের সম্প্রসারিত করা কিছু মুখ্য ধারণার এবং প্রক্রিয়ার উপস্থাপন করছি আধুনিক সমাজের গঠন এবং প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝার জন্য। সময় এবং স্থানের অভাবে তাঁদের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা সম্ভবপর নয়। শুধুমাত্র তাদের কাজের কিছু দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা এবং চিন্তাবিদগণের সাথে জড়িত ছিল এমন কিছু অনুভুতি এবং ধারণার সমৃদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা। উদাহরণসরূপ, আমরা দেখি দ্বন্দের উপর কার্লমার্ক্স - এর ধারণা, শ্রমবিভাজনের উপর এমাইল ডুরখেইম এর ধারণা এবং আমলাতন্ত্রের উপর ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণা। একইভাবে, আমরা দেখি বর্ণ এবং জাতির উপর জি.এস. ঘুরের ধারণা,

ঐতিহ্য এবং পরিবর্তনের উপর ডি.পি. মুখার্জীর ধারনা এবং রাষ্ট্রের উপর এ. আর. দেশাই এবং গ্রাম সম্পর্কে এম.এন. শ্রীনিবাসের ধারণা।

সমাজতত্ত্বের প্রশ্নকরার উদ্দীপনাকে ধরে রেখে, পূর্বের বই-এর মতো এই বইও পাঠককে ক্রমাগত চিন্তা এবং তার প্রতিফলন করতে সাহায্য করবে, সমাজে কী হচ্ছে এবং ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কী হচ্ছে সেটার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে জড়িত রাখবে। এই পাঠ্যবইয়ের কাজগুলোকে তাই বইয়ের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় অংশ বানানো হয়েছে। পাঠ্য এবং কাজ মিলে একত্রে গঠিত হবে একটি সুসংহত সম্পূর্ণ। একটা ছাড়া অন্যটা অসম্পূর্ন। এখানে প্রস্তুত করা তথ্য থেকে মুখস্ত করে নেওয়ার জন্য তথ্য প্রদান করা হয়নি, তার সঙ্গে-সমাজকে বুঝতেও হবে। এখানে যে তারিখগুলো দিয়ে চিন্তাবিদগণের জীবন এবং কাজগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র চিন্তাবিদগণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিস্তৃত ধারণা করার জন্য।

এই বইটিতে পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজের সূচনা করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের সরাসরি জীবন থেকে সমাজকে বুঝতে সহায়তা করবে। যদিও সবচেয়ে উদ্দীপক এবং উদ্ভাবনী অংশ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক কাজে ন্যস্ত থাকে। তারা নিশ্চয় আরও যথাযথ কাজ এবং উদাহরণের সূচনা করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে এটার উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক বিতর্কের সূচনা করা। এটা শুধু একটি আরম্ভ বা শুরু। আরও অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি শ্রেণি কক্ষে সংগঠিত হবে। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা সম্ভবত আরও অনেক ভালো উপায়, কাজ এবং উদাহরণের চিন্তা করতে পারবে এবং কীভাবে পাঠ্যবইকে আরও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবে।

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্তা

১। সামাজিক কাঠামো, স্তরবিন্যাস এবং সমাজে সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া ১

২। গ্রামীণ ও নগরীয় সমাজে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক ব্যবস্থা ২২

৩। পরিবেশ ও সমাজ ৫০

৪। পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদদের পরিচিতি ৬৬

৫। ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ৮৩

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

(ভারতীয় সংবিধান, ধারা ১৪-৩০ ৩২ও ২২৬)

১) সাম্যের অধিকার:

* আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।
* জাতি,ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
* সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
* অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

২) স্বাধীনতার অধিকার :

* বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
* শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
* সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
* ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
* ভারতের যেকোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
* যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার।
* জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার:

* কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
* চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্যকোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কারোর প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেক ধর্মাচরণের পূর্ণ অধিকার এবং সমানাধিকার পাবে।
* যেকোনো ধর্মের প্রসারে অর্থ দান করার স্বাধীনতা।
* রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না।
* সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে যোগদানের স্বাধীনতা।
* ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নিজেদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

* ভারতের যেকোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা-লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
* ধর্ম জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি যাহায্য প্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬) সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

* মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টে ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে– প্রয়োজনে বিশেষ লেখ জারি করতে পারবে।

হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস, সারশিয়োরেরাই, প্রহিবিশন ও কুয়ো ওয়ারান্টো।

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক কাঠামো, স্তরবিন্যাস এবং সমাজে সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া

ভূমিকা

তোমাদের মনে আছে যে প্রথম বইটি সমাজতত্ত্ব পরিচয় (Introducing Sociology, Class XI, NCERT 2006) শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত সমস্যা এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে। আমরা এটাও দেখেছিলাম যে কিভাবে ব্যক্তিগণ সমাজে অবস্থান করছে সমবেত ভাবে, যেমন গোষ্ঠী, শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ,জাতি, উপজাতি। তা সত্ত্বেও তোমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য। যেমন উদাহরণস্বরূপ তোমরা বন্ধুদের গোষ্ঠীর একজন সদস্য, পরিবারের সদস্য , আত্মীয়ের সদস্য। আবার দেখা যায় তোমরা একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের অথবা সামাজিক শ্রেণির সদস্য, দেশের নাগরিক, বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই অবস্থান করছি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো ও নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরবিন্যাসে। (সমাজতত্ত্ব পরিচয় এর 28 - 35 পৃষ্ঠা দেখ) এটা আরও নির্দেশ করে যে আমরা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। এবং সামাজিক সম্পদ উপলব্ধি করার ধরণও ভিন্ন। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি ব্যক্তির সামাজিক স্তরের উপর নির্ভর করে তার জীবনের সিদ্ধান্তগুলি। যেমন সে বিদ্যালয়ে যাবে অথবা সে বিদ্যালয়ে যাবে না এবং দেখা যায় একটি ব্যক্তির পোশাক আশাকের পছন্দ, সে কি খাবার গ্রহণ করবে, কিভাবে অবকাশের সুবিধা নেবে, কিভাবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা করবে। বলা যেতে পারে তার জীবনধারা নির্ভর করছে সাধারণত তার সামাজিক স্তরের উপর। সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে , সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যক্তির কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

সামাজিক পটভূমিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক সংক্রান্ত বোঝাপড়া। C.Wright Mills এর মতে সামাজিক ধারণার সৃষ্টি হয় যখন ব্যক্তির জীবন এবং সামাজিক ইতিহাসের পারস্পরিক ক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত হয়। ব্যক্তি এবং তার সমাজের সম্পর্ক সংক্রান্ত বোঝাপড়ার জন্য প্রয়োজন তিনটি মূল ধারণার আলোচনা করা — সামাজিক পরিকাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক প্রক্রিয়া। এই অধ্যায়ে এটা জানার পর পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর ভিন্নতা সম্পর্কে এবং পরিবেশ এবং সমাজের বৃহৎ সম্পর্কনিয়ে। শেষ দু'টো অধ্যায়ে আমরা দেখবো পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদগণের অবদান যা থেকে সামাজিক কাঠামো, স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার ধারণা আরও সক্রিয় হবে।

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল একটি ব্যক্তির জীবন কতদূর সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল বা কতদূর মুক্ত? স্তরবিন্যাসে একটি ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান কতদূর পরিচালিত করছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দকে? সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস কি প্রভাবিত করছে ব্যক্তির ব্যবহারকে? এটাই কি গড়ে তোলে ব্যক্তির সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের মনোভাবকে?

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস নিয়ে। সামাজিক স্তরবিন্যাস নিয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (Chapter 2, Introducing Sociology,সমাজতত্ত্ব পরিচয় Class XI, NCERT 2006) এবারে আমরা আলোকপাত করব তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সহযোগিতা , প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব। এই প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা করার সময় আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস একে অপরের সাথে জড়িত। অন্যভাবে বলা যেতে পারে কিভাবে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী একে অপরকে সহযোগিতা করে আবার কিভাবে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

সামাজিক কাঠামো এবং স্তরবিন্যাস

সামাজিক কাঠামো এই শব্দটি থেকেই প্রতীয়মান হয় যে সমাজ হল একটি কাঠামোকৃত ব্যবস্থা। অর্থাৎ বিশেষ একটি ধারায় সমাজ সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত। সামাজিক পরিবেশ কোনো অবিন্যস্ত ব্যবস্থা বা ক্রিয়াকর্মের এক এলোমেলো মিশ্রণ নয়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারবিধি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ক্ষেত্রে নিয়ম নির্দিষ্টতা বা ধরণ-ধারণ বর্তমান থাকে ও কাজ করে। সামাজিক কাঠামো বলতে এই নিয়মনির্দিষ্টতাকে বোঝায়। সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে সমাজের সংগঠনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন একটি অট্টালিকার গঠনে রয়েছে দেয়াল, মেঝে এবং ছাদ। একত্রিতভাবেই এটা একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বা আকার প্রদান করে (Giddens 2004;667)।

যদি কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে এই উপমাটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম এবং সম্পর্কের ভিত্তিতে। মানুষের ক্রিয়াকর্ম ও সম্পর্কসমূহ সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল ও অঞ্চলব্যাপী সংশ্লিষ্ট ধরণ-ধারণের পৌনঃপুনিকতা অব্যাহত থাকে। এই কারণে সামাজিক অনুকরণ-অনুকৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর ধারণা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণ স্বরুপ, একটি স্কুল এবং পরিবারের কাঠামো বিবেচনা করা যাক। একটি বিদ্যালয়ে দেখা যায় কিছু কিছু ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ঘটে বছরের পর বছর এবং তার ফলে গড়ে উঠে প্রতিষ্ঠান। যেমন, ভর্তি প্রক্রিয়া, কার্যকলাপ, বার্ষিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিনকার সভা-সমাবেশ এবং কিছুক্ষেত্রে বিদ্যালয় সঙ্গীত। সেইরূপে পরিবারগুলিতেও রয়েছে কিছু নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারবিধি যেমন বিবাহ রীতি, সম্পর্কের ধারা, কর্তব্য এবং তার উপরে গড়ে উঠে প্রত্যাশা। যদিও পরিবার অথবা বিদ্যালয়ের পুরাতন সদস্য চলে গিয়ে নতুন সদস্যের আগমন ঘটে, তথাপিও প্রতিষ্ঠান অব্যাহত থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা জানি পরিবারের মধ্যে এবং বিদ্যালয়ে পরিবর্তন অবশ্যই হতে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা ও কার্যকললাপ থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে একটি অট্টালিকা যেমন ইট দ্বারা তৈরী হয় সেই রূপ একটি মানব সমাজও তৈরী। এই ভাবে আমরা নিজেরাও বিদ্যালয় অথবা পরিবারকে পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে তুলি।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের ঘর

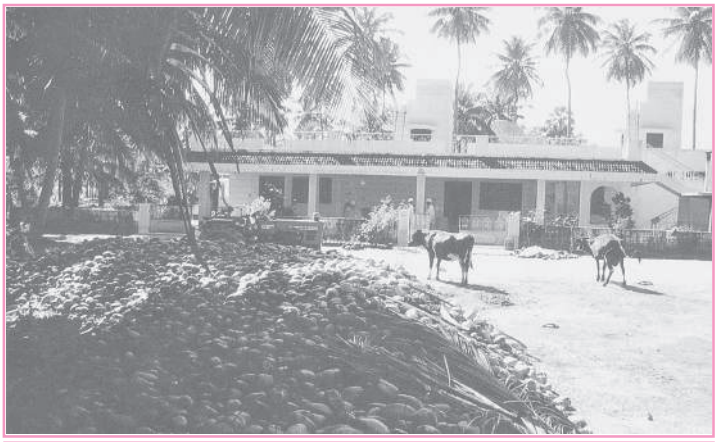

কাজ - ১

তোমার ঠাকুরমা / ঠাকুরদা অথবা উনাদের মতো বয়স্ক লোকেদের সাথে আলোচনা করে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো, পরিবারগুলোতে / বিদ্যালয়গুলোতে কিভাবে এবং কী প্রকারের পরিবর্তন ঘটেছে। কী কী ক্ষেত্রে এরা একই রকম আছে।

পুরনো চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক, উপন্যাসে পরিবারের বর্ণনার তুলনা করো সম্প্রতিকালের বর্ণনার সাথে।

তোমরা কি তোমাদের পরিবারের সামাজিক আচরণের ধরণগুলি এবং সেই আচরণের ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করেছো? অন্যভাবে বলতে গেলে তোমরা কি তোমাদের পরিবারের কাঠামো বর্ণনা করতে পারো?

এবারে আলোচনা করো তোমাদের শিক্ষকদের সাথে কিভাবে উনারা বিদ্যালয়কে কাঠামো হিসেবে বুঝতে পারেন। ছাত্র/শিক্ষক / ও অন্যান্য কর্মচারীদের এই পরিকাঠামো ধরে রাখতে বিশেষ প্রকার কোন কাজ করতে হয় কি?

তোমরা কি তোমাদের বিদ্যালয় অথবা পরিবারের অন্য কোন পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারো? ঐ পরিবর্তনগুলোর কি বিরোধ হয়েছিল? কে বিরোধ করেছিল এবং কেন?

আমরা দেখেছি বিদ্যালয় কিংবা পরিবারের পরিবর্তন ঘটানোর সময়ও মানুষ মূলত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোর পুনর্গঠন করে থাকে। এই পুনর্গঠন করার সময় প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন স্তরে একে অপরকে সহযোগিতা করে। এটাও কম সত্য নয় যে তারা একে অপরের সাথে ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এটাই সত্য যে সহযোগিতামলক আচরণের পাশাপাশি গুরুতর দ্বন্দ্বও দেখা যায়। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা দেখব সহযোগিতামূলক আচরণ করতে বাধ্য করা হয় যা দিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্বকে লুকিয়ে রাখা যায়।

ইমাইল দূরখেইম এর অনুসৃত একটি বিশেষ বিষয় হলো (পরবর্তীতে আরও অনেক সমাজতাত্ত্বিক লেখকরাও কাজ করে গেছেন) সমাজ তার সদস্যদের কার্যকলাপের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দূরখেইমের যুক্তিতে সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমাজ ব্যক্তিগত কাজের যোগফল থেকে অনেক বেশি; তুলনামূলকভাবে দেখা যায় সম্পদশালী পরিবেশ থেকে সমাজ হয়েছে 'কঠিন' অথবা 'দৃঢ়'।

চিন্তা করো একটি ব্যক্তির কথা যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন এক ঘরে যার অনেক গুলো দরজা। ঘরের কাঠামোর ব্যক্তির কার্যকলাপের পরিসরকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ দেওয়াল ও দরজাগুলোর অবস্থান ব্যক্তির যাতায়াতের রাস্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দূরখেইমের মতে সামাজিক কাঠামো ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, সমান্তরালভাবে ব্যক্তির কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধও করে। এটা আমাদের 'বাহ্যিক' ঠিক যেমন ঘরের দেওয়ালগুলো।

অন্যান্য সমাজচিন্তাবিদ যেমন কার্লমার্কস সামাজিক কাঠামোর বাঁধার উপর গুরুত্বপ্রদান করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের সৃজনশীল আচরণকেও গুরুত্ব দিয়েছেন, যেটা সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন ও পুনঃগঠন করে থাকে। মার্কসের যুক্তিতে মানুষ ইতিহাস রচনা করে কিন্তু সেই ইতিহাস রচনা করতে মানুষ নিজের পছন্দমত শর্তগুলির উপর নির্ভর করতে পারে না। সে ইতিহাস রচনা করে সামাজিক কাঠামোর অন্তর্গত সম্ভাবনা এবং বাঁধার উপর নির্ভর করে।

দূরখেইম এর বিখ্যাত বিবরণে আছে যে, যখন আমি আমার কর্তব্য পালন করি ভাই, স্বামী অথবা দেশের নাগরিক রূপে তখন সেই কর্তব্য আমি যথাযথ হিসাবে পালন করি। আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করি যেটা আইন এবং প্রথাতে আছে এবং যেটা আমার ক্রিয়ার বাইরে।

ঠিক সেই প্রকার ভক্তজন জন্মের পূর্বেই নিজেদের ধার্মিক জীবনের মান্যতা তথা কার্যকলাপ চিনতে পারে; যদি ওদের অস্তিত্ব জন্মসূত্রের পূর্বে থাকে, তার অর্থ হল যে, ওদের অস্তিত্ব ওদের বাইরে আছে।

যে চিহ্ন দ্বারা আমি আমার ভাব প্রকাশ করি, যে আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা আমি আমার ঋণ শোধ করি, আমি আমার ব্যবসায়িক কাজে যে ক্রেডিট (Credit) উপকরণ ব্যবহার করি, আমার পেশাগত অভ্যাস ইত্যাদি —

এই সব কিছু আমি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করে থাকি। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে এই মন্তব্য (Remarks) প্রযোজ্য।

সূত্র ঃ (Source : Durkheim E mile, 1933, The Division of Labour in society, pp 50-1, A Free Press Paperback.The MacMillan Companny, New York.)

কাজ - ২

এমন কিছু উদাহরণ ভাবো যেটা দুটো পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে থাকে - কিভাবে মানুষ তার সামাজিক কাঠামোতে বন্ধ আছে এবং যেখানে ব্যক্তি সামাজিক কাঠামোকে অস্বীকার করে এবং তা পরিবর্তন করছে। মনে করো আমাদের পূর্বের সামাজিকীকরণের উপর আলোচনা (Introducing Sociology সমাজতত্ত্ব পরিচয় Page 78-79)

এবারে আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের পুনরাবৃত্তি করব, অধ্যায় - ২ (Chapter 2, Introducing Sociology,সমাজতত্ত্ব পরিচয় Class XI, NCERT 2006) ***সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাঠামোগত অসাম্যের অস্তিত্বকে বোঝায়। বস্তুগত ও প্রতীকী পারিতোষিকের ক্ষেত্রে এই অসাম্য পরিলক্ষিত হয়।*** প্রত্যেক সমাজে কোনো না কোনো প্রকারে সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখা যায়। আধুনিক সমাজে অর্থ, সম্পদ এবং শক্তির ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস করা হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজে যদিও শ্রেণী হচ্ছে স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি তথাপি জাতি ও বর্ণ, অঞ্চল ও সম্প্রদায়, উপজাতি ও লিঙ্গের ভিত্তিতেও স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে।

তোমরা মনে করে দেখো সামাজিক কাঠামো কিছু নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবহার বিধি নির্দেশ করে। সামাজিক স্তরবিন্যাস বিস্তৃত সামাজিক কাঠামোর একটি অংশ যার বৈশিষ্ট্য হল কিছু প্রকারের অসাম্যতা। সামাজিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোনো কিছু যথাযথভাবে বণ্টন করাকেই অসাম্যতা বলা যায় না। এটা নির্ভর করছে ব্যক্তি কী ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য তার উপর। একই গোষ্ঠীর সদস্যদের বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ সমান থাকে এবং যদি কেউ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন হয়, তাহলে তার পরবর্তী প্রজন্মও সেটা উপভোগ করে থাকে। তাহলে স্তরবিন্যাসের ধারণা বলতে সমাজকে অসম গোষ্ঠীর আদর্শগত কাঠামোতে বিভক্ত করাকে বোঝায় এবং সাধারণতঃ দেখা যায় সেই কাঠামো বংশানুক্রমে অব্যাহত থাকে (Jayaram 1987:22)।

অসমানভাবে বণ্টন করা সুযোগ সুবিধা গুলোর পার্থক্য বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে। তিন প্রকারের সুযোগ

সুবিধা আছে যেগুলো সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই ভোগ করে থাকে।

ক) জীবনশৈলী

ঐ সকল বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা যেটা ব্যক্তির গুণগতজীবন যাত্রার মান উন্নত করে। এটা শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা, সম্পদ ও আয়ের সঙ্গে যুক্ত নয় এটা সুবিধা জোগায় স্বাস্থ্য, চাকুরির নিরাপত্তা এবং অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রেও।

খ) সামাজিক মর্যাদা

মান সম্পন্ন অথবা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের চোখে উঁচুস্থান।

গ) রাজনৈতিক প্রভাব

যে ক্ষমতার দ্বারা একটি গোষ্ঠী অন্য একটি গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে অথবা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলে এবং সেই সকল সিদ্ধান্তগুলি থেকে লাভবান হয়।

উপরের তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়ার আলোচনা থেকে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবো — কী প্রকারে সামাজিক স্তর বিন্যাস এর বিভিন্ন ভিত্তি যেমন লিঙ্গ, শ্রেণী, সামাজিক প্রক্রিয়ায় বাধাদান করে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর কাছে সে সকল সুযোগও সম্পদ রয়েছে তাহা ব্যক্তিকে প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বমূলক আচরণ যুক্ত করে যাকে সামাজিক কাঠামো ও স্তরবিন্যাস এর দ্বারা আকার দান করে। একই সময়ে মানুষ প্রচলিত সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাসকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে।

সমাজতত্ত্বে সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝার দুটো পথ

পূর্বের উল্লেখিত (Chapter 2, Introducing Sociology, Class XI, NCERT 2006) বই-এ তোমরা দেখেছো সাধারণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। সমস্যা এটা নয় যে সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক রূপে ভুল কিন্তু এটা যে সেই রূপটি পরীক্ষিত নয় এবং তাকে হাল্কাভাবে নেওয়া হয়। অন্যদিকে দেখা যায় সামাজিক দৃষ্টিকোণ প্রত্যেকদিনের ঘটনা সমূহকে প্রশ্ন করে এবং কোন কিছুকেই এমনিতেই মেনে নেয় না। অতএব ব্যাখ্যা করা যায় যে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতা, অথবা দ্বন্দ্বমূলক আচরণ তার স্বভাবেই প্রতীয়মান। এই ধারণা থেকে অনুমান করা যায় যে, মানুষের আচরণে কিছু জিনিস আন্তরিক ও সার্বভৌমিক হয় যা এই প্রক্রিয়া ঘটায়। তথাপি আমরা পূর্বে দেখেছি যে সমাজ তত্ত্ব মনোবৈজ্ঞানিক বা প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। (দেখো Introducing Sociology

কাজ - ৩

(Introducing Sociology)সমাজতত্ত্বপরিচয় তোমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের উদাহরণ চিন্তা করো।

সমাজতত্ত্ব পরিচয় Page 7-8) সমাজতত্ত্ব সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব — এই সকল প্রক্রিয়াকে যথাযথ সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সমাজতত্ত্ব পরিচয় বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে সমাজে কি প্রকার বিভেদ এবং বহুলভাবে সমাজকে বোঝার (পৃষ্ঠা 28-25,36)সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আছে। আমরা দেখেছি কি ভাবে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বোঝার ক্ষেত্রে ভিন্ন। কিন্তু কার্লমার্কস (দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত এবং এমাইল দূরখেইম (ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত) দুজনই মেনে চলেন যে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে হয় এবং নিজেদের পৃথিবীর জন্য উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন করতে হয়।

বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী জোর দেয় কি প্রকারে সহযোগিতার ধরণ এক ঐতিহাসিক সমাজ থেকে অন্য ঐতিহাসিক সমাজে পরিবর্তন হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ - আদিম (সরল) সমাজে অতিরিক্ত উৎপাদন হতো না। সেখানে সহযোগিতা ছিল ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী বিভক্ত ছিল না জাতি, শ্রেণী, বা বর্ণ ব্যবস্থায়। কিন্তু জমিদারি অথবা পুঁজিপতি, সমাজে যেখানে অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, দেখা গেছে সেই অতিরিক্ত উৎপাদনে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধিকার বেশী থাকে। তাই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ জোর দেয় যে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির স্থান উৎপাদন পদ্ধতির সম্পর্কের মধ্যে পৃথকভাবে এবং অসমানভাবে ন্যস্ত থাকে। এইভাবে কলকারখানার মালিক ও শ্রমিক একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে প্রতিদিনের কাজ করে যায়। কিন্তু তাদের সম্পর্ক স্বার্থ সম্বলিত কিছু দ্বন্দ্ব দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সব সমাজ বিভক্ত করা রয়েছে বর্ণ-জাতি, শ্রেণি, পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে সেখানে কিছু গোষ্ঠী সুবিধা বঞ্চিত, ভেদভাবমূলক স্থিতিতে বিভক্ত আছে। আরও দেখা যায় প্রভাবশালী গোষ্ঠী তার স্থিতি বজায় রাখে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলপূর্বক অথবা হিংসার দ্বারা এবং সাংস্কৃতিক নিয়মনীতির দ্বারা। পরবর্তী কিছু অংশে, তোমরা দেখবে যে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের নিয়মনীতির (বৈধতার) প্রশংসা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজকে একত্রিত ভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং ঐ দৃষ্টি ভঙ্গিতে নয় যে প্রভাবশালী গোষ্ঠী সমাজ কে নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত সমাজ 'ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত — যেগুলিকে কার্যকরী বাধ্যতামূলক (functional imperatives) , কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা (functional requisites) এবং পূর্বশর্ত (prerequisites) বলা হয়।

এই শর্তগুলি পূরণ হওয়া আবশ্যক যে কোন ব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য (এইভাবে অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচে), যেমন —

ক) নবীন সদস্যের সামাজিকীকরণ

খ) মিলিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম

গ) ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করার পদ্ধতি।

তোমরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছো যে কি ভাবে ক্রিয়াবাদী পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ অথবা অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং সমাজের অংশগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে সমাজের কোন একটি অংশ সম্পর্কে অধ্যয়ন বা অনুশীলন করতে হলে, তা করতে হবে সমাজের অন্যান্য অংশ সমূহের সঙ্গে। এই ব্যবস্থাটি প্রযোজ্য গোটা সমাজের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার জন্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব প্রত্যেক সমাজের একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। সমাজে থাকা বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণ করার জন্য উক্ত তিনটি আচরণ অত্যাবশক।

প্রচলিত লোকগীতি

বাবুল মোরে, নাইহর ছুটো হি যাই
(সকল ভয় রেখে বাবার ঘর আমি ছেড়ে যাচ্ছি)
বাবুলকী দুয়ায় লে তি যা
যা তুঝকো সুখী সংসার মিলে
মাইকে কী কভী না ইয়াদ আয়ে
শ্বশুরালমে ইতনা প্যার মিলে
বাবার আর্শীবাদ নিয়ে যখন তুমি চলে যাও;
যাও, এবং (যাতে তুমি) এক সুখী সংসার পাও;
তোমর যেন কখনও মায়ের ঘরের কথা মনে না পড়ে;
শ্বশুর বাড়ীতে যেন তুমি অনেক ভালোবাসা পাও
(Basu 2001; 128)

কাজ - ৪

আলোচনা করো — মহিলারা কি কোন আদর্শ বাধ্যতামূলক পরিসীমার কারণে নিজেদের প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রাখে এবং সহযোগিতা করে যায়। তারা কি ভাইয়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য পুরুষ উত্তরাধিকারের মানদণ্ডকে সহযোগিতা করে যায়?

যেহেতু মূল লক্ষ্যগুলো সমাজ ব্যবস্থাকে বজায় রাখা প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দকে এই বোঝাপড়ার সঙ্গে দেখা হয় যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো নির্দ্বিধায় সমাধান হয়ে যায় এবং এই দুই প্রক্রিয়া সমাজকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যও করে থাকে।

সমাজতত্ত্বের চর্চায় দেখা গেছে সামাজিকীকরণের নিয়মাবলী এবং আকার কি ভাবে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে চলতে সাহায্য করে যদিও কোন *একটি অংশ বঞ্চিত থাকে। অন্য কথায় সহযোগিতা প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সম্পর্ক জটিল এবং সাধারণ ভাবে পৃথক করা যায় না।*

কিভাবে সহযোগিতা দ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং 'স্বেচ্ছা সহযোগিতা' এবং 'বল পূর্বক সহযোগিতা'র পার্থক্য বোঝার জন্য আমরা মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তির (natal family) অধিকার নিয়ে আলোচনা করবো। এই বিষয়ে একটি সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তির উপর মনোভাব জানা গেল (সমাজতত্ত্ব পরিচয় এর 41-46 পৃষ্ঠা দেখ)। বেশিরভাগ মহিলারই পৈতৃক (41.7%) সম্পত্তির প্রতি ভালোবাসার মনোভাব রাখে কিন্তু তারা এটাও জানায় যে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইলে ভাতৃত্ব সম্পর্কে তিক্ততা অর্জন করবে। এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটায় যে মহিলারা সাধারণত সম্পত্তির অধিকার থেকে বিরত থাকে। একজন মহিলা তার পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইলে তাকে লোভী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ধরনের মনোভাব থেকে তাদের মনে হৃদ্যতার মনোভাব গড়ে ওঠে ও পরিবারে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকে।

কাজ ২ থেকে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে সহযোগিতার ব্যবহার, সমাজে গুরুতর দ্বন্দ্বের কারণ হতে

পাল্কী চড়ে নববধূ স্বামীর ঘরে যাচ্ছে

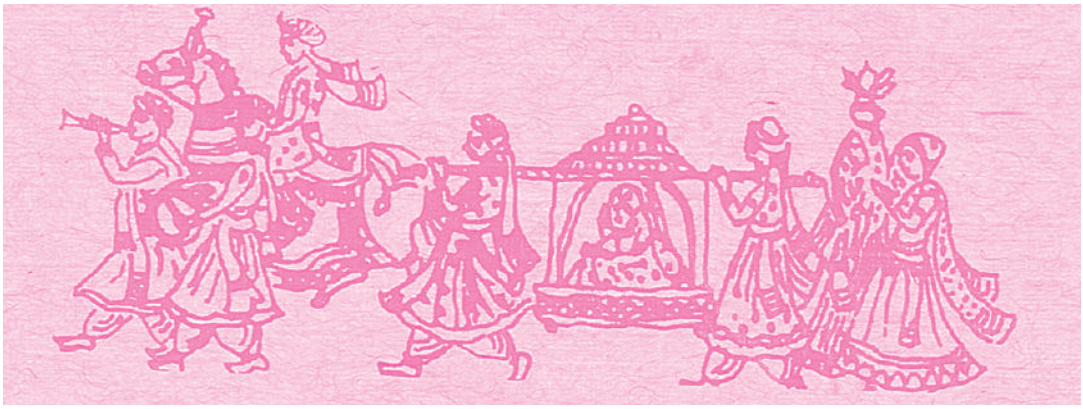

পারে। কিন্তু এই সকল দ্বন্দ্বগুলি অভিব্যক্ত হয় না। তখন একটি সহযোগিতামূলক ছবি গড়ে ওঠে এবং তার দ্বন্দ্ব নামক প্রকৃতিটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। ক্রিয়ামূলক দৃষ্টিতে ক্রিয়াবিদরা অনেক সময় ব্যবস্থাপূর্ব শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। পূর্বে আলোচিত অবস্থাকে বোঝানোর জন্য— যেখানে মহিলারা পৈতৃক সম্পত্তির দাবি রাখে না। দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও এটা প্রতীয়মান হয় যে তারা আপোস ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে।

সহযোগিতা এবং শ্রম বিভাজন
(Co-operation and Division of Labour)

মানুষের ব্যবহারের কিছু ধারণার ভিত হচ্ছে সহযোগিতা একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া মানবজাতির জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। সহযোগিতা জীবজন্তুদের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, পিঁপড়ে, মৌমাছি অথবা স্তন্যপায়ী প্রাণী।

কাজ - ৫

অন্যকিছু সামাজিক ব্যবহারের কথা ভাবো যেটা সহযোগিতা দেখায় কিন্তু সমাজের গভীর দ্বন্দ্ব লুকিয়ে রাখে।

মানব জীবনের সঙ্গে পশুদের তুলনা অনেক সতর্ক হয়ে করতে হবে। এই কেন্দ্রবিন্দুটিকে বোঝার জন্য আমরা সমাজতত্ত্বের দুটি ভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহার করবো, একটি হলো কার্লমার্ক্সের অপরটি এ্যামাইল দূরখেইমের।

বেশিরভাগ সময় সমাজতত্ত্ব এই ধারণার যে মানুষের চরিত্র, পাশবিক, নোংরা — তাকে সম্মতি দেয় না। এ্যামাইল দূরখেইমের মতে "আদিম মানবজাতির একমাত্র উত্তেজনা ছিল তার খিদে এবং তেষ্টা, সবসময় নিবারণ হোক।" এই ধারণাটি তাঁর কাছে বিতর্কিত বিষয় ;

দূরখেইমের যুক্তি হল — এই ধরণের বিষয়গুলো পৈতৃক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এড়িয়ে গেছে, যেটা হলো — সমাজ প্রতিনিয়ত তার সদস্যদের উপর প্রভাব ফেলে, যেটা সদস্যদের অস্তিত্ব এবং সংঘর্ষ পাশবিক ক্রিয়াকে সম্মতি দেয়। যেখানেই সমাজ রয়েছে পরার্থবাদ (altruism) রয়েছে কেননা সেখানে রয়েছে, সেখানে একতা। তাই, দেখা যায় পরার্থবাদ মানবজীবনের সূচনা থেকেই আছে এবং অপরিমিত রূপে। (দ্যুরখেইম -1933)

দূরখেইমের মতে, একতা, সমাজের নৈতিক শক্তি এবং সামাজিক প্রক্রিয়া সহযোগিতাকে বোঝার জন্য আবশ্যকীয় বুনিয়াদ। শ্রমবিভাজনের ভূমিকা —যা সহযোগিতায় নিহিত তথা সমাজের কিছু প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে। শ্রমবিভাজন একই সাথে প্রকৃতির নিয়ম ও — মানবিক আচার আচরণের নৈতিক নীতি।

দূরখেইম যান্ত্রিক (Mechanical) এবং স্বাভাবিক (Organic) একতা (Solidarity) এর পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। যান্ত্রিক একতা, শিল্পায়নের পূর্বে দেখা যেত। স্বাভাবিক একতা (organic solidarity) সাধারণত শিল্পায়ন সমাজব্যবস্থায় দেখা যায়। দুটোই সমাজের সহযোগিতার দুটি ধরণ। যান্ত্রিক একতা সাম্যবাদী সমাজে বিরাজমান। ঐ ধরনের সমাজে লোকেরা একই ধরনের জীবনযাপন করতো, সেই সব সমাজে অল্প কিছু বিশেষজ্ঞতা বা শ্রম বিভাজন ছিল এবং সাধারণত শ্রম বিভাজন বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছিল। সেই সমাজের সদস্যরা পারস্পরিক বিশ্বাস, আবেগ এবং সাধারণ চেতনা দ্বারা সম্পর্কিত ছিল। সম্ভবত (organic solidarity) স্বাভাবিক একতা হল সেই ধরনের একতা (organic soil darity) যেখানে শ্রম বিভাজন পরিলক্ষিত হয়, তার পরিণাম একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা। একে একে যখন তারা আরও বেশি বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে লাগল তখন তারা আরও বেশি একে অপরের উপর নির্ভরশীল

হতে লাগল। একটি কৃষিভিত্তিক পরিবার অন্য একটি পরিবারের সাহায্য ছাড়াও জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু কাপড় তৈরীর কারখানার শ্রমিক বা মোটর গাড়ি তৈরীর শ্রমিকরা তাদের প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য অন্য শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল।

কার্লমার্ক্সও মনুষ্যজীবন ও পশুজীবনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। যেখানে দ্যুরখেইম জোর দিয়েছেন পরার্থবাদ (altruism) এবং একতা (solidarity) র যা মানব জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে মার্ক্স জোর দিয়েছেন চেতনার উপর (Consciousness) । তিনি লিখেছেন ঃ

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে চেতনার, ধর্মের এবং আরও অনেক কিছুর বলা যায়। যখন মানুষ নিজের জীবিকার উপায় উৎপন্ন করতে শুরু করলো তখন সে নিজেকে পশুদের থেকে ভিন্ন ভাবতে শুরু করল, এই প্রয়াস তাদের পার্থিব সংগঠন দ্বারা নিশ্চিত হয়। জীবিকা সাধন উৎপন্ন করে মানুষ পরোক্ষরূপে তাদের ভৌতিক জীবন শুরু করে। (মার্ক্স 1972....37)

মার্ক্সএর উপরের উক্তিটি জটিল দেখা যায় কিন্তু এটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে সহযোগিতার আচরণ কিভাবে মানবজীবন ও পশুর জীবনে আলাদা।

মানুষ শুধু সমাজে সমন্বয় (adjust) বা সহযোগিতা করে না, কিন্তু সমাজকে পরিবর্তনও করে। উদাহরণস্বরূপ যুগ যুগ ধরে পুরুষ ও মহিলারা প্রাকৃতিক বাধার সঙ্গে সমন্বয় করে চলছে। বিভিন্ন তৎকালীন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনধারাকে পরিবর্তন করেছে এবং তার সাথে প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। এইভাবে মানুষ শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে সহযোগিতার দ্বারা সামঞ্জস্য বজায় রাখে না কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পৃথিবীকে। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণের অধ্যায়ে (সমাজতত্ত্ব পরিচয়, বইটিতে) যে কি ভাবে ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুভবগুলির কারণে ইংরেজী ভাষার সাথে সমন্বয় এবং সহযোগিতা করতে হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে Hinglish (হিংলিশ) উদ্ভব হয়েছে যার, একটি সামাজিক অস্তিত্ব রয়েছে (Page - 72)।

দূরখেইম ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং মার্কস দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিলেন যদিও তাদের দৃষ্টিকোণটি ছিল ভিন্ন। মার্ক্স-এর মতে যে সমাজে শ্রেণী বিভাজন রয়েছে সেখানে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা আসে না। উনার যুক্তিতে "সামাজিক শক্তি' অর্থাৎ বহুস্তরীয় উৎপাদক শক্তি, যেটা উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতার এবং শ্রম বিভাজনের কারণে, এই ব্যক্তিবর্গের মনে হয় সেই সহযোগিতা স্বেচ্ছায় নয়।

কিন্তু প্রাকৃতিক , নিজেদের সম্মিলিত শক্তি নয় এক অজানা শক্তির পরিণাম যেটা ওদের অস্তিত্বের বাইরে। (মার্কস 1972-53) মার্ক্স এই পরিভাষাকে *বিচ্ছিন্নতাবোধ* (alienation) শব্দটি দিয়ে বুঝিয়েছেন। এই প্রক্রিয়া হল যেখানে একজন শ্রমিক তার শ্রম এবং উৎপাদনের মূল্য থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায়। অন্য কথায়, শ্রমিক নিজের শ্রমকে কি প্রকারে সংগঠিত করবে তার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সে তার শ্রমের উৎপাদন থেকেও নিয়ন্ত্রণ হারায়।

এবারে দুটি বিপরীত উদাহরণের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবো। যে আত্মসন্তুষ্টি ও সৃজনশীলতা একজন তাঁতীর বা কুমার অথবা কর্মকার এর থাকে, সেটা কলকারখানার কর্মী থেকে পৃথক যার একমাত্র কাজ সারা দিন লিভার টানা, (Press Bottom) বোতাম চাপা এই অবস্থায় সহযোগিতাটি হয় বলপূর্বক।

প্রতিযোগিতা - ধারণা এবং ব্যবহারের রূপরেখা

সহযোগিতা বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে *প্রতিযোগিতা* বিশ্বব্যাপী এবং স্বাভাবিক ভাবে বিচরণ করে। কিন্তু আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি কিভাবে সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রতিযোগিতা একটি সামাজিক অস্তিত্ব রয়েছে। সেই অস্তিত্ব সমাজে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে। তৎকালীন সমাজে এই ধারণাটি বিরাজমান এবং এমন সমাজ পাওয়া কঠিন যেখানে প্রতিযোগিতাকে পথ প্রদর্শক শক্তি হিসাবে মানা হয় না।

আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ানোর সময় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনুভব তাকে এই বিষয়ে আলোকপাত করে যে প্রতিযোগিতাকে একটি সামাজিক ঘটনা হিসেবে উপলব্ধি করতে হবে এবং প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে নয়। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকার অনুমান ছিল যে শিশুরা দৌড় প্রতিযোগিতায় যেখানে বিজয়ী চকলেট দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এই বিষয়টি নিয়ে খুব আনন্দিত হবে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হল শিক্ষিকার প্রস্তাবে শিশুদের মধ্যে একপ্রকারের উৎসাহ যেমন দেখা যায় অন্যদিকে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনাও দেখা যায়। আরও তদন্ত করার পর দেখা যায় শিশুরা এই খেলায় অরুচি বোধ করে যেখানে 'বিজেতা' ও 'পরাজিত' ঘোষণা করা হবে। এটা তাদের আনন্দের বিরুদ্ধে কেন না তাদের কাছে আনন্দের বিষয় হল অপরিহার্যভাবে সহযোগিতা এবং যৌথ অভিজ্ঞতা যা প্রতিযোগিতামূলক নয়।

সমকালীন পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা একটি প্রভাবশালী আদর্শ ও চর্চার বিষয়। প্রাথমিক/শাস্ত্রীয় সামাজিক চিন্তাবিদ্‌রা যেমন ক্র্যামাইল দূরখেইম এবং কার্লমার্ক্স লক্ষ্য করেছিলেন যে আধুনিক সমাজগুলিতে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববাদ এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব এর বিকাশ পর্যায়ক্রমে ঘটে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ যে ধরণের কাজে যুক্ত থাকে সেখানে এই দুই ধরনের বিকাশ সহজাত ভাবে হয়। এই ধরনের সমাজে অত্যধিক কার্যকৌশলতা এবং অতিরিক্ত লভ্যাংশের জন্য জোর দেওয়া হয়।

পুঁজিবাদীর মৌলিক ধারণাগুলি হলো :
ক) ব্যবসার বিস্তার / ব্যপকতা
খ) শ্রমবিভাজন
গ) বিশেষজ্ঞতা / দক্ষতা এবং
ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

এই সকল ধারণা পুঁজিবাদী সমাজের প্রক্রিয়াগুলির সচলতায় সহযোগিতা করে এবং যেখানে যুক্তিবাদী ব্যক্তিমুক্ত বা অবাদ প্রতিযোগিতায় মূল কৌশল হল অতিরিক্ত লাভ।

প্রতিযোগিতার আদর্শ হল পুঁজিবাদের প্রভাবশালী আদর্শ এই বিচার ধারার যুক্তি হল বাজার এমন প্রকারের কার্য করে যেখানে অধিকতম দক্ষ কার্যকৌশলতাকে সুনিশ্চিত করে। প্রতিযোগিতা এটা সুনিশ্চিত করে যে সব থেকে দক্ষ ও বলিষ্ঠ ফার্মটি (firm) টিকে থাকে। প্রতিযোগিতায় সুনিশ্চিত করে যে অধিকতম নম্বর পাওয়া ছাত্রটি প্রতিষ্ঠিত কলেজে ভর্তি হতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে শ্রেষ্ঠ চাকুরিতে নিযুক্ত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে "শ্রেষ্ঠ" বলতে বুঝায় যে সব ধরনের পার্থিব পুরস্কার প্রাপ্তি করে।

এই ধরনের বিচার যে মানুষ স্বাভাবিক রূপে প্রতিযোগিতা পছন্দ করে, এই বিচারটি প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বুঝতে হবে। প্রতিযোগিতা, পুঁজিবাদের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছারূপে উন্নীত হয়।
বাক্সের ভিতর দেওয়া সারমর্মটি পড়োএবং আলোচনা করো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিযোগিতা এবং পুঁজিবাদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি(বৃদ্ধি)র জন্য। আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তীব্রগতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রূপে প্রতিযোগিতাকে দেখা যায়। কিন্তু তথাপি আমরা প্রতিযোগিতামূলক আচরণএবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি না। অন্যদিকে এই ধারণাকে মানা হয় যে প্রতিযোগিতার অনেক ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে সমাজে। (বটোমোর 1975 :174 -5)

এই বিচার ধারা অনুমান করে যে ব্যক্তি সমান ভিত্তিতে সর্বদা বিভিন্নস্তরে প্রতিযোগিতা করে থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিস্থিতি, শিক্ষা, রোজগার অথবা প্রতিযোগিতা সমান ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পূর্বের স্তরবিন্যাস বা অসাম্যতার আলোচনাতে বলা হয়েছে ব্যক্তি সমাজে বিভিন্ন প্রকারে অবস্থান করে থাকে। যদি ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় শিশু বিদ্যালয়ে না যায় বা স্কুল ছুট (Drop-out) হয় তা হলে তারা পুরোপুরি প্রতিযোগিতার বাইরে থাকে।

উদারবাদী জে.এস.মিল অনুভব করেছেন যে প্রতিযোগিতার ফলাফল সাধারণত ক্ষতিকারক। উনার অনুভব যে আধুনিক যুগের প্রতিযোগীতা বিবেচনা করা হয় "প্রত্যেকের লড়াই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কিন্তু একই সময় এটা প্রত্যেকের জন্য লড়াই; এই অর্থে যে আর্থিক প্রতিযোগিতা নির্দেশ করে অধিকতর ফলাফল স্বল্পমূল্যে। আরও যেমন সমাজে ব্যক্তিত্ববাদের তীব্র বিস্তার বিভিন্ন প্রকারের হয় যা গোটা সমাজ এর সদস্যকে এক সাথে জুরে রাখে, এই বিচার জীবিত থাকে যখন ব্যক্তির উপরে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম বিচরণ করে।

কাজ - ৬

সম্প্রতি সরকারের অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতির (OBC) জন্য 27 শতাংশ সংরক্ষণের নির্ণয়ের উপর ভারতে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

পত্রপত্রিককায় এবং টিভিতে এই বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে দেওয়া বিভিন্ন যুক্তিগুলিলকে একত্রিত করো। বিদ্যালয়ের ড্রপ আউট এর হার বিশেষ করে নিম্ন বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করো।

বেশিরভাগ নিম্নজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল ড্রপ আউট বেশী ও উচ্চবর্গের দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরের প্রসঙ্গে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের ধারণাগুলো আলোচনা করো।

দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা

দ্বন্দ্ব শব্দটির দ্বারা বোঝায় দুটি আগ্রহের সংঘর্ষকে। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করেন যে, সমাজে সম্পদের অভাব উৎপন্ন করে দ্বন্দ্ব যা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সংঘর্ষের মাধ্যমে সামাজিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। দ্বন্দ্বের কারণ বিভিন্ন। এটা হতে পারে শ্রেণি বা বর্ণ, উপজাতি বা লিঙ্গ, জাতিগত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়। একজন তরুণ ছাত্র হিসেবে তোমরা ভালোভাবে সচেতন দ্বন্দ্বের পরিসীমা নিয়ে যেটা সমাজে বর্তমান। বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের পরিসীমা ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কাজ - ৭

"প্রতিযোগিতা একটি প্রয়োজনীয় সহায় এবং সমাজে বিকাশের জন্য আবশ্যক।" এই বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো। "প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।" এই বিষয়ে নিজের বিদ্যালয়ের অনুভবগুলি দিয়ে একটি রচনা তৈরী করো।

ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত সাধারণ চিন্তাধারা যা সমাজে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তা নূতন হয়। সমাজতত্ত্ববিদরা এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে বিভিন্ন অবস্থায় দ্বন্দ্বের প্রকৃতি এবং রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্ব যে কোন সমাজের একটি মহত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে চলে আসছে। সামাজিক পরিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের বৃহত্তর দাবি যা অনগ্রসর এবং বৈষম্যমূলক দলের যেটা আরো বেশি প্রকটভাবে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে পূর্বে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিল না। বাক্সে (Box) দেওয়া উক্তি এটার উপর আলোকপাত করবে।

কাজ - ৮

বিভিন্ন অবস্থা চিহ্নিত কর যখন ব্যক্তিদের সমাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়। তোমার স্কুলে প্রবেশ থেকে শুরু করে জীবনের বিভিন্ন স্তরের অবস্থাগুলি উদাহরণ স্বরূপ নিতে পারি।

এটাও বুঝা আবশ্যক যে দ্বন্দ্ব বিভেদ অথবা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয় যখন এটা খোলাখুলি ভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ কৃষক আন্দোলন যা একটি প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার পরিণাম ভূমি সম্পদের গুরুতর দ্বন্দ্বের। কিন্তু আন্দোলনের অনুপস্থিতির মানে এই নয় যে এখানে দ্বন্দ্ব নেই, অতএব, এই অধ্যায়ে জোর দেওয়া হয়েছে দ্বন্দ্ব, অনৈচ্ছিক সহযোগিতা এবং প্রতিবন্ধকতার সম্পর্কের উপর।

কাজ - ৯

আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বগুলির চিন্তা করো। যেমন বৃহত্তর স্তরে রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসমূহের সংঘর্ষ। আবার একই রাষ্ট্রের ভিতরও রয়েছে দ্বন্দ্ব। এই সবকিছুর তালিকা তৈরী কর এবং আলোচনা করো কি কি রূপে তারা সমান ও কি কি রূপে তারা ভিন্ন।

এসো আমরা আলোচনা করি কিছু দ্বন্দ্ব যেগুলো বর্তমান সমাজে প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখায় এখানে আমরা দুটো ঘটনা তুলে ধরছি। প্রথম হচ্ছে পরিবার এবং গৃহস্থলী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জমি সংক্রান্ত বিবাদ।

পরম্পরাগতভাবে পরিবার এবং গৃহস্থালিকে সবসময় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ একক হিসাবে দেখা হয়, যেখানে সহযোগিতা একটি প্রভাবশালী প্রক্রিয়া এবং পরার্থবাদ মানুষের আচরণের চালিকা শক্তি ছিলো। বিগত তিন দশক থেকে নারীবাদী বিশ্লেষকদের এই অনুমান এর উপর প্রশ্ন উঠছে। অর্মত্য সেনের মতো শিক্ষাবিদও মেনে নিয়েছেন এই বলপূর্বকক সহযোগিতার সম্ভাবনাকে।

নতুন এবং পুরানোদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রধান বিষয় হয়ে গেছে। প্রাচীন রীতি নবীন শক্তির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারছে না এবং নবীন আশা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না, কিন্তু এই পরিস্থিতি

লুপ্তপ্রায় নয় — সত্য এটাই, এটা এখনও খুবই প্রাণবন্ত। দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুচিত তর্ক, বিভেদ, বিভ্রান্তি থেকে এবং কোন ক্ষেত্রে রক্তপাতও ঘটায়। এই পরিস্থিতিতে সমাজতত্ত্ববিদের কাছে এটা আবশ্যক হয়ে পরে যে নিজের অতীতের ভালো শান্তিপূর্ণ দিনগুলিকে মনে করেন। কিন্তু এক মুহূর্তের প্রতিফলন তাকে এই বিশ্বাস দিয়ে দেবে যে পুরোপদ্ধতির রীতিনীতিও দ্বন্দ্বহীন ছিল না এবং সেটাও জনসংখ্যার একটা বড় অংশের উপর অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত করে।

যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দ্বন্দ্ব কে অস্বাভাবিক মনে করে বা যেখানে বিজ্ঞানের নামে এক বিশেষ মূল্য রূপে সাম্যতার জন্য বিনিয়োগ করা হয়, কিন্তু এই পরিস্থিতি উন্নয়নশীল সমাজে অধ্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

সূত্র ঃ শ্রীনিবাস এম. এন. 1972, Social Change in Modern India, Pg- 159-160, Orient Longman, New Delhi.

সহযোগিতা থেকে শুধু বিভিন্ন দলেরই লাভ হয় না; তাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপকেও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা হিসাবে নিতে হবে, যখন ছোটো খাটো দ্বন্দ্বের অবস্থান হয় তখনও.....। যদিও স্বার্থের গুরুতর দ্বন্দ্ব জড়িত থাকতে পারে "সামাজিক প্রযুক্তি"র পছন্দের ক্ষেত্রে, পারিবারিক সংগঠনের প্রকৃতির অবশ্যক হল এই দ্বন্দ্বকে নিজেদের সহযোগিতার দ্বারা মিটিয়ে ফেলা, এই সঙ্গে দ্বন্দ্বকে বিচ্যুতিমূলক বা ভ্রান্তিমূলক ব্যবহার রূপে দেখা। (সেন 1990 - 147)

যদিও দ্বন্দ্ব সবসময় খোলাখুলি প্রকাশ করা যায় না, এটা দেখা যায় নিম্নবর্গীয় এবং অধীনস্ত অংশ, ঘরের মহিলা অথবা কৃষি- সমাজের কৃষক, দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করতে এবং সহযোগিতা পেতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। অনেক সমাজতাত্ত্বিকের অধ্যয়নে দেখা যায় যে অপ্রত্যক্ষদ্বন্দ্ব এবং প্রকাশ্য সহযোগিতা হল সাধারণ। নীচে দেওয়া উদাহরণ ঘরে মহিলাদের ব্যবহার এবং গৃহস্থালিতে পারস্পরিক মিথঃক্রিয়ার উপর কিছু অধ্যয়ন থেকে নেওয়া হয়েছে।

পার্থিবচাপ এবং সহযোগিতার প্রেরণা বন্টন ব্যবস্থাকে প্রসারিত করে এবং সেখানে বিতরণ প্রক্রিয়ার উপর প্রকাশিত দ্বন্দ্বের প্রভাব সম্পর্কে খুব কম সাক্ষ্য আছে। ইহার পরিবর্তে নির্ণয় নেওয়ার ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ, প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার (বয়স, লিঙ্গ এবং জীবনচক্রের সঙ্গে জড়িত), একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ যেখানে পুরুষ এবং মহিলা দুজনেরই সমর্থন আছে। এইভাবে , মহিলাদের অনেক বিশেষত্ব অর্জন করতে দেখা যায় গৃহস্থালি বস্তুর ভাগাভাগিতে বিরোধ, নিজের ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য, গৃহের অন্যান্য সম্পর্ক এবং সম্পদের ভাগ না পাওয়ার জন্য এবং ওদের পার্থিব সুবিধার্থে ওরা ছেলেদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে, যা ঐ সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য এবং নিজের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের বীমার জন্য এবং সহযোগী হিসেবে পাওয়ার জন্য, 'স্বার্থবিহীন' ভাবে ছেলেদের উপর বিনিয়োগ করে থাকে। উত্তর ভারতের সমতল ক্ষেত্রের "মাতৃক পরার্থবাদ" সম্ভবত ছেলেদের দিকে পক্ষপাতিত্ব করে এবং এটাকে মহিলাদের পিতৃতান্ত্রিক ঝুঁকির প্রত্যুত্তর হিসেবে দেখা যায়। মহিলারা পুরোপুরি শক্তিহীন নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু পুরুষের নির্ণয় নেওয়ার ক্ষমতার সম্মুখে সে পরোক্ষভাবেই থাকে। বিশ্বস্ত সহযোগির ব্যবহার (আত্মীয় বা প্রতিবেশী) নিজের তরফ

থেকে ছোটোখাটো ব্যবসা করার জন্য, লুকিয়ে টাকা পয়সার লেনদেন এবং পর্দা ও মাতৃত্বের মতো লৌকিক বিচারধারার উপর আলোচনা করা হচ্ছে কিছু কৌশল যার উপর নির্ভর করে মহিলারা পুরুষের শক্তির প্রতিরোধ করে থাকে (Abdullah and Zeidenstein, 1982; white 1992) । তাদের প্রতিরোধের এই গোপনীয় রূপ ঘরের বাইরে সহযোগিতার বিকল্পের অভাব এবং উন্মুক্ত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চ ঝুঁকিকে দেখায় (Kabeer 1996-129)।

সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নাত্মক পরম্পরাকে মাথায় রেখে মেনে নেওয়া তত্ত্বের উপর এই অধ্যায়ে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের সমালোচকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রক্রিয়াগুলোকে 'স্বাভাবিক' মানা হয় না। এটা অন্যান্য আরও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে এইগুলিকে জড়িয়ে দেয়। নীচে দেওয়া অনুচ্ছেদে তোমরা একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন সম্পর্কে পড়বে যেটা করা হয়েছে ভূমি সম্পর্কের উপর, যেমন ভারতবর্ষে 'ভূধন-গ্রামধন আন্দোলন'। বাক্সের লেখা পড়ো এবং দেখো সমাজে সহযোগিতা সমাজতাত্ত্বিক রূপে কিভাবে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনের আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

উপসংহার

এই পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো একদিকে সামাজিক পরিকাঠামো এবং স্তরবিন্যাস এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝার এবং অন্যদিকে সামাজিক প্রক্রিয়া যেমন সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব বোঝার। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ

জমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব

1956 (১৯৫৬ সনে) হরবকস্ নামে একজন রাজপুত নাথু আহির (পেটেল) এর কাছ থেকে দুই একর জমি বন্ধক দিয়ে একশত টাকা ধার নিয়েছিল। সেই বছরেই হরবকস্ মারা যায় এবং তার উত্তরাধিকারী গণপথ জমিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ১৯৫৮ সনে চাপ সৃষ্টি করে এবং সেটার বিনিময়ে সে দুই (২০০) শত টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। নাথু, গণপথকে জমি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। গণপথ কোন আইনি সহায়তা নিতে পারছে না কারণ এই লেনদেনের কোন লিখিত দলিল রাজস্ববিভাগে নেই। এই পরিস্থিতিতে গণপথ হিংসাত্মক ঘটনার সহায়তায় 1956 সনে (গ্রামীণ আন্দোলনের এক বছর পর) জোর করে জমি দখল করে নেয়। গণপথ, যে একজন পুলিশ কনস্টেবল ছিল, তাই এই ব্যাপারে সে পুলিশ আধিকারিকদের প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। যখন পেটেল, ফুলেরাতে যায় (পুলিশ থানা,হেড কোয়ার্টার্স) তখন তাকে থানায় বসিয়ে জোর করে রাজি করানো হয় যাতে সে জমি গণপথকে ফিরেয়ে দেয়। এরপর গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে পেটেলকে টাকা দিয়ে গণপথ তার নিজের জমি ফিরে পেয়ে যায়।

Source : Oommen, T.K. 1992 : Charisma, stability and Change; An Analysis of Bhoodan-Gramdon Movement in India. P.84. Thompson Press. New Delhi.

প্রযুক্তির আর্বিভাবের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ চরস চালানোর জন্য (কুয়ো থেকে জলসেচ করার একটি আদি উপায়) দুই জোড়া ষাঁড় এবং চারজন লোকের প্রয়োজন হয়। একজন সাধারণ কৃষক চারটি ষাঁড়ের খরচ দিতে অক্ষম অথবা গড়পরতা দেখা যায় পরিবারে হয়তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষের অভাব। এই পরিস্থিতিতে ষাঁড় বা লোকবল অন্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয় (আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু ইত্যাদি), এটার পরিবর্তে তারাও ভবিষ্যতে অন্যদের সাহায্য করবে। কিন্তু যদি চরসের পরিবর্তে রেহাত (পার্শীয়ান চাকা) ব্যবহার করা হয় জলসেচের জন্য সেটাতে ভারী পুঁজির প্রয়োজন, কিন্তু এটা চালানোর জন্য শুধুমাত্র একজোড়া ষাঁড় এবং একজন লোকের প্রয়োজন হয়। সেচের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজনকে এই ভাবে কমিয়ে দিয়েছে ভারী পুঁজি এবং সক্ষম প্রযুক্তি। তাই, একটি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির স্তর ব্যক্তিবর্গের এবং দলের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে পারে।

Source : Oommen, T.K. 1992 : Charisma, stability and Change; An Analysis of Bhoodan-Gramdon Movement in India. P.88. Thompson Press. New Delhi.

কাজ -১০

নীচে দেওয়া জমি সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের বিবরণটি পড় এবং এটার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণিকে চিহ্নিত করো। এখানে ক্ষমতা ও সম্পদের ভূমিকাকে মনযোগ দিয়ে দেখো।

করেছো যে তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়াই ভিন্ন, কিন্তু অধিকতর সময় একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করে, আবার দেখা যায় কোন কোন সময় প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, যেমন উপরে আলোচিত জোরপূর্বক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করবো নিম্নলিখিত দুটি কাজ দিয়ে যা তোমাদের সমাজতাত্ত্বিক ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কীভাবে এই তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে কাজ করে যা সামাজিক কাঠামোতে এবং স্তর বিন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত।

কাজ - ১১

নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি মনোযোগ সহকারে পড় এবং সামাজিক কাঠামো, স্তরবিন্যাস এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা করো। কি ভাবে সন্তোষ এবং পুষ্পার চরিত্রগুলি সামাজিক কাঠামো এবং স্তরবিন্যাসের দ্বারা আবদ্ধ — এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করো। তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়া সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বকে তাদের জীবনে চিহ্নিত করা কি সম্ভব? এই বিবাহগুলিকে কি সহযোগিতা রূপে দেখা যায়? এই বিবাহগুলিকে কি এমন ক্রিয়ারূপে দেখা যেতে পারে যেখানে ব্যক্তি সচেতন ভাবে গ্রহণ করে প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির বাজারে বেঁচে থাকার জন্য, কেননা বিবাহিত দম্পতি (Couple) সেখানে অগ্রাধিকার পায়? এখানে কি দ্বন্দ্বের কোন চিহ্ন আছে?

Outlook 8 May, 2006. "অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাতকার :

" কৈশোর বিবাহ, অধিবাসিত শ্রমিক এবং চিনি কারখানার সংকট। ভয়ংকর চক্র।"

অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এটা সেই পুরনো গল্প। সন্তোষ সিন্ধে (14) ভূমিহীন শ্রমিকের পুত্র সন্তান। যে আট হাজার (8000) টাকা ঋণ করে পড়াশুনার জন্য। এখন মহাজন চায় ঋণপরিশোধ করতে তাই এবারে গরীব সিন্ধে যার কাছে এক পয়সাও ছিল না, সে চিনি কারখানার ঠিকেদারের কাছ থেকে অগ্রিম মাসিক বেতন চায়। সমস্যা এটা ছিল যে তারা স্বামী স্ত্রী ছাড়াও তাদের একটি পুত্র সন্তান ছিল পরিবারে। তাই সিন্ধে দ্রুত তার একমাত্র পুত্র সন্তোষের জন্য 14 বছরের পুষ্পাকে পুত্রবধূ রূপে নিয়ে আসে। পুষ্পা মহারাষ্ট্রের ওসমানাবাদ জেলার একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা ছিল ও সেখান থেকেই ওদের সঙ্গে কর্নাটক রওনা হয়। তারা যাত্রার মাঝে মন্দিরে সাধারণভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এটার একটা নামও আছে "গেইট কীন"। হতেপারে এই শব্দটির উদ্ভব প্রচরণকারী শ্রমিকদের থেকে এসেছে, যারা ফেক্টরীর বাইরে আঁখ ছোলানোর সময়ে থাকতো। ঠিকাদারেরা বিবাহিত দম্পতিদের অবিবাহিত ছেলেদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিত কেননা তারা অনেক মাস ফ্যাক্টরীতে থেকে কাজ করতো। পশ্চিম মহারাষ্ট্রে যেখানে একসময় ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ চিনির উৎপাদন হতো — সংকটপূর্ণ সময় প্রচরণকারী শ্রমিকদের সমস্ত রোজগারের ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেল। অনুমান সাপেক্ষে বলা হয় এই কারখানাগুলিতে 1900 কোটি টাকার ক্ষতি হয়, আর এই বছর 177 চিনি কলের মধ্যে 120 টি মিলের গুলির জন্য বরাদ্দ হয় কেন্দ্র থেকে 1650 কোটি টাকার Bailout Package, সেই বরাদ্দ নিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু 6 মাসেরও দীর্ঘসময় অবধি ক্ষেতে আঁখ কাটা, প্রচরণকারী শ্রমিকদের আরও কষ্টকর হয়ে ওঠলো। ওদের রোজগারের ব্যবস্থা স্বল্প হয়ে যায় এবং বেতন ভাতাও কমে যায়।

... সন্তোষ যার বয়স এখন 16 বছর, সে সবে ক্লাস টেন (দশম শ্রেণী) পড়াশুনা শেষ করে এবং তার স্ত্রী পুষ্পা দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় বসে। পুষ্পা ভাল ছাত্রী ছিল, সমতা রেখে চলছিল তার পড়াশুনা ও দেড় বছরের শিশুপুত্রকে দেখাশুনা করার ব্যাপারে। তাছাড়া ঘরে ও ক্ষেতেও কাজ করতে হয় তাকে। যেমন সে সবসময়ই বলে, "আমার বিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে, কখনও কখনও আমি ভাবি আমার বিয়ে যেন কখন হয়ে গেল — কখন হয়ে গেল সবকিছু?" যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হত তার স্বাস্থ্যের কি কোন ক্ষতি হয়েছে, এই অল্প বয়সী মা বলতো " যে সব জিনিস আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তা আমি ভাবি না। তথাপি আমি ঐ সব জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখি যা আমি এখন করতে পারবো।" তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বলে পুষ্পা যদি মেধাবৃত্তি পায় তা হলে তার পড়াশুনা জারি রাখা সম্ভব তা না হলে তরুণ দম্পতি বোম্বেতে নির্মাণ কার্যে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

কাজ -১২

নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি মনোযোগ দিয়ে পড় যেখানে বিক্রম ও নিতিন এবং সন্তোষ ও পুষ্পার (কাজ-১১) মধ্যে যে প্রকারের প্রতিযোগিতা বিদ্যমান; ঐ সকল অসাম্যতার তুলনা করো।

যে প্রকারের আট শতাংশ ভারতীয় অর্থব্যবস্থা, পুরোনো রেকর্ড ভেঙে তীব্রগতিতে বেড়ে চলেছে প্রতিদিন, ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যায় রোজ হাজার রকমের চাকুরির জন্মনিচ্ছে; যার ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে দৃষ্টিকোণ এবং মনোভাব ও কাজের ধরণ। তরুণ পেশাদার ব্যক্তিবর্গ দ্রুত প্রতিদান চায়। পদোন্নতির চাহিদা যা দ্রুত এবং শীঘ্র চায়।

তাছাড়া ভাল পয়সা উচ্চবেতনক্রম এবং আরো সুযোগ সুবিধাই হলো মুখ্য প্রেরণাদায়ক । বিক্রম সামন্ত বয়স 27 বছর যে কিছু দিন হল বি.পি.ও (B.P.O) চাকরীতে ভাল বেতনে নিযুক্ত হয়েছে। সে তার পুরনো চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মুখ্য কারণ ছিল আরও অধিক মাইনা। "পয়সা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমার নতুন মালিকেরা ভালোভাবে অবগত যে আমি প্রতি পয়সার উপযুক্ত যা আমাকে দেওয়া হয়।" এটা তার ধারণা ছিল।

এই তরুণ কর্মমূখীদের যে চালিকা শক্তি এগিয়ে নিয়ে যায় সেটা কি দ্রুতগতিতে কর্পোরেট জগতের সিঁড়িতে চড়া নাকি পরিমিত গতিতে সিঁড়ি ওঠা। "হ্যাঁ, আমি পরবর্তী পদোন্নতি দ্রুত চাই, নাকি তখন, যখন আমি বুড়ো হয়ে যাবো।" নিতিন পদোন্নতির জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ এবং সেইজন্য তাঁর ICICI থেকে চাকুরি ছেড়ে পদোন্নতি নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ট এ প্রবেশ করলো। এবারে সে (Optimix) ওপটিমিক্স জোন্যাল ম্যানেজার পদে নিজেকে নিযুক্ত করলো।

The week (7 May, 2006) একটি বিশেষ প্রতিবেদন "The New Workaholics : Their Goals. Money. Risks Health."

শব্দকোষ

পরার্থবাদ (Altruism) ঃ নিজের লাভ বা স্বার্থ ছাড়া অন্যদের স্বার্থে কাজ করার নীতি হচ্ছে পরার্থবাদ।

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation) ঃ মার্কস এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই স্থিতিকে বুঝতে যেখানে নিজের শ্রম তথা শ্রম উৎপাদনের উপর কোন প্রকারের অধিকার থাকে না। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক নিজের শ্রমের প্রতি বিচ্ছিন্নতা বোধ করে।

বেআইনি আমল (Anomie) ঃ দূরঘেইম এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন এমন একটি সামাজিকস্থিতি যেখানে নিয়ম বা আইন নষ্ট হয়ে যায়, ব্যক্তির সামাজিক কোন বাধ্যবাধকতা বা পথপ্রদর্শক থাকে না। এটি একটি নিয়মহীনতার পরিস্থিতি।

পুঁজিবাদী (Capitalism) ঃ এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন এর ব্যবস্থা থাকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে এবং যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো লাভ যেখানে শ্রম বেতন ভিত্তিক শ্রমিকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়।

শ্রমবিভাজন (Division of Labour) ঃ কাজের বিশিষ্টকরণ যার মাধ্যমে বিভিন্ন রোজগার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেক সমাজে শ্রম বিভাজন দেখা যায়। বিশেষ করে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে শ্রম বিভাজন স্পষ্ট। শিল্পায়নের সাথে শ্রম বিভাজন আরও জটিল হয়ে উঠলো। অন্য যে কোন প্রকারের উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক বিশ্বে শ্রমবিভাজন বিশ্বব্যাপী।

প্রভাবশালী বিচারধারা (Dominant Ideology) ঃ বিচার তথা ধারণাগুলি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে সাহায্য করে। এই বিচারধারা প্রত্যেক সমাজে প্রতীয়মান ও বিভিন্ন বর্গের মধ্যে অসাম্যতা সৃষ্টি করে। এই বিচার ধারার শক্তির সঙ্গে গোষ্ঠী ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিভিন্ন শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজকে বৈধ করে তোলে।

ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism) ঃ যে চিন্তাধারা মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে গুরুত্ব দেয়, অন্য সকল মানুষের জীবনের সঙ্গে গুলিয়ে বা মিলিয়ে দেয় না।

মুক্তব্যবসা / উদারবাদ (Laissez-faire Liberalism) ঃ রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ যা বিশ্বাস করে মুক্ত বাজার এবং সম্পত্তির মালিকানার পুরো ছাড় দেওয়া এবং সরকারের অর্থনীতিতে দখলদারি না দেওয়া।

যান্ত্রিক একতা (Mechanical Solidarity) ঃ দূরখেইমের-এর মতে প্রথাগত সংস্কৃতির সাথে স্বল্প শ্রম বিভাজন হল যান্ত্রিক একতার বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সমাজের বেশিরভাগ সদস্য একই ধরনের কাজে যুক্ত থাকে তারা একে অপরের সাথে একই প্রকারের অনুভব ও বিশ্বাসে আবদ্ধ।

আধুনিকতা (Modernity) ঃ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রক্রিয়া যা বিশিষ্টতা, জটিলতা এবং গতি বিজ্ঞান এর কারণে বিখ্যাত হয়েছিল, যা প্রথাগত চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন।

স্বাভাবিক একতা (Organic Solidarity) ঃ দূরখেইমের মতে যে একতা সমাজে ব্যক্তির আর্থিক নির্ভরতা এবং অপরের কাজের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করে, যেহেতু এই সমাজে শ্রম বিভাজন অত্যন্ত জটিল, ব্যক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল, কেননা তার প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য অন্য ব্যক্তির উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। আর্থিক পরিবর্তনও আত্মনির্ভরতা সম্পর্কই এই প্রকারের পরিস্থিতিকে সামাজিক একতা বানিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

সামাজিক বাধা (Social Constraint) ঃ আমরা যে সমাজ ও গোষ্ঠীর সদস্য সেই সমাজ বা গোষ্ঠী আমাদের ব্যবহারের উপর প্রভাব ফেলে। দূরখেইমের মতে সামাজিক বাধা, সামাজিক তথ্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

কাঠামো (Structure) ঃ যে কোন সংগঠনের কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের আদর্শ যা ব্যক্তির ব্যবহারকে নির্দেশ করে।

অনুশীলনী

১) কৃষি অথবা শ্রম শিল্পের বিভিন্ন কাজ যেখানে সহযোগিতার প্রয়োজন হয় তা চর্চা করো বা আলোচনা করো।

২) সহযোগিতা কি সবসময় স্বেচ্ছায় হয় নাকি সেটা বলপূর্বক? যদি বলপূর্বক হয়, তাহলে কি সামাজিক সম্মতি পায় অথবা নিয়মের শক্তির কারণে সহযোগিতা করতে হয়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩) তোমরা কি ভারতীয় সমাজের দ্বন্দ্বের বিভিন্ন উদাহরণ খুঁজে বের করতে পারবে? প্রত্যেক উদাহরণের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি অলোচনা করো।

৪) দ্বন্দ্ব কি ভাবে সমাধান করা যেতে পারে এই বিষয়ের উপর উদাহরণ সহ একটি রচনা লিখ।

৫) এমন একটি সমাজের কল্পনা করো যেখানে কোন প্রকারের প্রতিযোগিতা নেই। এটা কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহলে কেন?

৬) তোমাদের পিতা-মাতার এবং বয়ো:জ্যেষ্ঠ, দাদু দিদা এবং তাঁদের সমকালীন ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করো যে আধুনিক সমাজ কি প্রথাগত সমাজ থেকে বেশি প্রতিযোগিতামূলক বা দ্বন্দ্বে পূর্ণ বলে মনে হয়। যদি তোমার উত্তরটি হ্যাঁ হয় তাহলে সমাজতত্ত্বের নিরিখে বর্ণনা করো।

REFERENCES

ABDULLAH, T. AND S. ZEIDENSTEIN, 1982, Village Men of Bangladesh; Pros pects for Change, Pergamon Press. Oxford.

BASU, SRIMATI. 2001. She comes to Take Her Rights : Indian Women. Property and Propriety. Kali for Women, New Delhi.

BOTTOMORE, T.B. 1975. Sociology as Social Criticism. George Allen and Unwin Ltd. London.

DURKHEM EMILE. 1993 . The Division of Labour in Society. A Free Press (Pa perback), The MacMillan Company, New York.

JAYARAM, N. 1987. Introductory Sociology. MacMillan India Ltd. Delhi.

HALE SYLVIA, M. 1990. Controversies in Sociology; A Canadian Introduction. Longmann Groups, London.

MARX KARL AND FREDERICK ENGELS. 1974, The German Ideology, Selected Works, Vol. 1. Peoples Publishing House, Moscow.

SEN AMARTYA. 1990. "Gender and Cooperative Conflicts" in Presistent Inequali ties (ed) II. Tinker, pp. 123-49. Oxford University Press. Oxford.

SINGH YOGENDRA. 1973 Modernization of Indian Tradition, Thomson Press, Delhi.

SRINIVAS, M.N. 1972, Social Change in Modern India. Orient Longman, New Delhi.

OOMMEN, T.K. 1972. Charisma, Stability and Change; An Analysis of Bhoodan Gramdan Movement in India. Thomson Press, New Delhi.

WHITE, S.C. 1992. Arguing with the Crocodile, Gender and Class in Bangladesh, Zed Books, London.

দ্বিতীয় অধ্যায়
গ্রামীণ ও নগরীয় সমাজে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক ব্যবস্থা

এটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, পরিবর্তন সমাজের একটি অপরিবর্তনীয় দিক। আধুনিক সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিকে মনে করানোর প্রয়োজন নেই যে, পরিবর্তন আমাদের সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। বাস্তবে একটি বিষয় রূপে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে, পশ্চিমী সমাজে তীব্রগতির পরিবর্তনীয় পরিবেশকে বোঝার প্রয়াসে।

যদিও সামাজিক পরিবর্তনকে সাধারণ রূপে দেখা যায় তথাপি তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি নবীন এবং সাম্প্রতিককালের ঘটনা। এটি অনুমান করা হয় যে মানব জাতি পৃথিবীতে পাঁচ লাখ বছর থেকে বসবাস করে আসছে, কিন্তু তাদের সভ্যতার অস্তিত্ব মাত্র ছয় হাজার বছর ধরে। সভ্যতার ছয় হাজার বছরের মধ্যে বিগত চারশ বছর ধরে লাগাতর এবং তীব্র পরিবর্তন দেখা গেছে; এই পরিবর্তনশীল বছরগুলোর মধ্যে পরিবর্তন গতিশীল ছিল মাত্র বিগত একশো বছর ধরে। যে গতিতে পরিবর্তন হয় এবং দ্রুত গতিশীল হয়ে ওঠে, হয়তো বা এই কারণে অধিক পরিবর্তন প্রথম পঞ্চাশ (50) বছরের তুলনায় অন্তিম (50) পঞ্চাশ বছরে দ্রুত হয়েছে এবং এই (50) পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর সব থেকে বেশি পরিবর্তন হয়েছে শেষের (20) কুড়ি বছরে।

ইতিহাসের পরিবর্তন চক্র

পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব (50) পঞ্চাশ লাখ বছর ধরে। স্থায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি কৃষি যা মাত্র (১২) বারো হাজার বছর পুরোনো। সভ্যতা ছয় হাজার বছর থেকে বেশি পুরোনো নয়। যদি আমরা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে একদিন হিসেব মেনে নিই (মধ্যরাত্রি থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত) তাহলে কৃষি 11.56 মি. এবং সভ্যতা 11.57 মি অস্তিত্বতে আসে। আধুনিক সমাজের বিকাশ ১১.৫৯ (11.59) মিনিট ও ৩০ (30) সেকেণ্ডে যত পরিবর্তন হয়েছে, তাই মনুষ্যের দিনের অন্তিম 30 সেকেন্ড যত পরিবর্তন হয়েছে সেটা সম্ভবত এখন অব্দি পুরো সময়ের পরিবর্তনের যোগফলের সমান।

From : Anthony Giddens. 2004, Sociology.4th edition p.40

কাজ - ১

তোমার থেকে বড়ো কারোর সাথে কথা বলো এবং সূচিপত্র বানাও তোমার জীবনের এমন কিছু জিনিসের ঃ

(ক) যেগুলো ওই সময়ে ছিল না, যখন তোমার পিতামাতা তোমার বয়সের ছিল।

(খ) যেগুলোর অস্তিত্ব ছিল না যখন তোমার দাদু-দিদা ঠাকুরমা, ঠাকুরদা তোমার বয়সের ছিল।

উদাহরণ — সাদাকালো রঙিন টিভি; প্লাস্টিক প্যাকেট জাত দুধ, চেইন দেওয়া কাপড় প্লাস্টিকের বালতি ইত্যাদি। তোমাদের পিতামাতা এবং তোমাদের দাদু, দিদা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ছেলেবেলায় কি ছিল?

তুমি কি এমন কিছু জিনিসের সূচি বানাতে পার যেগুলো তোমার দাদু-দিদার আমলে ছিল কিন্তু বর্তমানে তোমার আমলে (সময়ে) নেই?

সামাজিক পরিবর্তন (Social Change)

'সামাজিক পরিবর্তন' এমন একটি সাধারণ ধারণা যেটা প্রায়শই ব্যবহার করা হয় যে কোনো পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য, যা অন্য ধারণা যেমন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন দিয়ে বোঝানো যায় না। সমাজতত্ত্ববিদরা এই ব্যাপক অর্থকে নির্দিষ্ট করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন, যাতে এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় সামাজিক মতবাদের ক্ষেত্রে। বুনিয়াদি স্তরে, সামাজিক পরিবর্তন ইঙ্গিত করে ওই পরিবর্তনগুলো যা গুরুত্বপূর্ণ— অর্থাৎ " যে পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো বস্তু বা পরিস্থিতির পরিকাঠামোকে পরিবর্তন করে। (Giddens-2005-42)

তাই সামাজিক পরিবর্তন যে কোনও পরিবর্তনকে বোঝায় না, শুধুমাত্র বড়ো পরিবর্তন কে বোঝায় যা বস্তুর বুনিয়াদ পরিবর্তন করে। "বড়ো" পরিবর্তনের পরিমাপ এটা নয় যে কতটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এটাও যে এই পরিবর্তনটি সমাজের কত বড়ো অংশকে প্রভাবিত করছে। অন্য কথায়, পরিবর্তন হতে হবে সীমিত ও বিস্তৃত এবং সমাজের একটি বড়ো অংশকে প্রভাবিত করতে হবে যাতে সেই পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

এই প্রকারের নির্দিষ্টতার পরেও সামাজিক পরিবর্তন এখনও একটি বোঝার বিস্তৃত শব্দ। সামাজিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে বোঝার জন্য সাধারণত তার উৎস এবং কারণ, তার প্রকৃতি অথবা সমাজে তার কী ধরনের প্রভাব এবং তার বিস্তৃতি ও গতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে পরিবর্তন ধীর গতিতে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তাকে বিবর্তনের নাম দেওয়া হয়েছে। এই শব্দটি প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন ব্যবহার করেন, যিনি এই তত্ত্ব দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে জীবিত প্রাণী বিকশিত হয়, ও অনেক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে নিজের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। ডারউইনের এই সূত্র 'যোগ্যতমের জয়' (Survival of the fittest) এই ধারণাটির উপর কেন্দ্রীত যে— ওইসব প্রাণী জীবিত থাকে যারা পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম; যারা সেই তাল মেলাতে অক্ষম তারা পরবর্তী সময়ে টেকে না। ডারউইনের মতে জীবের উৎপত্তি সামুদ্রিক জীব থেকে (বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য শ্রেণির) স্তন্যপায়ীতে, মনুষ্য বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এই উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছেছে, সেখানে বাঁদর এবং শিম্পাঞ্জীর বিভিন্ন প্রকার থেকে শেষে হোমো সেপিয়েন্স বা

মনুষ্যরূপের উৎপত্তি ঘটে। যদিও ডারউইনের এই সূত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বোঝায় তথাপি শীঘ্রই সামাজিক বিশ্বে স্বীকৃতি পায়,যা— Social Darwinism নামে অভিহিত করা হয়। এই সূত্রটি জোর দেয় অভিযোজিত পরিবর্তনের গুরুত্বকে।

বিবর্তনের পরিবর্তনের তুলনায় যে পরিবর্তন দ্রুত ও হঠাৎ ঘটে তাকে কখনও কখনও 'আবর্তনীয় পরিবর্তন' (Revolution) বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলে। এটা মূলত ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যখন সমাজে ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এবং শাসকশ্রেণি ক্ষমতাচ্যুত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর কাছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ ফরাসি বিপ্লব (1789 to 1793) এবং রুশ বিপ্লব (১৯১৭)। কিন্তু এই শব্দটির প্রয়োগ তীব্র, আকস্মিক এবং অন্য প্রকারের সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন 'শিল্প বিপ্লব,' 'সঞ্চার' ব্যবস্থার 'বিপ্লব' ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন যা নিজের প্রকৃতি অথবা প্রভাবের দ্বারা পরিচিত, তাদের মধ্যে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ধারণা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত। কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মাবলির কাঠামোকে বোঝায়। (পূর্বের অধ্যায়ে সামাজিক কাঠামোর উপর আলোচনাটি দেখো।)

উদাহরণস্বরূপ— কাগজী টাকার মুদ্রার এই রূপের আবির্ভাব পূর্বের লেনদেনের প্রতিষ্ঠানে মুদ্রার বাজারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের পূর্বে মুখ্যরূপে সোনা এবং রূপোর ও মূল্যবান ধাতুর মুদ্রা প্রয়োগ করে লেনদেন হত। পয়সার মূল্য নির্ধারিত হত মুদ্রাতে কী পরিমাণ সোনাস্বর্ণ বা রূপা রয়েছে তার উপর। সেই তুলনায় দেখা যায় কাগজী নোটের মূল্য সেই কাগজের উপর নির্ভরশীল নয় অথবা সেই কাগজ ছাপার মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয়। কাগজী মুদ্রার পেছনের বিচার ছিল এটা লেনদেনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে, এটার দামি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। যতক্ষণ তা মূল্য ঠিক ভাবে দেখাতে পারবে অর্থাৎ যতক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রাখতে পারবে ততক্ষণ যে কোনো জিনিস পয়সার মতো কাজ করতে পারবে এই ধারণাটি ঋণ বাজারের ভিত্তি ছিল এবং ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। এই পরিবর্তনগুলো পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটায়।

মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস এর পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু এবং শৈশব সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়। একটা সময় ছিল

কাজ —২

ফরাসি বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব যার ব্যাপারে তোমরা পূর্বে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছ সেই পাঠের আলোচনাটি দেখো। প্রত্যেকটি বিপ্লব কী প্রকারের পরিবর্তন এনেছে? সেসব পরিবর্তন কে কি সামাজিক পরিবর্তন বলা যায়? সেই পরিবর্তনগুলো কি এত তীব্র এবং সুদূর প্রসারী ছিল যে তাকে আমূল পরিবর্তন বা আবর্তনীয় পরিবর্তন (Revolutionary Change) বলা যেতে পারে? অন্য কী প্রকারের সামাজিক পরিবর্তন তোমাদের বই-এ পড়েছ যাদের আবর্তনীয় আমূল পরিবর্তন বলা যায় না? কেন তাদের আবর্তনীয় পরিবর্তন রূপে ধরা যায় না?

যখন শিশুদের সাধারণত ছোটো সাবালক (small adults) ধরা হত— ছেলেবেলা বা শৈশব সম্পর্কে কোনো বিশিষ্ট ধারণা ছিল না এবং শৈশবে কী করা উচিত বা অনুচিত, সেটারও ধারণা প্রচলিত ছিল না। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ধারণাটি প্রচলিত ছিল যে শিশু যতদ্রুত কাজ করার যোগ্য হয়ে উঠে তত দ্রুতই তাকে কাজে যুক্ত করা উচিত।

পাঁচ থেকে ছয় বৎসরের শিশুরা প্রায়শই তাদের পরিবারে সহযোগিতা করত। পূর্বে ফ্যাক্টরিতে (Early factory system) 'শিশুশ্রম ব্যবস্থা' ছিল। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শৈশব, জীবনের একটি বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় এই ধারণাটি সমাজকে প্রভাবিত করে। সেই সময় থেকে শিশুশ্রম অচিন্তনীয় হয়ে ওঠে এবং অনেক রাষ্ট্র শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে আইন জারি করে। ঠিক সেই সময় বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক স্কুলে যাওয়া ধারণাটির সমাজে উৎপত্তি হয়। এই ধারণাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে অনেক ধরনের আইনও জারি করা হয় তথাপি আজও আমাদের দেশে অনেক কারখানা (Industries) আছে যা আংশিকভাবে শিশুশ্রমের উপর নির্ভরশীল, যেমন গালিচা (carpet weaving) শিল্প, চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ, দেশলাই কাঠি ইত্যাদি বানানো।

ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষ

একটি শিশু দক্ষতার সহিত কাজ করছে

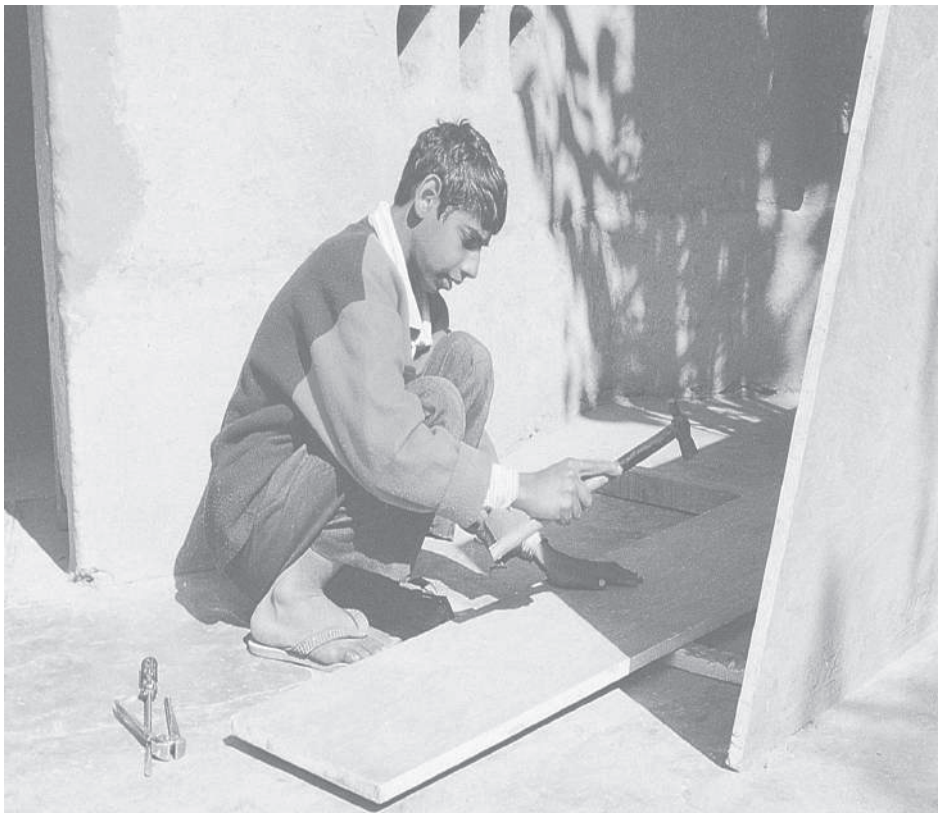

কিন্তু শিশুশ্রম বেআইনি এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

কিন্তু সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তনের শ্রেণি বিভাগ করা হয় এর কারণসমূহ বা উৎস-র ভিত্তিতে। অনেক সময় কারণগুলোকে শ্রেণিবিভাজন করা হয় অভ্যন্তরীণ (internal) বা অন্তরজাত (endogenous) এবং বহিরাগত (external) বা বাহ্যিক (exogenous) হিসাবে। সামাজিক পরিবর্তনের (৫) পাঁচ রকমের উৎস বা কারণ আছে ঃ পরিবেশগত, যান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক।

পরিবেশ
(Environment)

প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র এবং ভৌত পরিবেশ সর্বদা সমাজের কাঠামো ও আকারের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এই কথাটি বিশেষ করে সত্যি ছিল যখন মানুষ প্রকৃতির প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, মরুভূমির পরিবেশে বসবাসকারীদের পক্ষে স্থায়ী কৃষি করা সম্ভব ছিল না যেটা সমতল এলাকায়,

ভারী বর্ষণের পর মাটিতে গভীর খাদের সৃষ্টি

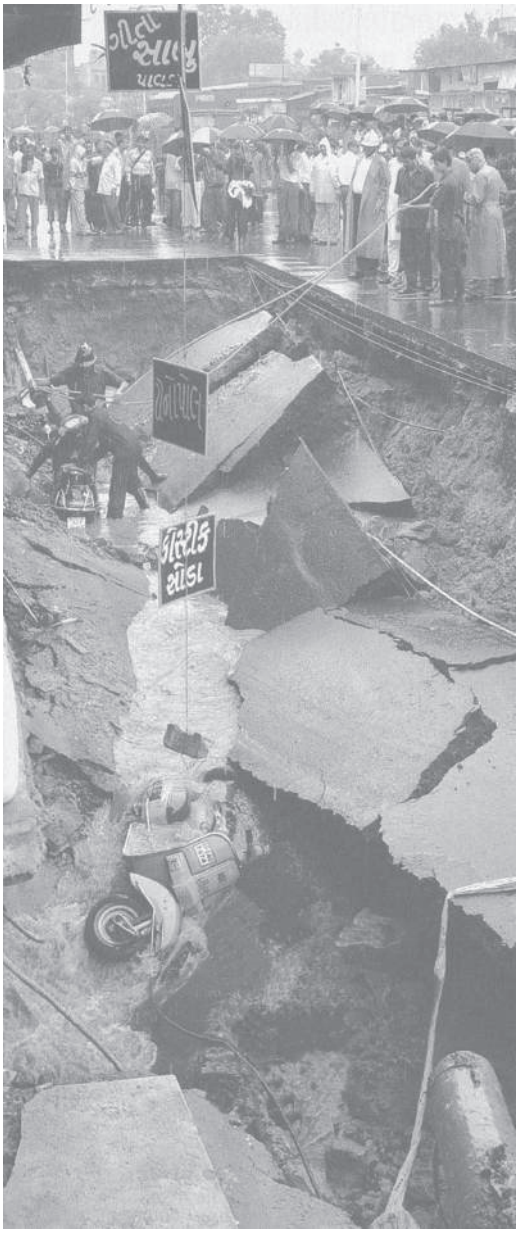

নদী উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষদের পক্ষে সম্ভব। তাই, তারা যে ধরনের ভোজন করত অথবা বস্ত্র পরিধান করত, যে প্রকারের জীবিকার উপর নির্ভরশীল ছিল ও তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সবকিছুই ছিল তাদের পরিবেশগত, অনেকটাই পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর নির্ধারিত ছিল। অত্যধিক ঠাণ্ডা জলবায়ুতে বসবাসকারী মানুষদের জন্যও কথাটি সত্যি অথবা বন্দর শহর, বানিজ্য পথ অথবা পর্বতমালা অথবা উর্বর নদী উপত্যকায় থাকা ব্যক্তিদের জন্যও সত্য। কিন্তু পরিবেশের প্রভাব সমাজের উপরে ধীরে ধীরে কমছে কেননা পাশাপাশিভাবে যান্ত্রিক সম্পদের বৃদ্ধি হচ্ছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধান করতে ও অভিযোজিত হতে সাহায্য করে এবং এভাবে পরিবেশগতভাবে ভিন্ন সমাজগুলোর মধ্যে পার্থক্য কমাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে প্রযুক্তিবিদ্যাও পরিবেশের সাথে আমাদের সম্পর্ককে নতুনভাবে পরিবর্তন করে (পরিবেশের উপর এই বই এর অধ্যায়টি দেখো)তাই এটা বলা বাঞ্ছনীয় সমাজের উপর প্রকৃতির প্রভাবগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে।

তোমরা প্রশ্ন করতে পার এটা কী সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে? পরিবেশ সমাজকে আকার দেয়, কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনে কী ভূমিকা? এই প্রশ্নের সব থেকে সোজা এবং জোরদার উত্তর পাওয়া যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে। ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, বন্যা, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় (যেমন সুনামি হয়েছিল ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও তামিলনাড়ুর কিছু অংশে December -2004 -এ সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে অতিদ্রুত। এই পরিবর্তনগুলো অপরিবর্তনীয় হয় ও সাধারণত স্থায়ী এবং পূর্বের অবস্থায় আসা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ— সুনামির কারণে যে সকল জীবিকা নষ্ট হয়েছে তা আর ফিরে আসবে না এবং এই ঘটনায় সমুদ্র উপত্যকায় পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। এমন অসংখ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা রয়েছে যা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেছে এবং অনেক সময় ধ্বংসও করে দিয়েছে, যা আজ ইতিহাসের পাতায়। তবে পরিবেশগত বা বাস্তুবিদ্যাগত বিভিন্ন কারণসমূহ শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মকই নয় এইগুলো গঠন মূলকও এর একটি ভালো উদাহরণ হল, পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমি এলাকায় খনিজ তৈল আবিষ্কার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্যালিফোর্নিয়াতে স্বর্ণখনির আবিষ্কারের মতো মধ্য প্রাচ্যে খনিজ তৈল আবিষ্কার সমাজকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে পরিবর্তন করে দিয়েছে। সৌদি আরব, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি তাদের তেলের খনি ছাড়া, আজকে তাদের অবস্থা ভিন্ন হত।

প্রযুক্তি ও অর্থনীতি
(Technology and Economy)

আধুনিককালে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন মিলিতভাবে সমাজের প্রভূত পরিবর্তন করছে। প্রযুক্তি সমাজকে বহু প্রকারে প্রভাবিত করছে। আমরা পূর্বে দেখেছি প্রযুক্তি আমাদের সাহায্য করে,প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ও সমাজকে প্রকৃতির সাথে অভিযোজিত করতে। বাজারের মতো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রযুক্তিবিজ্ঞান অনেক ধরনের পরিবর্তন করছে এবং তার সামাজিক প্রভাব সন্তোষজনক। যেমন— সুনামি ও প্রাকৃতিক তেল আবিষ্কার পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সামাজিক পরিবর্তনের সব থেকে বিখ্যাত বৃহৎ দৃষ্টান্ত হল শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) যার উৎস ছিল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, যে সম্পর্কে তোমরা পূর্বে পড়েছো।

তোমরা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের দ্বারা সমাজের উপরে প্রভাবের বিষয়ে নিশ্চয়ই শুনেছ। বাষ্পশক্তির আবিষ্কারের ফলে বড়ো বড়ো কারখানা এমন এক শক্তির ব্যবহার হতে লাগল, যা মানুষ অথবা প্রাণীকূলের কর্মশক্তির তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। শুধু তাই নয়, এই শক্তিটি অবিশ্রান্ত অবস্থায় কাজ চালিয়ে যেতে পারে। যখন এই শক্তিটি বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হয় যেমন বাষ্প জাহাজ ও রেলওয়েতে তখন এটা সমাজের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক, ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটায়। রেল পথের সাহায্যে আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের ব্যবসার বিস্তার সম্ভব হয়। ভারতবর্ষে রেলওয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন করতে, বিশেষ করে প্রথম শতাব্দীতে 1853 সালে রেলপথ শুরু হওয়ার পর। বাষ্পচালিত জাহাজ সামুদ্রিক যাতায়াত অত্যধিক দ্রুতগামী ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে তথা এর ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও দেশান্তরে গমন এর গতি আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির মাধ্যমে সমাজে বিশালাকার পরিবর্তন সাধিত হয় যা শুধু অর্থব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে নি কিন্তু সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক রূপেরও পরিবর্তন করে।

বাষ্পচালিত শক্তির গুরুত্ব এবং প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তথাপি কখনও কখনও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব অতীতের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রযুক্তির আবিষ্কার কখনও কখনও তৎক্ষণাৎ প্রভাব সংকোচিত করে, যা দেখে মনে হয় এগুলো যেন সমাজে সুপ্ত রূপে উপস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই আবিষ্কারকে সামাজিক গুরুত্ব দেয় এবং পুরো পরিবর্তন করে এবং

কাজ – ৩

তোমরা কি লক্ষ করেছ এমন কিছু প্রযুক্তির পরিবর্তন যার সামাজিক প্রভাব তোমার জীবনে পড়েছে? ফটোকপির মেশিন ও তার প্রভাবের ব্যাপারে চিন্তা করো। তোমরা কি কখনও ভেবেছ, এই আবিষ্কারের পূর্বে জীবন কেমন ছিল? যখন ফটোকপির মূল্য এত সস্তা ও সহজলব্ধ ছিল না, আরও একটি উদাহরণ হল STD টেলিফোনের দোকান (booths)। তোমরা বের করার চেষ্টা করো কীভাবে মানুষ যোগাযোগ করতে যখন টেলিফোন দোকান ছিল না এবং টেলিফোন খুব স্বল্প বাড়িতেই ছিল। এমন সকল উদাহরণের একটি সূচি তৈরি করো।

তাকে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে স্বীকৃত করে। এর উদাহরণ হল—চিনে বারুদ ও কাগজের আবিষ্কার যার প্রভাব শত বর্ষ ধরে সংকোচিত ছিল, যতক্ষণ তার প্রয়োগ পশ্চিম ইউরোপে আধুনিকীকরণে ব্যবহার হয়নি। সেই বিন্দু থেকে (সুবিধাজনক) পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়। যেমন বারুদ দ্বারা যুদ্ধের প্রযুক্তি ও কাগজ ছাপানো সমাজে এক ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় ।আর একটি উদাহরণ হল ব্রিটেনে কাপড়ের কারখানায় প্রযুক্তির প্রয়োগ। বাজারে শক্তির এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কারণে ভারতবর্ষের হস্ত ও কারুশিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা এতদিন পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ ও উচ্চস্তরীয় শিল্প হিসাবে গণ্য করা হত। কখনও কখনও অর্থনৈতিক সংস্থার পরিবর্তন যা প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্তিগত নয়, তাও সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। একটি পরিচিত ঐতিহাসিক উদাহরণ, রোপণ কৃষি (plantation Agriculture) যা বড় মাপের নগদি ফসল (cash crops) যেমন আখ, চা বা তুলো কৃষি করা হয়ে থাকে, যা প্রচুর শ্রমের চাহিদা উৎপন্ন করে। এই চাহিদা সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এবং আমেরিকা ও আফ্রিকার মধ্যে দাস প্রথা ও ব্যবসা স্থাপন করে। ভারতবর্ষে, আসামের চা বাগান গুলোতে পূর্ব ভারত থেকে অনেক আদিবাসী শ্রমিককে বলপূর্বক আনা হত (ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়)। আজ বিশ্বের অনেক অংশের আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং সংস্থাগুলো ওয়ার্ল্ড ট্রেইড অর্গানাইজেশন দ্বারা অনেক পরিবর্তিত, কখনও কখনও পুরো কারখানা এবং রোজগার ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছে আবার কখনও কখনও অন্য ধরনের কারখানা ও রোজগারের ব্যবস্থার সুফল ঘটেছে।

রাজনীতি
(Politics)

ইতিহাসের লেখন থেকে দেখা যায় যে রাজাদের এবং রানিদের ক্রিয়াকলাপ সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু আমরা জানি, রাজা ও রানিরা বিস্তৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করতেন প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে নিজের ভূমিকা পালন করত, কিন্তু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সে সমাজের শুধু একটি অংশ ছিল। এই অর্থে সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ ছিল রাজনৈতিক শক্তিগুলো। এটার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল রণক্ষেত্র। যখন একটি সমাজ অন্য সমাজের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করত এবং সেই সমাজকে পরাজিত করতে সক্ষম হত বা পরাজিত হত, সেটার তাৎক্ষনিক পরিণাম হত সামাজিক পরিবর্তন। কখনও বিজেতা নিজের সঙ্গে পরিবর্তনের বীজ নিয়ে আসত এবং

যেখানে যেত সেখানে সেহ বীজটি রোপণ করত। অন্য সময় পরাজিতরা বিজয়ী সমাজের কাছে পরিবর্তনের বীজটি রোপণ করতে সক্ষম হত এবং সেই সমাজে সামাজিক পরিবর্তন হত। যদিও ইতিহাসে এই ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে কিন্তু আমেরিকা এবং জাপানের আধুনিক উদাহরণগুলো জানা আকর্ষণীয় হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করে, যেখানে আংশিক ভাবে জননাশক হাতিয়ারের প্রয়োগ হয় যা মানব ইতিহাস পূর্বে কখনও দেখেনি, যেমন পারমাণবিক বোমা। জাপানিদের দ্বারা আত্মসমর্পণের পর আমেরিকা জাপানের উপর দখল নেয় এবং দীর্ঘ বছর ধরে শাসন করে। জাপানে ভূমি সংস্কারের সঙ্গে আরও অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেই সময় জাপানীরা কঠোর চেষ্টা করে আমেরিকার কারখানা থেকে কাজ শিখে নেয়। ১৯৭০ এর দশকে জাপানিরা মোটর গাড়ি তৈরির প্রযুক্তিতে আমেরিকা থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যায়। ১৯৭০-১৯৯০ এর মাঝে জাপানি কারখানা পুরো বিশ্বের উপর রাজত্ব করে এবং ইউরোপ ও বিশেষ করে আমেরিকার উৎপাদন সংস্থাগুলোতে অনেক পরিবর্তন ঘটায়। জাপানি কারখানা প্রযুক্তি এবং উৎপাদন সংস্থা আমেরিকার কারখানাগুলোতে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। বড়ো প্রথাগত শক্তিশালী কারখানাগুলো যেমন স্টিল, অটোমোবাইল, ভারী প্রযুক্তি শিল্প (Heavy Engineering) র ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয় এবং পরবর্তী সময় জাপানি প্রযুক্তি ও পরিচালন পদ্ধতি অনুসারে নিজেদের পরিবর্তন করে। নবীন ক্ষেত্রে যেমন ইলেকট্রনিকস এর সূত্রপাত জাপান থেকে। সংক্ষেপে বলা যায় যে মাত্র চার দশকের মধ্যে জাপান আমেরিকার কাছে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, কিন্তু সেটা যুদ্ধের মাধ্যমে নয় ।

বিশেষ করে অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মাধ্যমে। রাজনৈতিক পরিবর্তন শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নয়, কিন্তু তার সামাজিক প্রভাব আমাদের ঘরেও পরিলক্ষিত হয়। যদিও তোমরা হয়তো এভাবে ভেবে দেখো নি কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটায়নি, আমাদের ভারতীয় সমাজে সামাজিক পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল। এটার সাম্প্রতিক উদাহরণ দেখা যায় ২০০৬ সালে যখন নেপালি জনতাদের দ্বারা রাজস্ব প্রথাকে পুরোপুরি বর্জন করা হয়। সাধারণত রাজনৈতিক পরিবর্তন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে শক্তির পুনর্বন্টন করে যা সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়।

এই দৃষ্টিকোণে সর্বজনীন ভোটাধিকার অথবা 'একটি ব্যক্তির একটিই ভোট' এই সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাসে একমাত্র বড়ো পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যতদিন আধুনিক লোকতন্ত্র পূর্ণ রূপে ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার দেয়নি, যতদিন নির্বাচন আইনি শক্তি দ্বারা বাধ্যতামূলক হয়নি, ততদিন সমাজের পরিকাঠামো ভিন্ন ছিল। রাজা ও রানিরা দৈবিক অধিকারের অন্তর্গত রাজত্ব করতেন এবং সাধারণ ব্যক্তিদের প্রতি জবাবদিহি প্রয়োজন ছিল না। লোকতান্ত্রিক সিদ্ধান্তরূপে যখন ভোটাধিকার প্রথম শুরু হয়, তখনও সকল জনগনকে সেটার আওতায় আনা হয়নি।এক অল্পসংখ্যকের ভোটাধিকার প্রাপ্তি ঘটে এবং সরকার গঠনে তাদের হাত থাকে। ভোটাধিকারের শুরুতে সমাজে যে সব ব্যক্তিদের জন্ম উচ্চ-বংশে (High Stutus) হয় কিংবা বিশেষ প্রজাতির কিংবা ধনী পুরুষরা যাদের

অনেক সম্পত্তি ছিল তাদেরই সেই অধিকার ছিল। সকল মহিলা, নীচু শ্রেণির পুরুষেরা, নির্যাতিত জাতি এবং গরিব শ্রমিক শ্রেণিদের ভোটাধিকার ছিল না।

সর্বজনীন ভোটাধিকার একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। যদিও সমাজের সকল অসমতাকে সমাপ্ত করতে তা এখনও সফল হয়নি আজও অনেক দেশ লোকতন্ত্রকে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেয় নি; আজও নির্বাচনের ফলাফলকে অনেকভাবে বদলানোর চেষ্টা করা হয়, এবং সাধারণ জনগণ সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না, কিন্তু সব কিছুর পরেও, এটা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের এই শক্তিশালী নিয়মটি সমাজে এবং সকল সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। সরকারের আইনগত বৈধতা পাওয়ার জন্য এটা আবশ্যক—ন্যুনতম জনগণ দ্বারা স্বীকৃত হওয়া। সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

সংস্কৃতি
(Culture)

সংস্কৃতি মানুষের ধারণা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস যা মানব জীবনধারার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জীবনকে আকার দিতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি শব্দটির দ্বারা এই সবকিছুকে বোঝানো হয়, এই ধারণাগুলো এবং বিশ্বাসগুলোর পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে সমাজে সামাজিক জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। একটি সাধারণ উদাহরণ হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার ব্যাপক সামাজিক প্রভাব আছে, তা হল ধর্ম। ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়মনীতি সমাজকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে এবং সেই বিশ্বাসের পরিবর্তন সমাজকেও পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। তাই ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিরা সভ্যতাকে ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে পরিভাষিত করেছেন এবং ইতিহাসকে ধার্মিক প্রক্রিয়া রূপে দেখেন। যদিও সামাজিক পরিবর্তনের অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে ধর্মও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে—সবসময় না হলেও কিছু কিছু সময়ে সমাজকে প্রভাবিত করে। ম্যাক্সওয়েবার এর বিখ্যাত গবেষণা "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism"-এ দেখিয়েছেন কীভাবে কিছু খ্রিস্টান -Protestant সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করেছে। আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবের এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ভারতবর্ষেও আমরা সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মীয় প্রভাবের অনেক উদাহরণ দেখতে পারি। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল—প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এবং মধ্যকালীন সামাজিক কাঠামো ও বর্ণ ব্যবস্থার উপরে ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি ভিন্ন ধরনের উদাহরণ হল সমাজে মহিলাদের স্থিতির পরিবর্তন যা বৃহত্তর সমাজে সামাজিক পরিবর্তন আনে। আধুনিককালে, মহিলারা সাম্যতার জন্য কঠোর লড়াই করে, তারা সমাজকে অনেক প্রকারে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। অন্যান্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মহিলাদের সংগ্রাম অনেক সময় সাহায্য ও বাধার সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মহিলারা এমন কিছু কারখানার কাজে নিযুক্ত হয় যা পূর্বে কখনও করেনি এবং সাধারণত সেই সব কাজ পুরুষদের দ্বারা করা হত। যেহেতু মহিলারা জাহাজ বানাতে পারত, ভারী যন্ত্রপাতী চালাতে পারতো, হাতিয়ারের নির্মাণাদি করতে পারত, তাই এই সকল ঘটনা তাদের সমতা পাওয়ার দাবি আরও জোরদার করে তোলে। কিন্তু

এটাও সত্য ছিল যে যদি যুদ্ধ না হত তাদের আরও সংঘর্ষ করতে হত। একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবর্তনের উদাহরণ হল মহিলাদের Consumer Advertising একাজ করা। বেশির ভাগ নগরীয় সমাজের মহিলারা প্রতিদিনের বাড়িঘরের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এটা বিজ্ঞাপন দাতাদের মহিলা গ্রাহকদের পছন্দের প্রতি সচেতন করে তোলে। বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাখা হয়, যেটা গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করে।

সংক্ষেপে বলা যায় মহিলাদের আর্থিক ভূমিকা সমাজে পরিবর্তনের ধারা শুরু করে, যার বৃহত্তর-সামাজিক প্রভাব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ—বিজ্ঞাপনে মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দেখায় বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রূপে দেখানো হয় যার ব্যাপারে পূর্বে ভাবা হত না এবং এই বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করা হত না। সাধারণত পূর্বের বিজ্ঞাপনগুলো পুরুষমুখী ছিল; কিন্তু এখন কিছু ক্ষেত্রে যেমনি বাড়িঘরের সামগ্রী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় বিজ্ঞাপনে। তাই এটা এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং প্রস্তুতকারকদের জন্য আর্থিক রূপে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তারা মহিলাদের চিন্তা ও অনুভবকে অগ্রাধিকার দেয়।

অন্য একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উদাহরণ যা সামাজিক পরিবর্তন আনে, তা হল খেলাধুলার ইতিহাস। খেলাধূলা সর্বদা লোকপ্রিয় সংস্কৃতি রূপে অভিব্যক্ত হয়, যা কখনও কখনও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রিকেট খেলার শুরু হয় ব্রিটিশ রাজশাহী বর্গের অবসর সময় কাটানোর জন্য যা ব্রিটেনের মধ্যে তথা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বের ব্রিটিশ শাসিত দেশে ক্রিকেট খেলা ছড়িয়ে পড়ে। যেইমাত্র এই খেলা ব্রিটেনের বাইরে তার শেকড় গড়ে, এটা অধিকতর রাষ্ট্রীয় বা জাতির গর্বের প্রতীক হয়। ক্রিকেটে তীব্র প্রতিযোগিতার ভিন্ন ইতিহাস আছে, যা খেলাধুলাকে সামাজিক গুরুত্ব দেয়। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগিতা সামাজিক পার্থক্য দেখায়, যেখানে রয়েছে অধীনস্থ উপনিবেশ (অস্ট্রেলিয়া) এবং প্রভাবশালী উচ্চবর্গ (ইংল্যান্ড)-এর লড়াই। এভাবে ১৯৭০ এবং ১৯৮০র দশকে পুরো বিশ্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের প্রভাব এক জাতির গর্ব রূপে প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষেও স্বাধীনতার পূর্বে ক্রিকেটে ইংল্যান্ডকে হারানো এক বিশেষ প্রতিভা রূপে দেখা হত। অন্য স্তরে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা এই খেলার বাণিজ্যিক চিত্রকে পরিবর্তন করে দেয় যা এখন দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে ভারতীয় প্রশংসকদের রুচির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উপরের আলোচনাটি থেকে স্পষ্ট যে একটিমাত্র কারণ বা সূত্র সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, পরিকল্পিত চিন্তাধারা বা দুর্ঘটনাজনিত ফলাফল, তাছাড়া সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো একে অপরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণগুলোর মধ্যে সামাজিক বিষয় থাকতে পারে। আবার রাজনীতি পারিপার্শ্বিকতাকে প্রভাবিত করতে পারে, তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক পরিবর্তন এবং তার বিভিন্ন প্রকারের সাথে পরিচিত হওয়া। পরিবর্তন আমাদের জন্য এক মুখ্য বিষয় কেননা পরিবর্তনের গতি আধুনিক সময়ে জোরদার এবং সমকালীন সময়ের পূর্বের তুলনায় গতি অনেক বেশি। যদিও সামাজিক পরিবর্তন বিগত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভালো বোঝা যায়—যখন তা ঘটে গেছে আমাদের সচেতন থাকা দরকার যখন তা ঘটছে, এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার বিভিন্ন রূপে।

সামাজিক ব্যবস্থা
(Social Order)

সামাজিক ঘটনা বা প্রক্রিয়ার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায় ঠিক ওই প্রকারে যে ভাবে অক্ষরগুলো তোমার পৃষ্ঠাতে আছে যা তুমি অধ্যয়ন করছো। কেননা এটা তোমার অধ্যায়ের পটভূমির সাথে জড়িত। ঠিক একই প্রকারে সামাজিক পরিবর্তন বোঝা যায় পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বা পরিবর্তনের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয় যখন সমাজে এমন কিছু জিনিস থাকে যা পরিবর্তন হচ্ছে না এবং যখন তার তুলনা করা সম্ভব। অন্য কথায়, সামাজিক পরিবর্তনকে বুঝতে হবে সামাজিক ব্যবস্থার সংস্পর্শে, যা সুস্থাপিত সামাজিক প্রণালীর পরিবর্তনের প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক ব্যবস্থার সম্পর্ককে বোঝার অন্য উপায় হল, কেন সমাজ পরিবর্তন কে প্রতিরোধ, অনুৎসাহিত কিংবা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি সমাজ নিজেকে এক শক্তিশালী ও প্রাসঙ্গিক সামাজিক ব্যবস্থায় স্থাপিত করতে হলে, সমাজকে সময়ের সঙ্গে নিজেকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হবে। স্থায়ীত্বের জন্য প্রয়োজন হল কম বেশি জিনিসগুলোর একই ভাবে থাকা—অর্থাৎ ব্যক্তির লাগাতর সমান নিয়ম নীতি পালন করা, এবং অনুরূপ ক্রিয়ার একই প্রকারে ফলাফল বা পরিণাম এবং সাধারণত ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্নির্ধারিত রূপে আচরণ করা।

সমাজ এই পরিবর্তনের- এর প্রতি বিরোধী ভাব কেন রাখে, উপরের তর্ক এটারই একটি সামান্য কারণ। কিন্তু কেন সমাজগুলো পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে চায় তার আরও বিশেষ কারণ আছে। মনে করে দেখো তোমরা

কাজ - ৪

আমরা সমান স্থিতিকে একঘেঁয়ে মনে করি এবং পরিবর্তনকে প্রসন্নদায়ক মানি; এটাও ঠিক— যে পরিবর্তন আনন্দদায়ক ও পরিবর্তনের অভাবকে (Lack of Change) নিস্তেজ বলে মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখো জীবনচর্চা কেমন হত যদি সবসময় তোমাকে বলপূর্বক পরিবর্তন করা হত? কী হত যদি তোমার ভোজন প্রত্যেক দিন ভিন্ন হত এবং কোনো দিনও একই খাবার আর পাওয়া যেত না? তোমার পছন্দকে কোনো দিনও গুরুত্ব দেওয়া হত না? কল্পনা করো এই ভয়াবহ চিন্তার যদি প্রত্যেকদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখতে ঘরের মানুষগুলো আলাদা, আলাদা মা বাবা, আলাদা ভাই-বোন? কী হত যদি তোমার প্রিয় খেলা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হকি ইত্যাদি খেলার নিয়মগুলো প্রতিবার ভিন্ন হত? জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলো চিন্তা করো যেখানে তুমি দ্রুত পরিবর্তন চাও ? তোমার জীবনের কি এমন কোনো ক্ষেত্র আছে তুমি দ্রুত পরিবর্তন চাও? কারণগুলো ভাবো যে, কেন তুমি কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন চাও এবং কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে চাও না।

প্রথম অধ্যায় সামাজিক কাঠামো ও স্তর বিন্যাসে কী পড়েছিল। বেশির ভাগ সমাজে বেশির ভাগ সময় স্তর বিন্যাস করা হয় অসমানভাবে। এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মানুষ রয়েছে যারা সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদ সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে যুক্ত। এটা অবাক করার বিষয় নয় যে সমাজে যারা অনুকূল পরিবেশে আছে তারা পরিবর্তনকে কাম্য করে না অন্যদিকে যারা বিপরীত পরিস্থিতিতে আছে তারা পরিবর্তন চায়। তাই সমাজের

শাসক অথবা প্রভাবশালী গোষ্ঠী সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিরোধ করে, যা ওদের স্থিতিকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।

অন্যদিকে শোষিত অথবা নির্যাতিত গোষ্ঠী পরিবর্তন কাম্য করে। সামান্য (Normal) স্থিতিগুলো বেশির ভাগ সময় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করে এবং তারা পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এটা একটা বিস্তৃত কারণ, কেন সমাজগুলো সাধারণত স্থায়ী।

সাধারণত এটা মানা হয় যে সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রতিরোধের ধারণার সঙ্গে বন্ধ নয়। এটার একটি গঠনমূলক অর্থ রয়েছে। এটা সামাজিক সম্পর্কের বিশিষ্ট পদ্ধতি ও মূল্যবোধ এবং নিয়মনীতিকে সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পুনঃউৎপাদন করে। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে সামাজিক ব্যবস্থাকে অর্জন করা যায় এক কিংবা দুই প্রকারে—যখন ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবে সামাজিক নিয়ম মূলক নিয়মনীতি মেনে চলে। প্রতিটি সমাজ এই দুই পদ্ধতির মিলিত রূপ প্রয়োগ করে সামাজিক ব্যবস্থা ধরে রাখে।

সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিরা সমাজের নিয়মনীতিকে শিখে এবং সমাজে প্রয়োগ করে। (পূর্ব পুস্তকে সামাজিকীকরণ অধ্যায়টি দেখো)। সামাজিকীকরণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন, অধিক বা নূন্যতম দক্ষ হতে পারে, কিন্তু যতই দক্ষ হোক তা ব্যক্তির ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করতে পারে না। অন্য ভাবে বলতে গেলে সামাজিকীকরণ মনুষ্যকে রোবট বানাতে পারবে না। এটা সবসময় সমাজে সম্মতি পায় না। তুমি তোমার জীবনে নিশ্চই অনুভব করেছ; নিয়ম ও বিশ্বাস যা একসময় সাধারণ ও সঠিক মনে হয় কিন্তু অন্য সময় তা মনে হয় ভুল। আমরা প্রশ্ন করি এমন অনেক জিনিসকে যা পূর্বে বিশ্বাস করেছি এবং আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটে এমন অনেক জিনিসের উপর যাদের, সঠিক বা বেঠিক হওয়ার ব্যাপারে। কখনও কখনও, এমনও হয় আমরা পুরানো বিশ্বাসের দিকে ফিরে যাই যা একসময় আমরা নিজের জীবন থেকে ত্যাগ করেছিলাম। তাই, সামাজিকীকরণ সমাজ ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে বেশি দায়িত্ব নেয় কিন্তু এই প্রয়াস নিজে থেকে সম্পূর্ণ নয়।

তাই, বেশির ভাগ আধুনিক সমাজগুলো কিছু প্রকারের শক্তি কিংবা বলের উপর নির্ভর করে। সামাজিক সংস্থা এবং ব্যক্তিদের সামাজিক নিয়মগুলোকে মেনে চলার জন্য। শক্তির দ্বারা সাধারণত বোঝানো হয় সেই ক্ষমতাকে যার দ্বারা স্বেচ্ছা অনুসারে এক ব্যক্তিকে নিজের মনমর্জির কার্য করাতে পারে। (এখানে শক্তি মানে ক্ষমতা)। ক্ষমতার সম্পর্ক যখন স্থায়ী ও স্থির, এবং সেই ক্ষমতার সম্পর্কে জুড়ে থাকা পক্ষগুলো নিজেদের সামাজিক সহায়ক অবস্থানে অভ্যস্থ হয়ে যায়। তখন আমাদের সামনে প্রভাবশালী স্থিতির উৎপত্তি হয়। যদি সামাজিক তথ্য (ব্যক্তি/সংস্থা/বর্গ) নিয়মপূর্বক অথবা অভ্যাসগতভাবে ক্ষমতার স্থানে থাকে, তাকে প্রভাবশালী মানা হয়। সাধারণ সময়, প্রভাবশালী সংস্থা, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি সমাজে প্রভাব রাখে বা করে। এটা তা নয় যে তাদের কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ সময়ের সম্মুখীন হতে হয় না, কিন্তু এটা বিপরীত কিংবা অসাধারণ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়। যদিও তার মানে হতে পারে যে ব্যক্তিকে কিছু কাজ জবরদস্তি করতে হয় সেটা সাধারণ স্থিতিতে তারা করতে চায় না। সাধারণ স্থিতিতে তার প্রভাব 'সুনাম' হয়, অর্থাৎ কোনো সংঘর্ষ

অথবা দুশ্চিন্তা দেখা যায় না (পূর্বের অধ্যায়ে বলপূর্বক সহযোগিতার আলোচনাটি পড়ো। উদাহরণস্বরূপ, মহিলারা কেন পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ চায় না? কেন তারা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে চলে?

প্রভাব, কর্তৃত্ব এবং আইন (Domination, Authoring and law)

এটা কীভাবে সম্ভব, যে প্রভাব অপ্রতিরোধক হবে যখন স্পষ্টভাবে অসমতা সম্পর্কের উপর আধারিত, যেখানে মূল্য এবং সুবিধা অনিয়মিত ভাবে বণ্টন করা হয়েছে? উত্তরের আংশিক ভাগ আমাদের পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা থেকে জেনেছি—প্রভাবশালী গোষ্ঠী অসমতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে সহযোগীতা প্রাপ্ত করে থাকে। কিন্তু এই শক্তি (Power) কেন কাজ করে? এই কাজটি কি শুধু বলের (force) ভয়ে করা হয়? এটা আমরা সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা 'বৈধতা' থেকে জানব।

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বৈধতা বলতে বোঝায় স্বীকৃত পরিস্থিতি যা শক্তির সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। এমন জিনিস যা বৈধ হয় সেটাই উচিত, সঠিক মানা হয়। বৃহত্তর ভাবে, এটা সামাজিক চুক্তির অংশ যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত। সংক্ষেপে 'বৈধতা' অধিকার, সম্পত্তি তথা ন্যায় প্রচলিত নিয়ম নীতিকে সম্মতি দেওয়াকে বোঝায়। আমরা পূর্বে দেখেছি কীভাবে শক্তি সমাজে বর্ণিত আছে; শক্তি নিজেই একটা সত্য। এটা আইনের অন্তর্গত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে কর্তৃত্ব হল বৈধ শক্তি অর্থাৎ শক্তি যা ন্যায়ের অন্তর্গত, ঠিক ও সঠিক মানা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি পুলিশ অফিসার, বিচারক বা বিদ্যালয় শিক্ষিকা, সকলেই ভিন্ন প্রকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তাদের চাকুরির অনুসারে। এই কর্তৃত্ব তাদের দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে সরকারি কার্যের রূপরেখা অনুসারে—লিখিত নথিপত্র দ্বারা সেই কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়।

অর্থাৎ সমাজের অন্য সদস্য যারা এই নিয়মাবলিকে মানতে রাজি আছে—তাদের সেই কর্তৃত্বকেও মানতে হবে। একজন বিচারকের কর্তৃত্ব ক্ষেত্র হচ্ছে আদালতের ভেতর এবং যখন নাগরিকের আদালতে যার এটা বাধ্যতামূলক যে বিচারককে মান্যতা দেওয়া। আদালতের বাইরে সেই বিচারক একজন সাধারণ নাগরিক এবং রাস্তার সব নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাই সেখানে পুলিশ অফিসারের কর্তৃত্বকে মেনে চলতে হবে। যখন কর্তব্যে নিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীর কর্তৃত্ব থাকে, সকল নাগরিকের ক্রিয়ার উপর তার নজর থাকে। শুধুমাত্র বড়ো অফিসারদের ছেড়ে। কিন্তু নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন তাদের ক্ষেত্র থেকে আলাদা ততক্ষণ, যতক্ষণ তারা বেআইনি নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভিন্ন এই কারণে যে কর্তৃত্বের প্রকৃতি জড়িত থাকে স্বল্প নিয়ন্ত্রিতভাবে অথবা স্পষ্টভাবে যেমন একজন শিক্ষক কর্তৃত্ব বজায় রাখে তার শ্রেণি কক্ষের ছাত্রদের উপর। শিক্ষকের কর্তৃত্ব ছাত্রের বাড়িতে নয়, যেখানে সাধারণত তার মা,বাবা, অন্যান্য অভিভাবক শিশুদের দায়িত্বে আছে।

কিছু অন্য প্রকারের কর্তৃত্ব যেটা কঠিন ভাবে বর্ণিত নেই কিন্তু সহযোগিতা এবং সম্মতি রাখার জন্য তা প্রভাবশালী, এটার একটি ভালো উদাহরণ হলো— একজন ধার্মিক নেতার কর্তৃত্ব। যদিও কিছু সংস্থাগত ধর্ম আংশিক রূপে এই কর্তৃত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়েছে কিন্তু একজন

ধার্মিক -বর্গের নেতা অথবা ছোটো সংস্থার অল্প সহায়ক ধার্মিক বর্গ কর্তৃত্ব করে, কোনো আনুষ্ঠানিক রূপ ছাড়া। ঠিক একই ভাবে নামী পণ্ডিতগণ, শিল্পী, লেখক, তথা অন্য বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী কর্তৃত্ব করে থাকে। এই কথাটি সত্য অপরাধী গ্যাং এর নেতার জন্যেও— সে পূর্ণ কর্তৃত্ব করে থাকে তার গ্যাং এর উপর কোন আনুষ্ঠানিক পর্ব ছাড়া।

সংহতিবদ্ধ (Condified) কর্তৃত্ব এবং অনিয়মিত (informal) কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করা হয়— আইন এর ভিত্তিতে। আইন হল একটি স্পষ্টভাবে সংহতিবদ্ধ নিয়ম ও নীতি। এটা বেশিরভাগ সময় লিখিত ও এমনও আইন আছে যা বিশেষ করে বোঝায়, কীভাবে আইন তৈরি ও পরিবর্তন করতে হয় অথবা যদি সেটা না মানা হয় তা হলে কী করা যেতে পারে। আধুনিক লোকতান্ত্রিক সমাজে আইন-আইনসভার সদস্য দ্বারা তৈরি করা হয় যার নির্মাণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা হয়ে থাকে। একটি রাষ্ট্রের আইন তার জনগণের উদ্দেশ্যে-তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা প্রণয়ন করা হয়। এই আইন আনুষ্ঠানিক নিয়মকে বানায় যার দ্বারা নাগরিকদের শাসন করা হয়। এই আইনগুলো সকল নাগরিকের উপর প্রযোজ্য। যদিও আমি একটি ব্যক্তি হিসাবে যে কোনো বিশেষ আইনকে নাও মানি, কিন্তু একজন নাগরিক হিসাবে বাধ্যতামূলক তা মানতে হবে এবং **একই** প্রকারে সকল নাগরিকদের তাদের বিশ্বাসকে দূরে রেখে আইন মেনে চলতে হবে।

তাই, প্রভাব কাজ করে শক্তির দ্বারা, কিন্তু বেশিরভাগ শক্তি যা বৈধ ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব যা আইনের দ্বারা সংহতিবদ্ধ আছে। সমাজে সহযোগীতা ও মান্যতা নিয়মিত নির্ভরযোগ্য ভাবে পাওয়া যায় বৈধতা ও আইনি কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানমূলক সাহায্য থেকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকারের শক্তি রয়েছে যা শক্তিশালী কিন্তু অবৈধ। এটা বৈধ, বিধিসঙ্গত কর্তৃত্ব এবং অন্য প্রকারের শক্তির মিশ্রণ যা সামাজিক ব্যবস্থা এবং গতিশীলতা নির্ধারণ করে।

বিবাদ, অপরাধ এবং হিংসা (Contestation, Crime and Violence):

প্রভাব, শক্তি, আইনি, কর্তৃত্ব এবং আইনের অস্তিত্ব এটা নয় যে সমাজে সব সময় তা পালন করা হয়। তোমরা পূর্বে পড়েছ যে সমাজে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগীতা কীভাবে থাকে। ঠিক ওই ভাবে সমাজে বিবাদের সাধারণ ধরন সম্পর্কে জানাও গুরুত্বপূর্ণ। বিবাদ বলতে, এখানে অপ্রত্যাশিত মতবিরোধ - এর বিস্তৃত ধরনকে এক শব্দে বোঝানো হয়েছে। প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষ তার থেকে অধিক নির্দিষ্ট এবং অসম্মতির অন্য প্রকারগুলোকে বাদ দেয় যা এই ধারণাগুলোর দ্বারা বর্ণিত হয় না।

এমন একটি উদাহরণ হল যা যুবকদের মধ্যে পাওয়া যায় 'বিপরীত সংস্কৃতি' অথবা 'যুবক বিদ্রোহ'। এগুলো হল প্রচলিত সামাজিক নিয়মগুলোর বিরোধ করা অথবা অস্বীকার করা। এই বিরোধী বিষয় বস্তুগুলির মধ্যে চুলের বিভিন্ন সজ্জা, জামাকাপড়ের ফ্যাশন থেকে ভাষা কিংবা জীবনধারা হতে পারে। অত্যধিক উন্নত ও প্রথাগত বিবাদের ধরন হল নির্বাচন—একটি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। বিবাদের মধ্যে আইন এবং আইনগত কর্তৃত্বগুলোর বিরোধ ও অসম্মতি থাকে। মুক্ত ও লোকতান্ত্রিক সমাজগুলোতে এই ধরনের অসম্মতি বিভিন্ন স্তরে থাকে। এই প্রকারের অসম্মতির জন্য স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুই প্রকারের সীমায়

পরিভাসিত করা হয়েছে; এই সীমাগুলোর সীমানা অতিক্রম করলে সামাজিক স্তরে বিভিন্ন রূপে প্রতিক্রিয়া আনে, বিশেষ করে আইনি আধিকারিকদের দ্বারা।

যেমন তোমরা খুব ভালোভাবে জান ভারতীয় রূপে একত্রিত থাকলেও আমাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের মত বিরোধ হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকে তা সত্ত্বেও তারা প্রত্যেকেই সংবিধানকে সম্মান করে। একই রকম ট্রাফিক নিয়মকানুনের জ্ঞান রাস্তায় বিবাদ থামাতে পারে না। অন্য কথায়, সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে অভিন্নতা বা সর্বসম্মতি বোঝায় না। অন্যভাবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, সমাজে কতটুকু পার্থক্য অথবা অসম্মতি সহ্য করা যায়। এই প্রশ্নটির উত্তর সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ সীমা নির্ধারণ করে, বৈধ এবং অবৈধ, আইনি এবং বেআইনি এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্যতার মধ্যে। অপরাধ শব্দটির উৎস হল আইন থেকে যদিও সাধারণত এটি একটি নৈতিক অভিযোগ বহন করে। অপরাধ এমন একটি কর্ম যা বর্তমান আইনকে লঙ্ঘন করে-কমও না, বেশিও না, যে কোনো কাজের নৈতিক মূল্যেই শুধুমাত্র নির্ধারণ করা হয় না যে, এটা বর্তমান আইনকে লঙ্ঘন করেছে। যদি বর্তমান কার্যকারী আইন ন্যায়পূর্ণ না হয়, উদাহরণ স্বরূপ, যে কোনো ব্যক্তি দাবি করতে পারে সে আইনটি ভেঙেছে উচ্চনৈতিক কারণে। এটাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা করেছিলেন—আইন অমান্য আন্দোলনের (Civil Disobedience Movement) সময়। যখন গান্ধিজী ডান্ডিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লবন আইন ভঙ্গ করেছিলেন তখন সেই সময়ে সেটা অপরাধ ছিল। তাই তাকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। কিন্তু তিনি এই অপরাধটি করেছিলেন জেনে বুঝে এবং ভারতীয়রা তার সেই কাজে গর্ববোধ করে। যদিও শুধুমাত্র এই প্রকারের অপরাধই হয়নি, আরও বিভিন্ন ধরনের অপরাধ আছে, যা নৈতিকতার দাবি করতে পারে না। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ আইনি সীমানায় বাইরে যাওয়া।

হিংসা প্রশ্নটি বিস্তৃত্ব স্তরে রাষ্ট্রের (State) সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল যে তার নিজের কার্যক্ষেত্রে বৈধ হিংসার প্রয়োগকে একচেটিয়া অধিকার মনে করে। অন্য কথায়, রাষ্ট্র (State, কার্যকারী আধিকারিকদের দ্বারা) আইনগত হিংসা প্রয়োগ করতে পারে—অন্য যে কোনো হিংসার ঘটনা হল অবৈধ। (কিছু ব্যতিক্রম হল কোনো অসাধারণ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য হিংসার প্রয়োগ) তাই প্রযুক্তিগতভাবে বলা যায় হিংসার প্রত্যেকটি রূপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলে মনে করা হয়। যদি আমি কোনো ব্যক্তির উপর হামলা অথবা হত্যা করি তা হলে রাজ্য আমাকে হিংসার বৈধ প্রয়োগের অধিকারকে লঙ্ঘন করার অপরাধে অভিযুক্ত করবে।

এটা স্পষ্ট যে কোনো হিংসা সামাজিক ব্যবস্থার শত্রু, বিরোধের উগ্ররূপ যা শুধু আইনকে অতিক্রম করে না কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে সামাজিক নিয়মাবলিকে অতিক্রম করে। সমাজে হিংসা হল সামাজিক দুঃশ্চিন্তার প্রতিফলন তথা গম্ভীর সমস্যার উপস্থিতির ইঙ্গিত করে। এটা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রতিও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই অর্থে এটা বৈধ শাসনের সম্মতির অসফলতা এবং স্পষ্টভাবে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ দেখায়।

গ্রাম, নগর ও শহরের সমাজব্যবস্থা ও পরিবর্তন
(Social Order and Change in village, Town and city)

বেশির ভাগ সমাজগুলোকে বিভক্ত করা যায় গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চল হিসাবে। জীবন ধারনের সত্তাগুলোর এবং সামাজিক সংগঠনের রূপগুলো -এই দুই ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে ভিন্ন। সেই রূপ, সামাজিক ব্যবস্থা এভং সামাজিক পরিবর্তনের ধরনগুলোও গ্রামীণ ও নগর অঞ্চলে ভিন্ন যেটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা সকলেই মনে করি যে আমরা জানি গ্রাম, নগর ও শহর বলতে কী বোঝায়। কিন্তু কীভাবে স্পষ্ট করে তাদের পৃথক করব? (পঞ্চম অধ্যায়ে M.N. Srinibaas এর Village Studies এর আলোচনাটি দেখো) সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিকোন থেকে গ্রামের উৎস হল আংশিকভাবে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন যা যাযাবর জীবন থেকে আসা। যাযাবরের জীবন ছিল শিকার, ভোজন খোঁজার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সেই থেকে পরিবর্তন হল স্থায়ী জীবনে অস্থায়ী কৃষির ভিত্তিতে। স্থানীয় কৃষির উন্নতিতে যেখানে জীবিকা উপার্জনের জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরতে হত না— এই সব কিছু সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। জমিতে অর্থের বিনিয়োগ ও কৃষিতে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উদ্‌ভব জন্ম দেয় লাভজনক ব্যবস্থা যা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য। স্থায়ী কৃষির অর্থ হল সম্পত্তি জমানো যার জন্য সমাজে উৎপন্ন হল সামাজিক ভিন্নতা। অত্যধিক উচ্চস্তরীয় শ্রমবিভাজন পেশাগত বিশিষ্টকরণের প্রয়োজনীয়তা জন্ম দেয়। এই সকল পরিবর্তনগুলো একত্রিতভাবে গ্রামের উৎপত্তির আকার নির্ধারণ করে, যেখানে ব্যক্তির নিবাস একটি বিশেষ প্রভাবের স্থায়ী সংগঠনের উপর আধারিত।

অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে গ্রাম এবং নগরে বসবাসকারীদের পার্থক্য সাধারণত দুটি বড়ো কারণের উপর ভিত্তি করে করা হয়; জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং কৃষি আধারিত আর্থিক ক্রিয়াগুলির অনুপাত। (বাহ্যিক আকৃতির বিপরীত আকার সবসময় নির্ণায়ক হয় না; বড়ো গ্রাম ও ছোটো শহরের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা কঠিন) তাই শহর এবং নগরের জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হয় অথবা প্রতি বর্গ কিলোমিটার এরিয়াতে বা প্রতি বর্গ ইউনিটে শহরের লোকসংখ্যার ঘনত্ব গ্রাম থেকে বেশি। যদিও লোকসংখ্যার দৃষ্টি থেকে তা ছোটো হয় কিন্তু গ্রামের বিস্তার তুলনামূলক রূপে অধিক বড়ো এলাকা নিয়ে হয়। নগর ও শহরের তুলনায় গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেশি কৃষিভিত্তিক কার্যকলাপই রয়েছে। অন্য কথায়, গ্রামের বেশির ভাগ জনসংখ্যা কৃষি ভিত্তিক কাজে যুক্ত এবং বেশির ভাগ উৎপাদন কৃষিভিত্তিকই হয়ে থাকে এবং কৃষি থেকেই বেশি আয় আসে।

নগর এবং শহরের পার্থক্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। নগর ও শহরে সাধারণত একই প্রকারের ব্যবস্থাপনা থাকে, পার্থক্য শুধুমাত্র আকারের ভিত্তিতে করা হয়। 'শহরের ঘিঞ্জি' (Urban agglomer action) (শব্দটি ব্যবহার করা হয় জনগণনা এবং সরকারি রিপোর্ট-এ) বলতে বোঝায় এমন একটি শহর বা নগর যার চারপাশে উপনগরী এলাকা এবং Satellite শহরের ব্যবস্থাপনা থাকে। 'মেট্রোপলিটন এরিয়া'র অর্ন্তগত একের অধিক নগর থাকে অথবা ক্রমাগত শহরী ব্যবস্থাপনা যা একটি শহরের তুলনায় অনেক বেশি। যে দিশায় আধুনিক সমাজের বিকাশ হয়েছে, নগরীকরণ

প্রক্রিয়া অধিকতর দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ক্রমশ নগরীয় জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের তুলনায়। বেশির ভাগ উন্নত দেশগুলো এখন অপ্রত্যাশিতভাবে শহুরে। নগরায়ণ প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও চলছে; এই প্রক্রিয়াটি দ্রুত কিংবা ধীর গতিতে হতে পারে, যদি কোনো বিশেষ কারণ না থাকে এই প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়া যায় না। United Nation Report (2014) অনুসারে পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ নগরীয় অঞ্চলে বসবাস করে, যা ২০৫০ সালে বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৬৬ শতাংশ। (United Nations, Dept.of Economics and social Affairs, Population Div, 2014, World Population Prospects) ভারতীয় সমাজেও এই প্রক্রিয়াটির অনুভব হচ্ছে ঃ নগর অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতাংশ এর হার ক্রমাগত বেড়েই চলছে। যেমন ১৯০১ সালে প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে তার বৃদ্ধির হার হয় ১৭ শতাংশ। আবার ২০০১ এর আদমসুমারী অনুসারে ২৮ শতাংশ জন সংখ্যা নগর অঞ্চলে বসবাস করছে। আবার ২০১১আদম সুমারী অনুসারে আনুমানিক ৩৭.৭শতাংশ লোক শহরে বসবাস করছে।

গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তন
(Social Order and Social Change in Rural Areas)

যেহেতু গ্রামের মুখ্য পরিস্থিতিগুলো ভিন্ন, তাই সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতিও ভিন্ন। গ্রামীণ আকৃতি সাধারণত ছোটো হয় তাই ওইখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুমোদন করা হয়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক যে গ্রামের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত এবং একজন অন্য জনকে দেখে চেনে ফেলে। তাছাড়া, গ্রামের সামাজিক কাঠামো প্রথাগত আকারের হয়। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জাতি, ধর্ম, এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রথাগুলো বেশি প্রভাবশালী। এই কারণবশত কোনো বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া গ্রামে পরিবর্তন নগরের তুলনায় ধীর গতিতে হয়।

এটার আরও অনেক কারণ আছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলো এটা সুনিশ্চিত করে যে সমাজের অধস্তন অংশগুলোর কাছে কম সুযোগ থাকে নিজেকে ব্যক্ত করার মতো এবং দেখা যায় শহরাঞ্চলে এই সুযোগগুলো অনেক বেশি। গ্রামে ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কেযুক্ত থাকে। তাই ব্যক্তিকে প্রভাবশালী শ্রেণির সঙ্গে সহমত থাকতে হয়। অসহমত থাকলে গ্রামে জীবন ধারণ করা কঠিন। গ্রামের নিয়মগুলো লঙ্ঘন করলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। তাছাড়া, প্রভাবশালীবর্গের শক্তি অনেক বেশি এবং সমাজের রোজগারের অধিকাংশ ক্ষেত্র বা উৎসগুলো তারই নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই গরিব শ্রেণিরা তাদের উপর নির্ভরশীল।

স্বল্প জন সংখ্যার কারণে, অধস্তন বর্গকে নিয়ে সংগঠন করা কঠিন, বিশেষ করে এই প্রকারের চেষ্টাগুলো প্রভাবশালী বর্গ দাবিয়ে দেয়। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে যদি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তির কাঠামো গ্রামে থাকে তাহলে তার পরিবর্তন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ এলাকায় শক্তির কাঠামোর পরিবর্তন ধীর গতিতে হয় কেননা ওইখানে সামাজিক ব্যবস্থা শক্তিশালী ও স্থির হয়ে থাকে।

অন্য ধরনের পরিবর্তনগুলোও ধীর গতিতে আসে কেন না, গ্রামীণ এলাকা ছড়িয়ে থাকে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

শহরাঞ্চলও নগরাঞ্চলের মতো উন্নত নয়। যদিও যোগাযোগের নতুন মাধ্যম বিশেষ করে টেলিফোন ও টিভি তা অনেক পরিবর্তন করেছে। এখন সাংস্কৃতিক ব্যবধান গ্রাম তথা নগরের মধ্যে অনেক কমে গেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা (Roads, Rails) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়েছে, তাই শুধু অল্প কিছু গ্রাম রয়েছে যারা নিজেকে 'প্রত্যন্ত' বা 'বিচ্ছিন্ন' বলে দাবি করে। এটা গ্রামের পরিবর্তনের গতিকে আরও গতিশীল করেছে।

কাজ - ৫

ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লোয়েমেন্ট গ্যারেন্টি এক্ট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। তার লক্ষ্য কী ? এটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ যোজনা কেন মানা হয় ? এই যোজনাটি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয় ? যদি এটা সফল হয় তাহলে তার কী প্রভাব হতে পারে সমাজে ?

নিঃসন্দেহে কৃষির পরিবর্তন অথবা কৃষকদের সামাজিক সম্পর্ক গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তাই ভূমি সংস্কারের মতো ব্যবস্থা ভূমির মালিকানার কাঠামোর পরিবর্তন করেছে যার সরাসরি প্রভাব রয়েছে গ্রামে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর ভূমিসংস্কার প্রথমবারের মতো হয়, অনুপস্থিত জমিদার থেকে ভূমির অধিকার সেই সব গোষ্ঠীদের দেওয়া হয় যারা এতদিন দেখাশোনা এবং চাষাবাদ করত। এদের মধ্যে অধিকাংশ গোষ্ঠী অন্তবর্তী জাতির ছিল এবং যদিও তারা কৃষক ছিল না কিন্তু তারা ভূমির উপরে আধিপত্য করে নেয়। ওদের সংখ্যার কারণে, ওদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং রাজনৈতিক শক্তি বাড়ে কেননা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য তাদের ভোট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। M.N.Srinibasএই গোষ্ঠীকে 'প্রভাবশালী জাতি' (Dominant Caste) নাম দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী গোষ্ঠী অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং গ্রামাঞ্চলের নির্বাচনে প্রভাব সৃষ্টি করে। সম্প্রতিকালে এই প্রভাবশালীবর্গ নিম্নজাতি পিছিয়ে পড়া জাতি থেকে বিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। এই কারণে অনেক রাজ্যে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে সামাজিক আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে।

ঠিক একই ভাবে, কৃষিতে প্রযুক্তির সাংগঠনিক পরিবর্তন গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে কীভাবে কম শ্রমে বেশি উৎপাদন হবে ও অন্যান্য নবীন পদ্ধতির কারণে শ্রমিকের সঙ্গে জমিদারদের দর কষাকষির প্রণালীর পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদিও তা প্রত্যক্ষ রূপে শ্রমিকের চাহিদাকে প্রভাবিত করে না, প্রযুক্তি ও আর্থিক পরিবর্তন বিভিন্ন গোষ্ঠীর আর্থিক শক্তির পরিবর্তন করতে পারে এবং এইভাবে পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়। কৃষি মূল্যের আকস্মিক উঠানামা, খরা বা বন্যা গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি তারই উদাহরণ। অন্যদিকে বৃহৎস্তরের বিকাশের বা উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি যা গ্রামের গরিবদের লক্ষ করা হয়েছে তারও অনেক প্রভাব রয়েছে। National Rural Employment Guaruntee Act of 2005 (NREGA) একটি ভালো উদাহরণ।

নগরীয় এলাকায় সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তন
(Social Order and Social Change in urban Areas)

এটা সকলেরই জানা যে নগর নিজেই প্রাচীন —প্রাচীন সমাজেও সেটা ছিল নগরায়ণ জীবনের পদ্ধতির রূপে আধুনিক বিষয়। আধুনিক কালের পূর্বে, ব্যবসা, ধর্ম এবং যুদ্ধ ছিল কিছু মুখ্য কারণ যা স্থির করত নগরের অবস্থান ও গুরুত্ব। যে নগরগুলো প্রাকৃতিক ভাবে অবস্থিত ছিল ব্যবসায়িক রাস্তার অথবা বন্দরের কাছাকাছি সেই সব নগরগুলো প্রাকৃতিকভাবে লাভবান ছিল। আবার সামাজিক দৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশে অবস্থিত গ্রামগুলোও লাভবান ছিল। সবশেষে, ধার্মিক জায়গা গুলো বেশিরভাগ ভক্তদের আকর্ষিত করত এবং এই প্রকারে নগরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাহায্য করত। ভারতবর্ষেও প্রাচীন নগরের উদাহরণ রয়েছে যেমন আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর কিনারে মধ্যযুগীয় ব্যবসায়িক নগর তেজপুর অথবা কোজিকোড় (পূর্বে তাকে কালিকট বলা হতো) যা উত্তর কেরালার আরব মহাসাগরে অবস্থিত আছে। আরও উদাহরণ আছে ধর্মীয় শহরের যেমন রাজস্থানের আজমের, উত্তর প্রদেশের বেনারস, বা তামিলনাড়ুর মাদুরাই।

যদিও সমাজতত্ত্ববিদরা স্পষ্ট করেছেন নগরীয় জীবন ও আধুনিকতা একই সঙ্গে চলে। বাস্তবে একটিকে অপরটির ঘনিষ্ঠ অভিব্যক্তি রূপে মানা হয়। যদিও নগরে অধিক জনসংখ্যা বসবাস করে, এবং ইতিহাসে তাকে জন-রাজনীতির (Masspolitics) স্থল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তথাপি নগরকেই আধুনিক ব্যক্তির প্রভাব ক্ষেত্র মানা হয়। অপরিচিত এবং সুবিধার মিশ্রণে নগর বেশির ভাগ ব্যক্তিকে আপন করে নেয়, নগর ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করে এবং অনেক সুযোগ প্রদান করে। গ্রাম যেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধকে প্রশ্রয় দেয় না। অন্যদিকে নগর ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধকে যত্ন করে।

যদিও অধিকাংশ শিল্পীরা, লেখকেরা, পণ্ডিতেরা যখন নগরকে ব্যক্তির স্বর্গ বলে আখ্যা দিয়েছিল তারা ভুল ছিল না, কিন্তু এটাও সত্য যে স্বাধীনতা এবং সুযোগ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদের কাছেই প্রাপ্ত। উপযুক্ত ভাবে কেবল সামাজিক আর্থিক বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরাই বিলাস বহুল হতে পারে এবং পূর্ণ উন্মোক্ত এবং সন্তুষ্টি পূর্ণ জীবন ধারণ করতে পারে।

বেশির ভাগ ব্যক্তি যারা নগরে বাস করে; বাধ্যতার মধ্যে সীমিত থাকে এবং তুলনামূলক স্বাধীনতা প্রাপ্ত করে। এরা পরিচিত সামাজিক এবং আর্থিক বাধ্যতার মধ্যে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা এই বাধ্যতাগুলো দেওয়া হয় যা তোমরা পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় পড়েছ। নগরও গোষ্ঠীর পরিচয়ের বিকাশ করে। যার বিভিন্ন কারণগুলো হল— প্রজাতি, ধর্ম, নৃজাতি, জাতি, অঞ্চল তথা শ্রেণি—সবগুলো নগর জীবনকে ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। বাস্তবে স্বল্প পরিসরে বেশি লোকের জমায়েত পরিচিতিকে আরও তীব্র করে এবং তাদেরকে অস্তিত্ব প্রতিরোধ ও দৃঢ়তার কৌশলগুলো শিখিয়ে দেয়।

শহর ও নগরের সামাজিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় জায়গার প্রশ্ন। অতিরিক্ত ঘনত্বপূর্ণ জনসংখ্যায় সৃষ্টি করে জায়গার জটিল সমস্যা। নগরীয় সামাজিক ব্যবস্থার প্রাথমিক কার্য হল নগরের স্থানীয়

জীবন ক্ষমতাকে আশ্বস্ত করা। এটার অর্থ হল সংগঠন এবং পরিচালনার বিভিন্ন জিনিসগুলো যেমন নিবাস তথা আবাসীয় পদ্ধতি, বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিকদের কার্যক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য গণপরিবহণ ব্যবস্থা; আবাসীয় সরকারি এবং কারখানায় ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহ অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং সর্বশেষে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক স্বচ্ছতা, পুলিশ, জনসুরক্ষা এবং নগর শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

এই প্রত্যেকটি কার্য করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ তার উপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন এই সকল কাজগুলো করতে হয় এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে আছে শ্রেণি বিভাজন, উত্তেজনা, নৃজাতীয়তা, ধর্ম, জাতি, বর্গ ইত্যাদির সক্রিয়তা।

চিকিৎসক রোগীকে দেখে পরীক্ষা করছেন

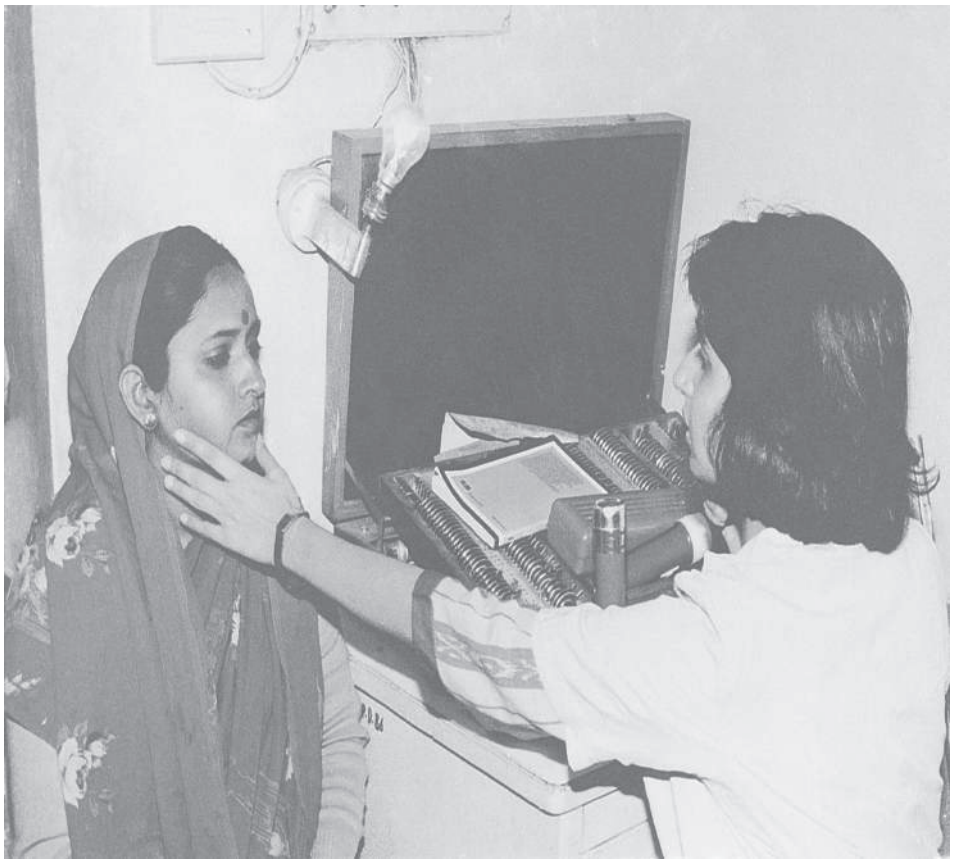

উদাহরণস্বরূপ, নগরীয় আবাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকে আরও অনেক সমস্যা। গরিবদের জন্য আবাসনের সমস্যা "গৃহহীনতা" ও "রাস্তায় বসবাসকারীর" জন্ম দিয়েছে—যারা রাস্তায় ফুটপাতে, ব্রীজের নীচে, ফ্লাইওভারের নীচে, ভগ্নদশা অবস্থার বাড়িতে, অন্যান্য পড়ে থাকা খালি জায়গায় বাস করে। এই প্রক্রিয়া জন্ম দিচ্ছে বস্তির। যদিও কার্যকারী সংজ্ঞা ভিন্ন হয়। সাধারণত একটি বস্তি হল এক ঘিঞ্জি এলাকা সেখানে জনসুবিধাগুলোর (স্বাস্থ্যব্যবস্থা, জল, ইলেকট্রিসিটির) অভাব; এবং ঘরগুলোর নির্মাণ কাজে প্লাস্টিকের চাদর ও কার্ডবোর্ড থেকে শুরু করে বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে ব্যবহৃত কংক্রিট-এর ব্যবহার করা হয়। যেহেতু স্থায়ী সম্পত্তির অধিকার থাকে না, বস্তিতে জন্ম হয় "দাদাদের" যারা শক্তিশালী এবং অন্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব করে। বস্তি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ অন্যান্য বেআইনি কাজের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে যেমন অপরাধমূলক, ভূমি সম্পর্কিত দল (Gang) এর আড্ডাখানা।

একজন বালিকা তার ছোট ভাই / বোনকে দেখাশোনা করছে

শহরের একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র

একজন মহিলা তুলোবাগানে কাজ করছে

কীভাবে এবং কোথায় নগরে মানুষরা বসবাস করবে— এই প্রশ্নটি সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচিতির উপরে নির্ভর করে। পুরো পৃথিবীতে নগরীর আবাসনীয় এলাকা বিচ্ছিন্ন করা হয় শ্রেনির ভিত্তিতে এবং অনেক সময় প্রজাতি, নৃজাতিয় ধর্ম এধরনের কিছু চলকের (Variable) ভিত্তিতে। এই পরিচিতির ভিত্তিতে জন্ম নেয় সামাজিক উত্তেজনা এবং তা পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াকেও রূপদান করে। উদাহরন স্বরূপ, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, যার পবিণাম স্বরূপ মিশ্রিত প্রতিবেশী এলাকা তখন হয়ে ওঠে একক সম্প্রদায়গত এলাকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সমাজে একটি বিশিষ্ট্যরূপ দেয় যা 'ghettoisation' প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তুলে। ভারতবর্ষে গুজরাটে 2002 সালের দাঙ্গা তারই উদাহরণ। পুরো বিশ্বব্যাপী "গেটেড' (gated) সম্প্রদায়" -এর ঘটনা ভারতবর্ষের শহরগুলোতেও দেখা যায়। অর্থাৎ এমন কিছু প্রাচুর্যময় প্রতিবেশী এলাকা যার অন্য এলাকা থেকে পৃথিকীকরণ করা হয়েছে প্রাচীর এবং গেইটের মাধ্যমে যা প্রবেশ ও বহির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নগরে বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ ব্যবস্থা

শহরের একটি শপিং মল

কাজ - ৬

তোমরা কি নিজেদের শহরে বা নগরে অথবা এমন কোনো শহর বা নগর দেখেছ যেখানে গেটেড (Gated) সম্প্রদায় আছে? তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে এমন সম্প্রদায়ের খোঁজ নাও, চার দেওয়াল বা বেড়া বা গেইট কখন থেকে হয়েছে? কী কারণ থাকতে পারে যে ব্যক্তিরা এমন স্থানে বাস করতে চায়? শহরী সমাজে এবং প্রতিবেশী এলাকায় এই প্রক্রিয়ার কি প্রভাব হতে পারে?

এই ধরনের সম্প্রদায় এর মধ্যে রয়েছে নিজেদের সমান্তরাল (Parallel) নাগরিক সুবিধাগুলো যেমন - জল, ইলেকট্রিসিটি ও সুরক্ষায় লোক নিয়োজিত থাকে।

সর্বশেষে আবাসনীয় আকৃতি নির্ভর করছে নগরের অর্থ ব্যবস্থার উপর। নগরীয় পরিবহণ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ এবং গভীর রূপে নির্ভর করছে আবাসনীয় এলাকার ও কারখানা এবং ব্যবসায়ীক কর্মস্থানগুলোর অবস্থানের উপরে। যদি এগুলোর দূরত্ব বেশি থাকে, যা প্রায়শই হয়, এই পরিস্থিতিতে বৃহৎ জনপরিবহণ প্রণালীর নির্মাণ ও দেখাশোনা অত্যাবশক হয়ে ওঠে। যাতায়াত করা জীবনের এক শৈলী হয়ে যায় ও বিচ্ছেদন এর এক উৎস হয়ে ওঠে। পরিবহণ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে নগরবাসীর কর্মজীবন ও জীবন ধারার মানের উপর। সড়ক পরিবহণের উপর নির্ভরতা, এবং বিশেষ করে সর্বজনীন মাধ্যমের তুলনায় ব্যক্তিগত মাধ্যম সমাজে ট্রাফিক ও দূষণের সৃষ্টি করে। পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে থাকার জায়গার বণ্টন হল নগরীয় সমাজের একটি জটিল ও বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রতিদিন লম্বা দূরত্ব যাতায়াত করে এমন লোক এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নির্বাচন ক্ষেত্র হয়ে যায় তথা অনেক সময় বৃহত্তর উপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ— মুম্বাইয়ের উপনগরীয় ট্রেন যা 'লোকাল' নামে প্রচলিত যার মধ্যে যাত্রীদের ছোটো খাটো সভা সমিতি গড়ে ওঠে, ট্রেনের কার্যকলাপের মধ্যে গানগাওয়া, ভজন, ছোটো খাটো উৎসব উদযাপন শাকসব্জিকাটা, তাস খেলা, বোর্ডখেলা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া দেখা যায়।

নগরীয় এলাকায় সামাজিক পরিবর্তনের আকার এবং বিষয়বস্তু শ্রেষ্ঠভাবে বোঝা সম্ভব থাকার জায়গা বিষয়ের উপরে। পরিবর্তনের এক প্রত্যক্ষ ও প্রচলিত উপাদান হল বিশেষ প্রতিবেশী এলাকার উঠানামার (ups and downs) অভিজ্ঞতার উপরে। বিশ্বব্যাপী 'নগরীয় কেন্দ্র' অথবা মূল নগরের কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নগরের শক্তিকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠার পর বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সিটি বিকাশের এটা উপনগর বিকাশের সময়ও ছিল কেননা ক্ষমতাপূর্ণ শ্রেণি বিভিন্ন কারণবশত পলায়ন করে নগরের অন্তর্ভাগে। আজ পশ্চিমের অধিকাংশ দেশে নগরীয় কেন্দ্রের পুনস্থাপন হচ্ছে যা সাম্প্রদায়িক জীবনকে ভালো করার চেষ্টা করছে।

এই ধরনের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হল (gentrification) জেনট্রিফিকেশন, যেখানে নিম্নশ্রেণীর প্রতিবেশী এলাকাকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে মধ্য ও উচ্চশ্রেণিতে। ভূমির দাম যত বেশি বৃদ্ধি পায় ডেভেলাপার (Developer) দের কাছে এই ধরনের রূপান্তরগুলো বেশি লাভদায়ক হয়। কিছু সময় পর্য্যন্ত এই প্রচার আত্মসন্তুষ্টি

দেয়। যখন ভাড়ার মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং এলাকায় ব্যবসা ও বসবাসকারীদেরও সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কিছু কিছু সময় এই ধরনের ক্রিয়া অসফল হয় এবং প্রতিবেশীরা ফিরে যায় তার পূর্বস্থিতিতে।

কাজ - ৭

তোমরা কি নিজেদের প্রতিবেশী এলাকায় লক্ষ্য করেছো? তোমরা কি এমন কোন ঘটনা জানো? খুঁজে বের করো পূর্বে কেমন ছিল এলাকাটি? কি প্রকারের পরিবর্তন হয়েছে? কিভাবে সেই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীও শ্রেণীকে প্রভাবিত করেছে। কে লাভবান হয়েছে এবং কে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? এই প্রকারের পরিবর্তনকে নির্ণয় করে— ভোটিং (নির্বাচন) নাকি জন আলোচনার আকার?

গণপরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন নগর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। সামর্থ্য, কার্যকর ও সুরক্ষিত জনপরিবহণ নগর জীবনে ভারী পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং আর্থিক স্থিতিকে প্রভাবিত করে। সেই সঙ্গে সামাজিক রূপেরও পরিবর্তন করে। অনেক পণ্ডিতেরা জন পরিবহণের পার্থক্য বিভিন্ন শহরে কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে লিখেছেন, যেমন লন্ডন, নিউইয়র্ক শহরগুলো মূলত নির্ভর করে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার উপরে, অন্য দিকে লস্‌এঞ্জেলেজ নির্ভর করে ব্যক্তিগত গাড়ির উপর। এটা দেখার বিষয় দিল্লির নতুন মেট্রো রেল সামাজিক জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু মুখ্য বিষয় হল দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরীকরণের দেশগুলো যেমন ভারতবর্ষ, কীভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার সঙ্গে প্রচরণকারীদেরও নিয়ন্ত্রণ করবে।

শব্দকোষ

আয়কর (Customs Duties, Tariffs) : যে কোনো দেশের বস্তুর আমদানি রপ্তানির উপর লাগানো হয় কর, তাতে বস্তুর মূল্য বেরে যায় এবং তার প্রতিযোগীতার বাজারে স্ব-উৎপাদিত বস্তুর তুলনায় সে কম প্রতিযোগী হয়ে উঠে।

প্রভাবশালী জাতি (Dominant Castes) : এই ধারণাটি এম,এন,শ্রীনিবাস এর দেওয়া, যা বোঝায় জমিদারি অর্ন্তবর্তী জাতি যারা সংখ্যায় বেশি এবং সেই অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বেশি।

গেইটেড সম্প্রদায় (Gated Communities) : নগরীয় এলাকায় (সাধারণত উচ্চবর্তী শ্রেণি বা প্রভাবশালী শ্রেণী) যারা চারিপাশে বড় বড় প্রাচীর ও গেইটের মাধ্যমে আবদ্ধ এবং সেই এলাকায় প্রবেশ ও বাহিরের পথে নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

জেনট্রিফিকেশন (Gentrification) : এই শব্দ ব্যবহৃত হয় নিম্নবর্গ (নগর) প্রতিবেশী এলাকাকে পরিবর্তন করা হয় উচ্চবর্গীয় বা মধ্যবর্গীয় প্রতিবেশী এলাকায় পরিবর্তনকে বর্ণনা করতে।

ঘেটোকরণ (Ghetto, Ghettoisation) : মূলত, এই শব্দটি মধ্য ইউরোপীয় শহরগুলির ইহুদী সম্প্রদায়ভূক্ত এলাকাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত যা আজকের দিনে বোঝায় এই ধরনের প্রতিবেশী এলাকা যেখানে বিশেষ বর্গের, ধর্মের, নৃজাতির ব্যক্তিবর্গরা বসবাস করে। ঘেটোকরণ হল ওই প্রক্রিয়া যার দ্বারা মিশ্রিত প্রতিবেশী এলাকাগুলো একক সম্প্রদায় প্রতিবেশী এলাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।

বৈধতা (Lagitimation) : এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোনো বস্তুকে বৈধ বলে স্বীকৃত করা হয়, যেমন সঠিক, ন্যায়, সত্য ইত্যাদি।

জন পরিবহণ (Mass Transit) : তীব্র গতিতে চলা পরিবহণ যাতে অধিক সংখ্যায় লোক যাতায়াত করতে পারে।

অনুশীলনী

১. তোমরা কি এই কথায় সহমত যে তীব্র সামাজিক পরিবর্তন মনুষ্যের ইতিহাসে তুলনামূলক রূপে এক নবীন প্রক্রিয়া? তোমার উত্তরের জন্য কারণ দাও।

২. সামাজিক পরিবর্তনকে কী ভাবে অন্য পরিবর্তন থেকে পৃথক করবে?

৩. কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে কী বোঝ?এই অধ্যায়ের উদাহরণকে ছেড়ে অন্য উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট কর।

৪. পরিবেশ সম্পর্কিত সামাজিক পরিবর্তনের কিছু প্রকারের বর্ণনা করো।

৫. প্রযুক্তি বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি দ্বারা সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

৬. সমাজ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ এবং তাকে কীভাবে বজায় রাখা হয়?

৭. কর্তৃত্ব কাকে বলে এবং তা কীভাবে প্রভাব ও আইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

৮. কীভাবে গ্রাম, নগর ও শহরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবে?

৯. গ্রামীণ এলাকার কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

১০. নগরীয় এলাকার সামাজিক ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়?

REFERENCE

Giddens, Antony. Sociology.4th edition.

Gerth, Hans and C. Wright Mills. (eds) from Max Weber.

KHILNANI, SUNIL.2002 The Idea of India, Penguin Books, New Delhi.

Patel, Sujata and Kushal Deb (eds). 2006. Urban Sociology, Readings in Sociology and Social Anthropology series).Oxford University Press. New Delhi.

Srinivas, M.N. Social Change in Modern India.

তৃতীয় অধ্যায়
পরিবেশ ও সমাজ

তোমাদের চারিপাশে দেখো। কী দেখতে পাও তোমরা? যদি তুমি শ্রেণিকক্ষে থাক তা হলে তুমি দেখবে যে ছাত্ররা স্কুল ড্রেস পড়ে আছে, ছাত্রছাত্রীরা চেয়ারে বসে আছে এবং ডেস্কে তাদের বইগুলো খোলা। ওদের স্কুল ব্যাগে টিফিন বাক্স ও পেনসিল বাক্স থাকে। শ্রেণিকক্ষের সিলিং এর উপর পাখা ঘুরছে। তোমরা কি কখনও ভেবেছ এই সব জিনিসগুলি কোথা থেকে আসে- স্কুল ড্রেস, আসবাবপত্র, ব্যাগ, ইলেকট্রিসিটি, ইত্যাদি। যদি তোমরা তার উৎসকে খোঁজ, তা হলে পাবে সেসকল বস্তুগুলি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। প্রতিদিন আমরা ওই বস্তুগুলো ব্যবহার করি যার উৎপাদন পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে হয়। তোমার ক্লাসরুমের চেয়ারটি বানানো হয়েছে হয়তো বা কাঠ, লোহা, আঠা ও বার্নিশ দ্বারা। এই চেয়ার তোমাদের শ্রেণিকক্ষে পৌছানো পর্যন্ত, যাত্রা শুরু হয়েছে জঙ্গালের কোন একটি গাছ থেকে অথবা বৃক্ষরোপণ যা নির্ভর ছিল বিদ্যুৎ, ডিজেল, ব্যবসার সঞ্চার এর সুবিধায়। তার সঙ্গেঁ অন্যান্য ব্যক্তির ও বিভিন্ন সংস্থাগুলির সাহায্যের মাধ্যমে এটা তোমাদের কাছে পৌঁছে। যেমন, কাঠমিস্ত্রি, সুপারভাইজার, ম্যানেজার, ট্রান্সপোর্টার, ব্যবসায়ীরা এবং যারা স্কুলের ফার্নিচার কেনার দায়িত্বে ছিলেন। ঐ উৎপাদক তথা যে চেয়ারের নির্মাণ সন্বন্ধীয় তথ্যগুলোকে মনে রেখে বিভিন্ন প্রকারের বস্তুগুলো প্রয়োগ করে যা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। এই সব সম্পদগুলোর বোঝার চেষ্টা করলে তোমরা দেখবে যে সম্পর্কগুলো কেমন জটিল।

এই অধ্যায়ে আমরা অধ্যয়ন করব পরিবেশের সামাজিক সম্পর্ক, যা সময়ের সঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং স্থান সাপেক্ষেও ভিন্ন। নিয়মানুগভাবে এই বিভিন্নতাকে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ। আজ আমাদের সামনে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যার জ্ঞাণ আবশ্যক। এই ধরনের সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রয়োজন সমাজতাত্ত্বিক রূপরেখার অন্তর্গত বোঝা যে কেন এই সমস্যাগুলি ঘটে এবং কী ভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যেতে পারে।

বাস্তুসংস্থান সকল সমাজেই রয়েছে। বাস্তুসংস্থান (Ecology) শব্দটি বোঝায় এমন একটি জাল যেখানে ভৌতিক ও জৈবিক ব্যবস্থাগুলো তথা প্রক্রিয়াগুলো ঘটে এবং মনুষ্য এই প্রক্রিয়ার শুধু একটি অংশ মাত্র। পবর্তমালা ও নদীগুলো, সমতল জমি, সমুদ্র এবং জীবজন্তু সব বাস্তু ব্যবস্থারই অংশ। যে কোনো স্থানের বাস্তুসংস্থান নির্ভর করে তার ভৌগোলিক ও জলমণ্ডল এর সম্পর্কের উপর। উদাহরণস্বরূপ, মরুস্থলীয় প্রদেশে থাকা জীবজন্তু নিজেকে সেই পরিস্থিতির অনুকূলে অভিযোজিত করে তুলে যেমন কম বৃষ্টি, পাথুরে বালি, মাটির অর্থাৎ

অত্যধিক তাপমাত্রায় নিজেকে অভিযোজিত করে তুলে। সেই প্রকারের বাস্তুসংস্থাগত কারণগুলো নির্ণয় করে দেয় কোনো স্থান বিশেষে কীভাবে ব্যক্তিরা বসবাস করবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে **মনুষ্যের ক্রিয়াও** বাস্তুসংস্থানকে পরিবর্তন করছে। যেটা পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়- যেমন আকাল বা বন্যার প্রবণতা অনেক সময় মানুষের কারণে ও হয়। নদীর উপরিভাগের জঙ্গাল কাটা সেই নদীর বন্যা প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলে। মনুষ্যের হস্তক্ষেপ প্রকৃতিতে প্রভাব ফেলেছে— জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন তারই উদাহরণ। অনেক সময় এটা কষ্টকর হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বাস্তুসংক্রান্ত পরিবর্তনকে পৃথকীকরণ করা।

কাজ -১

তোমরা কি জান দিল্লির রিজ এলাকার জঙ্গালের বনস্পতি (vegetation) প্রাকৃতিক নয়, কেন না ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তা শুরু করে এখানে মুখ্যরূপে যে প্রজাতির গাছ (vilagati kikar or vilagati babul) হল প্রসোফিস জুলি ফ্লোরা, ভারতবর্ষে এই গাছটি আনা হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবং যা এখন প্রাকৃতিক রূপে উত্তর ভারতে পাওয়া যায়।

তোমার কি জান (chaurs) চর ঘাস যা উত্তরাঞ্চলের করবেট জাতীয় উদ্যানে বন্যজীবনের এক দারুণ দৃশ্য দেখায়, তা পূর্বে কৃষিজমি ছিল? এই এলাকার গ্রামগুলোকে পুনঃস্থাপিত করা হয়েছিল যাতে বন্যজীবনকে সেখানে প্রাকৃতিক রূপে দেখা যেতে পারে।

তোমরা কি অন্য কিছু উদাহরণ দিতে পারো যেখানে 'প্রাকৃতিক রূপে' দেখতে পাওয়া জিনিসগুলো বাস্তবে মনুষ্যের সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপের কারণে?

তার সঙ্গে জৈবভৌতিক সম্পদগুলো ও প্রক্রিয়াগুলো যা মনুষ্যের হস্তক্ষেপের কারণে পরিবর্তন দেখা যায়— উদাহরণস্বরূপ- নদীর বয়ে যাওয়া জঙ্গালে বিভিন্ন প্রজাতির মিশ্রণ এবং বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য উপাদান রয়েছে যা মনুষ্য-হস্তক্ষেপে পুরোপুরি নির্মিত একটি কৃষিভূমি যেখানে মাটি এবং জল সংরক্ষণের কাজ চলে, চাষ করা গাছপালা ও পালিত পশু , কৃত্রিম সার তথা কীটনাশক ব্যবহার ই হল মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্তনের এক স্পষ্ট উদাহরণ। শহরের পরিবেশ যা গড়ে ওঠে কংক্রিট, ইট, সিমেন্ট, বালি পাথর, কাচ ইত্যাদির ব্যবহার করে যা প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু তা একটি মানুষের শিল্পকর্ম।

সামাজিক পরিবেশের উদ্ভব জৈবভিত্তিক তথা মনুষ্য হস্তক্ষেপের দ্বারা হয়। এটা দুটি পথের প্রক্রিয়া যে প্রকারে প্রকৃতি সমাজকে আকার দেয় ঠিক ওই প্রকারে সমাজও প্রকৃতিকে আকার দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সিন্ধু-গঙ্গার উপকূলীয় অংশ হল ভালো কৃষির জন্য উপযুক্ত। এখানে উচ্চফলনশীলতার কারণে ঘন জনসংখ্যার লোক বসবাস করে এবং অতিরিক্ত উৎপাদন অন্যদের সাহায্য করে, অন্যদিকে অকৃষি কার্যকলাপ সৃষ্টি করছে জটিল ক্রমোচ্চশীল সমাজ এবং রাষ্ট্র। এর বিপরীতে রাজস্থানের মরুভূমি শুধুমাত্র পশুপালকদের সাহায্য করে যারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় পশুগুলোর খাদ্যের খোঁজে। এই ঘটনাগুলো মানবজীবন এবং সংস্কৃতিকে নতুন আকার দিচ্ছে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী সামাজিক সংগঠনগুলো পৃথিবীব্যাপী প্রকৃতিকে আকার দিচ্ছে।

ব্যক্তিগত পরিবহন পুঁজিবাদী পণ্যের এমন একটি উদাহরণ যা জীবন ও প্রাকৃতিক-ভূচিত্রকে পরিবর্তন করেছে। বায়ুদূষণ এবং শহরগুলোতে জন-জমাট,

একটি জল আটকাবার বাঁধ

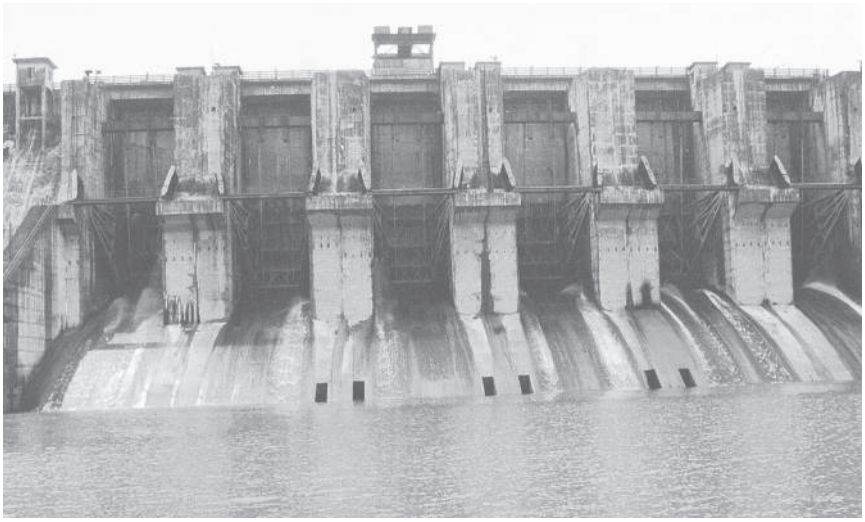

একটি ছোটো বাঁধ

আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং খনিজ তৈল নিয়ে যুদ্ধ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন হল কিছু উদাহরণ গাড়ির পরিবেশগত প্রভাবের। মানব হস্তক্ষেপের দ্বারা পরিবেশকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের দ্বারা আগত বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব সারা বিশ্ব অনুভব করেছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের বড়ো এলাকাকে পরিবর্তিত করা হয়েছিল যাতে Lancashire এর সুতোর মিলের দাবি পূরণ করার জন্য। পশ্চিম আফ্রিকার যুবকদের জবরদস্তি আমেরিকাতে পাঠানো হত দাস রূপে এই বাগানগুলোতে কাজ করানোর জন্য। এই ভাবে আফ্রিকার জনসংখ্যা কমতে থাকে ও তাদের কৃষি অর্থব্যবস্থার পতন শুরু হয় এবং অনুর্বর জমিতে পরিণত হয়। ব্রিটেনের কয়লার কারখানার ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করে। কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসা মজদুর ও কৃষককে অত্যন্ত দীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে হয়। সুতিকাপড়ের মিলের বাস্তুতন্ত্রের প্রভাব সম্পূর্ণ নগর তথা গ্রামীণ পরিবেশে দেখা যেতে পারে।

পরিবেশ ও সমাজের আন্তঃক্রিয়ার আকার দেয় **সামাজিক সংগঠন**। সম্পত্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে কে ও কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবহার করবে। উদাহরণস্বরূপ - যদি বনভূমি সরকারের অধিকারে থাকে, তাহলে সেটা সরকারেরই অধিকার হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, যে সেই বনকে কি কাঠ কোম্পানির কাছে ইজারা (lease) দেবে নাকি গ্রামবাসীকে বন-সামগ্রী ব্যবহারের অনুমতি দেবে। জমির এবং জলের উৎসের ব্যক্তিগত মালিকানা নির্ধারণ করবে যে অন্যান্যদের সেই সম্পদ ব্যবহারের অধিকার আছে কি না এবং কী শর্তের ভিত্তিতে সেই ব্যবহারটি হবে। মালিকানা এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া শ্রমবিভাজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভূমিহীন শ্রমিক এবং মহিলাদের ভিন্ন সম্পর্ক থাকে প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে, আবার পুরুষদের ক্ষেত্রেও তা ভিন্ন। গ্রামীণ ভারতে, মহিলারা বেশি অনুভব করে সম্পদের অপ্রতুলতা কেন না জ্বালানি সংগ্রহ করা, জল বহন করে নিয়ে আসা সাধারণত মহিলাদের কাজ হিসাবে ধরা হয়, কিন্তু তারা সেই সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সামাজিক সংস্থা প্রভাবিত করে কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পরিবেশ ও সমাজের বিভিন্ন সম্পর্ক প্রতিফলিত করে সমাজের বিভিন্ন **সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মাবলী,** এবং তারই সঙ্গে সেই সমাজের জ্ঞানতন্ত্র (knowledge system) কে। পুঁজিবাদী সমাজের মূল্যবোধ প্রকৃতিকে উপযোগী বস্তু হিসাবে বিচার করা শিখিয়েছে, যা প্রকৃতিকে বস্তুরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছে এবং যা লাভের জন্য ক্রয় ও বিক্রয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নদীর বহু-সাংস্কৃতিক অর্থ যেমন বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক, ব্যবহারযোগ্য, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক, গুরত্বকে এখন সমাপ্ত করেছে একটি মাত্র হিসেব যেমন উদ্যোগীদের কাছে নদীর জল বিক্রয় এবং তার লাভ ও লোকসান।

সমতা ও ন্যায়, সমাজবাদী মূল্যগুলো অনেক দেশে, বড়ো বড়ো জমিদারদের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে দিয়েছিল। ধার্মিক মূল্য কিছু সামাজিক গোষ্ঠীকে অনেক ধরনের পবিত্র প্রজাতির গাছপালাকে রক্ষা এবং সংরক্ষণ করায় এবং অন্যদিকে কিছু ব্যক্তিরা এটা বিশ্বাস করেন যে নিজেদের প্রয়োজনের জন্য পরিবেশকে পরিবর্তন করা তাদের দৈবিক অধিকারের অন্তর্গত।

পরিবেশ সম্পর্কিত অনেক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে এবং সমাজের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। এই ভিন্নতার অর্ন্তগত 'প্রকৃতি-পোষণ' (Nature-Nurture) বিতর্ক এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কি জন্মগত না কি পারিপার্শিকতার প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ, গরিব লোকেরা গরিব কারণ তারা জন্মগত কম মেধাসম্পন্ন, কঠোর পরিশ্রমী না কি তাদের

জন্ম হয়েছে প্রতিকুল পরিস্থিতিতে এবং তাদের সুযোগ ও কম? পরিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কিত মতবাদ এবং তথ্য ওই সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে প্রভাবিত যেখান থেকে তাদের উদ্ভব। তাই, এই ধারণাগুলো যেমন মহিলারা অন্তর্নিহিতভাবে পুরুষদের থেকে কম যোগ্য এবং কৃষ্ণাঙ্গারা প্রাকৃতিক ভাবে কম যোগ্য শ্বেতাঙ্গাদের তুলনায় — এই ধরনের বৈষম্যগুলোকে আঠারোশো শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সময় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় যেহেতু আঠারোশো শতাব্দীতে সাম্যতার বিচার ধারার প্রচার প্রসারিত হয়। উপনিবেশবাদ পরিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কীয় জ্ঞানের প্রসার করে, প্রায়ই ক্রমাগত পদ্ধতিতে সেটাকে সংগ্রহ করে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে উপলব্ধি করার জন্য। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা সহজতর করার জন্য অনেক নতুন বিষয় সৃষ্টি করা হয়েছিল যেমন ভূতত্ত্ব, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, বনবিদ্যা ও জলবাহী প্রকৌশল (hydraulic engineering) এবং এই বিষয়গুলোর সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ হল এক কঠিন কার্য। আমাদের কাছে জৈব ভৌতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য কম, তাই তাকে পূর্ব নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা একটু কষ্টকর। এছাড়া পরিবেশের সঙ্গে মনুষ্যের সম্পর্ক অনেক জটিল হয়ে ওঠেছে। শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রসারিত ও তীব্র হয়েছে যা অভূতপূর্ব উপায়ে বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। জটিল শিল্পের প্রযুক্তিগুলো এবং সংগঠনের ব্যবস্থাগুলোর জন্য প্রয়োজন অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা যা বেশিরভাগ সময় ভুলের কাছে ভঙ্গুর ও দুর্বল হয়ে যায়। আজ আমরা বাস করছি **সংকটজনক সমাজে** (Risk Societies) যেখানে এমন প্রযুক্তি এবং বস্তুগুলোর ব্যবহার করা হয় যাদের সম্পর্কে আমাদের স্বল্পজ্ঞান। পারমাণবিক বিপর্যয়ের ঘটনাবলি যেমন চেরনোবিল (Chernobyl), শিল্পকারখানার দুর্ঘটনা যেমন ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা এবং ইউরোপের (Mad Cow Diseases) ম্যাড কার্ড রোগ দেখিয়েছে বিপ্লব শিল্প পরিবেশে দূর্ঘটনাবলি সহজাত।

ভূপাল শিল্পায়নের দুর্ঘটনা : কে দায়ী?

3 (৩) ডিসেম্বর 1984 রাতে ভূপালে প্রাণ ঘাতক গ্যাসে চার হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং 200,000 ব্যক্তিরা চিরতর ভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। পরবর্তী সময় এই গ্যাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে মিথাইল আইসো সায়ানাইড (MIC) যা ভুল বশত ইউনিয়ন কার্বাইড কীটনাশক ফ্যাক্টরি থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞান এবং পরিবেশ দপ্তর বিশ্লেষণ করে এই দুর্ঘটনার কারণগুলো ঃ (State of Indians Environment: The Second Citizens Report, The Centre for Science and Environment analysed the reasons behind the Disaster :)

ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানিকে ভূপালে 1987 সনে স্বাগত জানানো হয়, কেন না তাতে ভূপালবাসীদের চাকরি এবং অর্থের ব্যবস্থা হবে ও বিদেশী মুদ্রার সংগ্রহ বাড়বে, তার সাথে কীটনাশকের চাহিদা যা সবুজ বিপ্লবের পরে এসেছিল, তা পূরন করা যাবে। এম আই সি (MIC) প্ল্যান্ট প্রথম থেকেই সমস্যাপূর্ণ ছিল ও অনেকবার গ্যাস লিকেজের সমস্যা ছিল, যার দরুন এক প্ল্যান্ট অপারেটরের মৃত্যুও হয়। তথাপি ভূপাল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সতর্কবার্তা, সরকার এড়িয়ে গেছে। ভূপাল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মুখ্য আধিকারিক একটি নোটিশ জারি

করেছিল 1975 সালে ইউনিয়ন কার্বাইডকে ভূপাল থেকে চলে যাওয়ার জন্য। এই অফিসারকে বদলি করা হয় এবং কোম্পানিটি 25000 টাকা দান করে কর্পোরেশনকে একটি পার্ক করার জন্য।

সতর্কবার্তাগুলো আসতে থাকে। 1982 সনের মে মাসে, আমেরিকার ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি থেকে তিন বিশেষজ্ঞ দল এসে কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থার সমীক্ষা করে এবং তার সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি দেখায়। রাপাত (Rapat) নামক স্থানীয় সাপ্তাহিকী পত্রিকার এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়, যাকে 1982 সাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎবাণী (Prophetic Articles) লেখমালা হিসাবে ধরা হয়েছিল। ঠিক ওই সময়, কারখানার শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে পরিস্থিতির বর্ণনা করে। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী, বিধায়কদের অনেক বার আশ্বাস দেয় যে কারখানা পুরোপুরি সুরক্ষিত আছে। এই দুর্ঘটনার কিছু সপ্তাহ পূর্বে, ফ্যাক্টরিকে স্টেট পোলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে বিপদমুক্ত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের উদাসীনতার ভাবকে পছন্দ করেনি। রাজ্য সরকার প্ল্যান্টের সেফ্‌টি রেকর্ড এর অবহেলা করেনি তার সঙ্গে পরিবেশের গাইড লাইনকেও অবহেলা করেছে।

এই নিয়মগুলোর কথা ও সতর্কবার্তাগুলোকে কেন অবহেলা করেছিল তা এখন স্পষ্ট। এই কোম্পানি শক্তিশালী নেতাদের এবং আধিকারিকদের আত্মীয়স্বজনদের চাকুরিতে নিযুক্ত করেছিল। এই কোম্পানির আইন পরামর্শদাতা একজন গুরত্বপূর্ণ নেতা ছিল এবং তার জনসংযোগ আধিকারীক (PRO) ছিল এক ভূতপূর্ব নেতার ভাতিজা। এই কোম্পানির অতিথিশালা সবসময় নেতাদের জন্য খোলা থাকত। এটা বলা হয় যে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী আমেরিকায় থাকাকালীন এই কোম্পানির থেকে বিলাসবহুল আথিতেয়তা ও পরিসেবা লাভ করে। এই কোম্পানিটি দেড়লক্ষ টাকা দান করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর শহরের থাকা একটি সামাজিক সংস্থাকে।

এই বিনাশে ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভূপাল প্ল্যান্টের রূপরেখা সঠিক ছিল না এবং সুরক্ষা স্তরেও অনেক ত্রুটি ছিল। কোম্পানিটিতে কোনো কমপিউটারাইজ অগ্রিম সতর্ক ঘণ্টা ছিল না যা আমেরিকাস্থিত প্রতিটি প্ল্যান্টে অনিবার্য থাকে। কোম্পানী সেখানকার নিবাসীদের সঙ্গে আপৎকালীন স্থিতিতে ফ্যাক্টরি থেকে কীভাবে বের হতে হবে তা নিয়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। প্ল্যান্ট পর্যবেক্ষণের এবং পরিচালনা করার জন্য কোনো দক্ষ লোক ছিল না। শ্রমিকদের মনোবল কম হতে থাকে কেন না প্ল্যান্টের বিক্রয় অনেক কমে গিয়েছিল, প্ল্যান্ট নিজের ক্ষমতায় তৃতীয়স্তরে কার্য করছিল। শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও অপারেটররা চাকুরিও ছেড়ে দেয়। ফলে বর্তমান কর্মরত শ্রমিকদের সবকাজ দেখভাল করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়।

আলোচনা : কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোর ভূপাল শিল্প দুর্ঘটনায় মুখ্য ভূমিকায় ছিল? এই ধরনের দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে আর না হওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

মুখ্য পরিবেশগত সমস্যাগুলো ও সম্ভাব্য বিপদসমূহ

যদিও পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো প্রত্যেক দেশ এবং পারিপার্শ্বিকতায় আলাদা, নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে গুরত্বপূর্ণ হিসেবে।

(ক) সম্পদ গ্রাসতা / হ্রাসতা (Resource Deplation)

অপুণর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবহার হল এক গুরত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা। একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি এবং বিশেষ করে পেট্রোলিয়াম-এর সমস্যা পত্রিকাতে সংবাদ শিরোনামে থাকে, কিন্তু ধ্যানপূর্বক দেখা গেল, জল ও ভূমি নাশ এর সমস্যাও তীব্র গতিতে বেড়ে চলছে।

ভূপৃষ্ঠের জলের স্তর ভারতবর্ষে লাগাতর কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে এই সমস্যা খুব তীব্র। যেখানে জল হাজার লক্ষ বছর ধরে লাগাতর জমা হয়েছে, সেখানে কিছু দশকের মধ্যেই নিবিড় কৃষি, শিল্প এবং শহরিকেন্দ্রগুলোর চাহিদা বাড়ার কারণে জলস্তর কমে যায়। নদীগুলোর গতিপথের প্রবাহকে পরিবর্তন এবং বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে যার কারণে জলবেসিন - এর বাস্তুতন্ত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। নগরীয় এলাকায় অনেক জলাশয়কে ভরে নেওয়া হয়েছে ও নির্মাণ কাজ করা হয়েছে যার কারণে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠে জলের মতো, উপরিভাগের মৃত্তিকা সৃষ্টিও হয়েছে হাজারো বছর ধরে। এই কৃষি সম্পদও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবেশের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় যেমন, ভূমিক্ষয়, জল জমে যাওয়া, জলে লবণের পরিমাণ

অরণ্য বিন্যাস (Deforestration)

বৃদ্ধি ইত্যাদি বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ইট উৎপাদন, মৃত্তিকার উপরিস্তর কর্ষণীয় জমি ক্ষয়ের আর একটি কারণ।

জৈববৈচিত্র্যের বাসস্থান যেমন জঙ্গল, তৃণভূমি, জলভূমি ইত্যাদি অন্যান্য মুখ্য সম্পদ যা তীব্রগতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য। যদিও পৃথিবীর অনেকাংশে, ভারতের কিছু অংশ সহ অরণ্যায়ন বা গাছপালা বৃদ্ধি হচ্ছে সাম্প্রতিক দশকে, কিন্তু সার্বিক প্রবণতায় দেখা যায় জৈববৈচিত্র্য ক্ষতির সম্মুখীন। এই আবাসনগুলো কমে যাওয়ার কারণে অনেক প্রজাতী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয় পড়েছ যে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে যদিও আমাদের দেশে কঠোর আইনি ব্যবস্থা ও প্রচুর অভয়ারণ্য রয়েছে।

শিল্প-কারখানা ঘটিত দূষণ

(খ) দূষণ

গ্রামীণ এবং নগরীয়/শহরে এলাকায় বায়ুদূষণ এক গুরত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা যা শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত ও অন্যান্য সমস্যার কারণ যার ফলে গভীর অসুস্থতা এবং মৃত্যু ঘটছে। বায়ুদূষনের মুখ্য উৎসগুলো — কলকারখানা ও পরিবহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, পাশাপাশিভাবে, গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য কাঠ এবং কয়লা জ্বালানো। আমরা সকলেই শুনেছি বায়ুদূষণ সম্পর্কে যা হয়, পরিবহণ ও কলকারখানা থেকে, এবং দেখেছি চিমনির ধোঁয়া ও মোটরগাড়ির ধোঁয়ার ছবি। কিন্তু আমরা প্রায়ই অনুভব করি না যে রান্না করার আগুন অন্দর দূষণ এর গুরুতর ঝুঁকির উৎস হতে পারে। এই কথাটি বিশেষ করে সত্যি গ্রামীণ অঞ্চলের বাড়িঘরে যেখানে জ্বালানি কাঠ (শুকনো গাছের পাতা, ডাল ইত্যাদি), নিম্নমানের চুলা, নিম্নমানের বায়ু নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যা গ্রামীণ মহিলাদের বিপদের সম্মুখীন করে রাখে। WHO র-তথ্য অনুসারে 2012 সালে আনুমানিক 7 মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু — প্রতি 8 জনের মধ্যে 1 জনের মৃত্যুর কারণ হল বায়ুদূষণ। সেই তথ্য পূর্বের হিসেবের চেয়ে এখন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বলা হচ্ছে বায়ুদূষণ এখন হল পৃথিবীর বৃহত্তর পরিবেশগত স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। বায়ুদূষন কমলে লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়ে উঠবে। এটা এখন বৈজ্ঞানিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিপদসমূহ নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা করা এবং

বেগুন ক্ষেতে কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে

যা গ্রামীণ ও নগরীয় এলাকার জনসংখ্যার অন্তর্গত। 2012 সালে, মোট 3.3 মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছে গৃহস্থালির বায়ুদূষণের ফলে এবং 2.6 মিলিয়ন মৃত্যু ঘটে বহিরঙ্গন (out door) বায়ুদূষণের ফলে।

জলদূষণ ও একটি গুরুতর বিষয় যা শুধু ভূপৃষ্ঠের জল নয় ভূগর্ভস্থ জলকেও প্রভাবিত করছে। জল দূষণের মুখ্য উৎস শুধু ঘরোয়া নালা, ফ্যাক্টরির তরল বর্জ্য নয়, কিন্তু এছাড়া কৃষিজমি থেকে নির্গত জল যেখানে কৃত্রিম সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়।

নদী ও জলাশয়ের দূষণ ও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শহরগুলোও ভুগছে শব্দ দূষণ থেকে যা অনেক শহরে ন্যায়ালয়ের মামলায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এর উৎসগুলো হল বিবর্ধিত লাউড স্পিকার, যা ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রাজনৈতিক প্রচারে, গাড়ির হর্ন ও যানবাহন এবং নির্মাণকার্যে।

(গ) বিশ্ব উষ্ণায়ন

কিছু নির্দিষ্ট গ্যাসের নির্গমন (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ও অন্যান্য গ্যাস) সূর্যের তাপকে আটকে রাখে এবং তাকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে যেতে না দিয়ে "গ্রিন হাউস" প্রভাবের নির্মাণ করে। তাই বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রায় একটি ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে; যার কারণে মেরু অঞ্চলের বরফক্ষেত্র গলে যায় এবং এর ফলে সমুদ্রের উপরিতলে ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণে সমুদ্রস্থিত প্রদেশের উপকূল ভাগ সমুদ্র-জল দ্বারা নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছে তথা বাস্তুসংরক্ষণ (Ecological) নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য তাপমাত্রা উঠানামা এবং তাপমাত্রার অনিশ্চয়তা বিরাজমান সারা বিশ্বে। সারা বিশ্বে চিন এবং ভারতবর্ষ কার্বন ও গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের উল্লেখযোগ্য অবদানকারী।

(ঘ) জিনগত পরিবর্তিত জীবকূল (Genetecally Modified Organism)

নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির gene-splicing যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতির জিনের সঙ্গে মিশ্রণ করেন, যাতে এক নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের উৎপত্তি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, Bacillus Thuringiensis জিন তুলা প্রজাতির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে এটা মুখ্য কীট bollworm প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। জিনগত পরিবর্তন কম সময়ে উৎপাদন, ফসলের আকার ও সময়সীমাকে বৃদ্ধি করার জন্যও করা হয়। যা হোক, যারা এই ধরনের খাবার খাচ্ছে বা বাস্তুতন্ত্রের পদ্ধতিতে এই জিনগত পরিবর্তনের দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে খুব কম ধারণা আছে। কৃষিভিত্তিক কোম্পানিগুলোতে জিনগত পরিবর্তনের প্রয়োগ দ্বারা অনুর্বর বীজ (sterile seeds) সৃষ্টি করা হয়, যা কৃষকদের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করে এবং নিশ্চয়তা দেয় যে বীজ তার লাভদায়ক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে যাতে কৃষকরা এই বীজের উপর নির্ভরশীল হতে পারে।

(ঙ) প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ বির্পযয়

এই কারণটি নিজেই নিজেকে বর্ণনা করে। 1984 সালে ভূপাল দুর্ঘটনা যেখানে প্রায় চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয় ইউনিয়ন কার্বাইড ফ্যাক্টরি থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিকেজ এর কারণে এবং 2004 সালের সুনামিতে হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়। এই দুটো সম্প্রতিকালের মনুষ্য সৃষ্ট এবং পরিবেশ বির্পযয়ের উদাহরণ।

পরিবেশগত সমস্যাগুলি কেন সামাজিক সমস্যাও

সামাজিক অসমতার কারণে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক মর্যাদা এবং শক্তির উপরে নির্ভর করে ব্যক্তি নিজে কতটা পরিবেশের ক্ষতি করবে বা তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করবে। গুজরাটের কচ্ছ উপকূলে যেখানে জলের সমস্যা রয়েছে, ধনী কৃষকরা গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করে তাতে ভূগর্ভস্থ-জলকে ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করে এবং নগদি ফসলের ফলন ফলায়। যখন বৃষ্টিপাত হয়না গরিব গ্রামবাসীদের মাটির কূপ শুকিয়ে যায় এবং তাদের পানীয় জলও থাকে না। ওইসব সময়ে ধনী কৃষকদের ভেজা সবুজ মাঠগুলো দেখে মনে হয় যেন ওরা ঠাট্টা করছে। কখনো কখনো কিছু পরিবেশগত সমস্যা বা সার্বজনীন সমস্যা দেখা যায়, যা বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠীর নয়। উদাহরণস্বরূপ বায়ুদূষণকে কমানো অথবা জৈববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা দেখা যায় জনগণের সুবিধার্থে। একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখায় কিভাবে সার্বজনীন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় ও কিভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সর্বজনীন রূপে তা লাভ দায়ক নাও হতে পারে। কখনো কখনো জনকল্যাণে কার্যগুলি বাস্তবে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী বর্গের লাভ করে অথবা গরিব তথা রাজনৈতিক রূপে দুর্বলবর্গের ক্ষতি করে ফেলে। বড়ো বড়ো বাঁধগুলো তথা তার আশে পাশে সংরক্ষিত এলাকা সম্পর্কিত বাদবিবাদ থেকে জানা যায় যে জনকল্যাণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত তর্কগুলি এখন এক জ্বলন্ত বিষয় হয়ে উঠেছে।

সামাজিক বাস্তুসংস্থানের বিচার ধারা ইঙ্গিত করে যে সামাজিক সম্পর্ক, বিশেষ করে সম্পত্তি ও উৎপাদনের সংগঠন আকার দেয় পরিবেশগত চিন্তাধারা এবং প্রয়াসকে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকারে পরিবেশ সংক্রান্ত ঘটনাগুলোকে দেখে ও বিভিন্ন ভাবে বোঝে। বনবিভাগ, যা বেশিরভাগ রাজস্বপ্রাপ্তি করার জন্য কাজ করে, অধিক মাত্রায় বাঁশ কাগজশিল্পে সরবরাহ করতে পারে, তারা বনভূমিকে অন্য দৃষ্টিকোণে দেখবে। কুটির শিল্পি যে বাঁশ

উৎপন্ন করে বাঁশ শিল্পের জন্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। দুজনের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন যদিও দুজনেই বাঁশকে প্রয়োগ করছে। এদের ভিন্ন আগ্রহ এবং চিন্তাধারা পরিবেশগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এই অর্থে পরিবেশগত সমস্যাগুলোর মূল শিখর সামাজিক অসমতায় রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যা সমাধান করার জন্য এক উপায় হল পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্কের পরিবর্তন করা এবং সেই জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও সম্পর্কের পরিবর্তন করা যেমন পুরুষ এবং মহিলা গ্রামীণ ও নগরীয় ব্যক্তিদের জমিদার এবং শ্রমিকদের মধ্যেও সম্পর্কের পরিবর্তন করা পরিবর্তিত সামাজিক সম্পর্কগুলো বিভিন্ন জ্ঞান ব্যবস্থার ও জ্ঞানতন্ত্রের জন্ম দেয় যা পরিবেশকে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

সামাজিক বাস্তুতন্ত্র শব্দে 'সামাজিক' কথাটি হল বেশির ভাগ সময়ে এড়িয়ে যাওয়া ঘটনা যে প্রায় সকল বর্তমান বাস্তুকিকরণ সমস্যাগুলোর মূল উৎস হয় গভীর সামাজিক সমস্যা থেকে। অন্যদিকে বর্তমান বাস্তুকিকরণ সমস্যাগুলো স্পষ্ট করে বোঝা যাবে না সামাজিক সমস্যাগুলোকে ছাড়া। এই নির্দিষ্ট বিষয়টি আরও ভালো করে বোঝার জন্য আর্থিক - নৃজাতীয়, সাংস্কৃতিক ও লিঙ্গভেদের দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য কারণগুলো আজকের সময়ে পরিবেশগত স্থানান্তরের জন্য দায়ী শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণের দুর্যোগগুলো ছাড়া।

Murray Bookchin, Political Philosopher and Founder of the Institute for Social Ecology.

নিম্নে পরিবেশ সমাজ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত দুটি উদাহরণ দেওয়া হল -

স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)

বাস্তুতন্ত্র ও অর্থনীতির সম্পর্কটি হয়ে উঠেছে জটিল। কিন্তু একটি জিনিস নিশ্চিত যে, যতক্ষণ দুটোর মধ্যে ভারসাম্য গড়ে উঠবে না, মনুষ্যের ভবিষ্যৎ বিবর্ণ হয়ে থাকবে। বিগত 300 বছর ধরে, যেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, তার সঙ্গে জনগণের একটি অংশের লাভের জন্য প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ করা হচ্ছে, তার ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অপুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের (শক্তি) উপরে জোর এবং আপাতদৃষ্টিতে নতুন প্রজাতির প্রবর্তন শিল্পজাত বিশ্বের চাহিদা মেটাবার জন্য বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাপক ধ্বংস করছে। বিশ্বব্যাপী এটা একটি চিন্তার বিষয় যে, যদি বর্তমান গতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস এবং জৈব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি চলতে থাকে আরও কিছু সময়ের জন্য, তাহলে আগামী প্রজন্মকে তার মূল্য দিতে হবে।

"স্থিতিশীল উন্নয়ন হল সেই উন্নয়ন যা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তা মেটায় কিন্তু আগামী প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা মেটাবার ক্ষমতাকে আপোস করে না। স্থিতিশীল উন্নয়নের মধ্যে দুটি গুরত্বপূর্ণ ধারণা রয়েছে, প্রয়োজনের ধারণা, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী দরিদ্রদের অপরিহার্য প্রয়োজন , যাকে অগ্রাহ্য গুরত্ব দেওয়া উচিত; এবং সীমাবদ্ধতার ধারণা ধার্য করা হয়েছে রাজ্যের প্রযুক্তি ও সামাজিক সংস্থা দ্বারা, যাতে পরিবেশের ক্ষমতা বজায় থাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটাবার জন্য।"

(Brundtland Report, October 1987).

আজ পুঁজিবাদ উন্নয়নের ভিত্তি হয়েছে ভোগ বা ব্যবহার। পুরোনো জিনিসপত্রকে নষ্ট বা ধ্বংস করতে হবে যাতে মানুষ নতুন শিল্পপণ্য ব্যবহার বা ভোগ করা চালিয়ে যায়। বিশ্বে অসমতা বেড়েই চলছে। কোনো

পরিমাণের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট নয় কেন না আকাঙ্ক্ষায় হলো নব প্রবণতা। এর অর্থ হল যে কোনো ব্যক্তি, যে দরিদ্র, সে প্রান্তিক শুধুমাত্র এই কারণে যে তার মান বা চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এই ধরনের অসফলতার জন্য আমাদের আজকের সাহসী, নব পৃথিবীতে কোনো স্থান নেই। ডারউইনের কথায় এটার হল যোগ্যতমের জয়। (why should not I be intolerant ? Sunita Narain in Down to Earth, 25 January 2016).

আমরা বসবাস করছি এক অসমতা পূর্ণ পৃথিবীতে যেখানে আমরা সম্পদ এবং সুযোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করি। সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রচলিত ব্যবস্থা শুধুমাত্র সহজ করে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিদের সম্পদ এবং সুযোগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আমাদের এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হবে শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয় আগামী প্রজন্মের জন্যেও। আমরা যেমন বর্তমান প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টিতে থাকতে পারি না, তেমনি ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অন্যমনস্ক থাকতে পারি না। আমাদের প্রয়োজন এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে মানুষের মধ্যে সমতা রয়েছে, যেখানে সম্পদের বণ্টন হবে ন্যায় সংগত, যেখানে লক্ষ্য হবে উন্নয়ন কিন্তু উন্নয়ন যা অন্তর্ভুক্ত সর্বব্যাপী। এটাই গড়ে তুলবে স্থিতিশীলতা।

17, " Global Goals" (17, বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য) স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য, সঙ্গে 169 লক্ষ্য গড়ে ওঠে সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেখানে বুযহমুখ (spear head) করে United Nations - এর 193 সদস্য রাষ্ট্র এবং তারই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সুশীল সমাজ। এই লক্ষ্যগুলি পূর্বতন United Nations এর Secretary General, Ban Ki Moon এর অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত। তিনি বলেছিলেন " There can be no plan B, because there is no planet B."

জল উদ্যান

জল সংকটাপন্ন বিদর্ভতে এখন রয়েছে অনেক জলজ উদ্যান ও মনোরঞ্জনের ক্রিয়াস্থল। বুলধানা, শিয়াগাও এব অন্তর্গত এক ধার্মিক সংস্থা একটি বৃহৎ "মেডিটেশন সেন্টার ও বিনোদন উদ্যান" ("Meditation Centre and Entertainment Park") চালায়। অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ত্রিশ একরের কৃত্রিম লেককে পরিচালনা করে রাখার জন্য। এই পদক্ষেপ অনেক পরিমাণের জল নষ্ট করা হয়েছে পূর্বে যা অজানা ছিল। এখানে প্রবেশ টিকিটকে 'ডোনেশন' বলা হয়। জভতমলে (Yavatmal)একটি ব্যক্তিগত মালিকানা কোম্পানি অতিথিদের আকর্ষণের জন্য একটি লেক তৈরি করেছে। অমরাবতীর মধ্যে এই ধরনের আরও দুটি জায়গা রয়েছে (যা এখন শুকনো) বরং এ ধরনের আরও স্থান রয়েছে নাগপুরের আশেপাশে।

এই অঞ্চলে, যেখানে গ্রামগলো পনেরো দিনে একবার জল পায় এবং যেখানে কৃষি সংকট রয়েছে ও বেশি সংখ্যক কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। " কোনো বড়ো পানীয় জলের কৃষিপ্রকল্প বিদর্ভতে হয়নি দশক ধরে" বলেছেন নাগপুরস্থিত সাংবাদিক জয়দীপ হারিদকর। সে এই অঞ্চলটিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছে। শ্রী সিংহ এর মতে Fun and food village জল সংরক্ষণ করে। "আমরা অত্যাধুনিক ফিলটারের ব্যবহারে একই জলকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তুলি"। কিন্তু বাষ্পায়ন এর মাত্রা খুব বেশি থাকে গ্রীষ্মে এবং জল শুধু খেলাধূলার জন্য ব্যবহার হয় না, কিন্তু উদ্যানের বাগান এবং উদ্যানের অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হয়। "এটা জল এবং টাকার অপচয়" বললেন বুলদানার বিনায়ক গাইকোয়াড। সে একজন কৃষক এবং এই জেলার কৃষাণ সভার নেতা। এই প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের সম্পদকে ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিগত লাভের জন্য, রেগে বললেন

মিস্টার গাইকোয়াড। তাদের উচিত ব্যক্তিগত লাভ ছেড়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা। বাজারগাঁও এর সরপঞ্চ যমুনা বাঈয়ের একই মতামত। তার মতে এই ধরনের শিল্পায়ন নিয়েছে বেশি, দিয়েছে কম। "এই সব শিল্পায়নের মাঝে আমাদের জন্য কি রয়েছে, যমুনা জানতে চায়। একটি ভালো সরকারি জল প্রকল্প তার গ্রামের জন্য পেতে গেলে পঞ্চায়েতকে মূল মূল্যের উপর দশ শতাংশ দিতে হবে, সেইটা প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা। " আমরা কীভাবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আনবো, আমাদের পরিস্থিতি কি?" তাই এটা ঠিকেদারের (Contractor) হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে প্রকল্পগুলি গড়ে ওঠে। কিন্তু তার মানে হল শেষ পর্যন্ত বেশিখরচ এবং গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা। আমরা যখন বেরিয়ে আসছি, দেখা যায় যে উদ্যানের ভেতরে বরফ-আচ্ছাদিত ঘরে গান্ধিজির জবি তখনও হাসছে। দুর্ভাগ্য সেই লোকটির যিনি বলে গিয়েছিলেনঃ " সাধারণভাবে বাঁচো যাতে অন্যরাও সাধারণ ভাবে বাঁচতে পারে"। (P. Sainath in the Hindu, June 22, 2005)

> ভগবান ভারতবর্ষকে পশ্চিমি দেশগুলোর অনুরূপ শিল্পায়ন থেকে বাঁচাক। আজ পুরো বিশ্বে ব্রিটেনের মতো ছোট্ট দ্বীপ দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে বা শেকলে নিয়ে নিয়েছে। যদি ত্রিশকোটি জনসংখ্যার দেশ ওই প্রকারের আর্থিক শোষণকে আপন করে নেয়, তাহলে পুরো পৃথিবীকে পঙ্গাপালের মতো করে নেবে। - মহাত্মা গান্ধি

জল উদ্যানের মতো (পূর্বে বর্ণিত) এই ধরনের উন্নয়নের ফলে শুষ্ক কৃষিভূমি এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে ওঠেছে। বিগত ছয় বছরের সমীক্ষায় দেখা গেছে হাজারো কৃষক অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে আত্মহত্যা করেছে কীটনাশক পান করে। এই চূড়ান্ত পদক্ষেপের জন্য দায়ী হল কৃষিতে তাদের অনিশ্চয়তা। এই তদন্তের সাংবাদিক পি. সাইনাথ দেখেছেন যে কৃষকদের সম্প্রতি দুশ্চিন্তার কারণ হল পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক কারণের মিশ্রণ। কৃষিকরণের শর্তাবলি হয়ে ওঠেছে অধিক উদ্বায়ী কেন না কৃষকরা বিশ্ববাজারে ওঠা নামাতে সম্মুখীন হতে হয় এবং সরকারী সাহায্য ছোটো কৃষকদের জন্য কমে গেছে উদারীকরণের নিয়মাবলির কারণে। তুলা উৎপাদনকারী কৃষকরা অতিসংকটপূর্ণ অবস্থায় কাজ করে উচ্চফলনশীল বীজ নিয়ে। তুলার প্রয়োজন জলসেচ ব্যবস্থা। তুলোগাছ খুব দ্রুত পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই কৃষকদের অনেকটা ব্যয় করতে হয় জলসেচ ও কীটনাশকের জন্য।

সম্প্রতিকালে এই দুটি কাজ হয়ে উঠেছে ব্যয়বহুল। জল সংরক্ষিত এলাকা থেকে প্রচুর জল সংগ্রহ করার জন্য গভীর খনন করতে হয়। পোকাগুলি অনেক সময় কীটনাশক দ্বারা কাজ করে না, তাই প্রায়শই নতুন ধরনের কীটনাশক ক্রয় করতে হয়। এই কারণে কৃষকরা ঋণ করে ব্যবসায়ীক টাকা ধারকদের কাছ থেকে। যদি ফলন না হয় তাহলে সে সেই ঋণ শোধ করতে পারে না এবং তার অন্যান্য পরিবারিক কর্তব্য যেমন সন্তানের বিবাহের কাজ করতে ও অসফল হয়। এইভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট ঘিরে অনেক কৃষক আত্মহত্যাকেই একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নেয়।

আলোচনা জল সংকট কি প্রাকৃতিক না মনুষ্য-সৃষ্ট? কোনো ধরনের সামাজিক কারণগুলো আকার দেয় যে কীভাবে বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের জল বরাদ্দ করা হয়? কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন রকমের জলের ব্যবহার।

কাজ - ২

খুঁজে বের কর কত পরিমাণ জল তোমার বাড়ী ঘরের কাজে প্রতিদিন ব্যবহার হয়। চেষ্টা করে খুঁজে বের কর ভিন্ন আয় - গোষ্ঠীর বাড়িতে কত পরিমানে ব্যবহার করা হয়। কত সময় এবং টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন বাড়িগুলো তার জল সংগ্রহ করার জন্য? বাড়ির অন্তর্গত জল সংগ্রহ করা কার কাজ? কত পরিমান জল সরকার বিতরণ করে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে।

নাগরিক পরিবেশ : দুটো শহরের গল্প

এখানে একটি বৈচিত্র্য দ্বন্দ্ব নাগরিক পরিবেশের। 1995, 30 শে জানুয়ারীর সকাল বেলা দিল্লির অন্যান্য শীতলতম দিনের মতই ছিল। কল্পনা করো উত্তর দিল্লির অশোক বিহারের মতো বধির্ষ্ণু কলোনি, বড়ো বড়ো বাড়িঘর কুয়াশায় ঢাকা, প্রাতর্ভ্রমনকারীরা কিছু পালিত কুকুরের সঙ্গে নিয়ে যেমন পমেরিয়ানস এবং এলসেসিয়ানস। এরই মধ্যে যখন এক পথচারী প্রতিবেশী উদ্যানে প্রবেশ করে- দেখে একটি যুবক হেঁটে চলেছে একটি খালি বোতল হাতেনিয়ে। রাগান্বিত হয়ে লোকটি সেই যুবককে ধরে এবং প্রতিবেশীদের ডাকে। তার মধ্যে কোনো একজন পুলিশকে ফোন করে। একদল ঐখানকার বাসিন্দা এবং দুটো পুলিশ কনস্টেবল ওই লোকটিকে ধোলাই দেয়।

এই যুবকটির আঠারো বছর বয়স যার নাম ছিল দিলীপ, যে দিল্লীতে এসেছিল গণতান্ত্রিক দিবসে কুচকাওয়াজ (Parade) দেখতে, সে তার কাকার সঙ্গে বাজিরপুর কারখানার শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিল। অন্যান্য দিল্লির পরিকল্পিত শিল্পায়ন এলাকার মতো বাজিরপুরেও শ্রমিকদের আবাসনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই বস্তিগুলিতে দশ হাজারের বেশি বাড়িঘর ছিল এবং মাত্র তিনটি শৌচালয়, যার মধ্যে আটটি পায়খানা বিশেষ করে একটি টয়লেট, দুই হাজার এর বেশি লোক ব্যবহার করত তার দরুণ বেশির ভাগ বাসিন্দারা শৌচকর্ম সম্পন্ন করত খোলা জায়গায়। এই ধরনের কাজ কারখানার শ্রমিকদের প্রতি বিরূপ সৃষ্টি করে যারা ওই এলাকায় সম্পন্ন বাসিন্দা। তারা বড়ো প্রাচীর নির্মাণ করে এই বস্তি এবং বসতি এলাকার মাঝে। কিন্তু ওই এলাকা থেকে অনেক শ্রমিকরা গৃহস্থালির কাজে, গাড়ি ধোঁয়ার কাজে নিযুক্ত করে।

দিলীপ এর মৃত্যু এই দীর্ঘদিনের যুদ্ধ যে একদিকে কিছু মানুষের কাছে রয়েছে বড় বড় বাড়ীঘর, উদ্যান যেখানে গাছপালা এবং অবসর বিনোদন এর সুযোগ এবং অন্য দিকে এই উদ্যানটি ছিল একমাত্র জায়গা যা শৌচকর্মের জন্য ব্যবহার করা হত কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস যদি দিলীপের আগে জানা থাকত তা হলে সে পালিয়ে গিয়ে সে নিজের প্রাণকে বাঁচাতে পারত। হিংস্রতা এখানেই শেষ হয়নি। যখন একদিন বস্তির লোক একত্রিত হয়ে এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পুলিশ গুলি করে তাতে করে চারজনের মৃত্যু ঘটে।

শহরগুলোর যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, নগরে জায়গার সমস্যাও তত বাড়ছে। যখন প্রচরণকারী কাজের খোঁজে এক শহর থেকে অন্য শহরে আসে এবং তারা সরকারি জায়গায় থাকতে বাধ্য হয়। জায়গার চাহিদা এখন অনেক বেশি, বেশির ভাগ সম্পন্ন বাসিন্দাদের জন্যে এবং ভ্রমণকারীদের জন্যে— গড়ে উঠছে মল, মাল্টিপ্লেক্স, হোটেল, স্টুরিস্টস্পট, ফলস্বরূপ গরিব শ্রমিকরা এবং তাদের পরিবারদের শহরের বাইরে গিয়ে বাস করতে হচ্ছে এবং তাদের পূর্বের ঘর ভাঙা হচ্ছে। পাশাপাশি নাগরিক পরিবেশে ভূমি, বায়ু এবং জল হয়ে ওঠেছে অধিক সম্পদ প্রতিযোগিতামূলক।

[Taken From: Amita Baviskar in Between violence and Desire, Space, Power and Identity in the Making of Metropolitan Delhi in International Social Science Journal, 175: 89-98, 2003]

আলোচনা : নগরের গরিব লোকেরা কেন বস্তিতে বাস করে? কোন্ সামাজিক গোষ্ঠী ভূমি সম্পদ এবং নগরীয় আবাসনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? কোন্ সামাজিক কারণগুলো ব্যক্তিদের জল ও স্বচ্ছতার ব্যবহারকে প্রবাহিত করে?

কাজ - ৩

কল্পনা করো যে তুমি একটি পনেরো বছরের মেয়ে বা ছেলে যে বস্তিতে বাস করে। তোমার পরিবার সেই ক্ষেত্রে কী করবে এবং তুমি কীভাবে বাস করবে? একটি ছোটো রচনা লিখে বর্ণনা করো তোমার জীবনের এমন একটি দিন।

শব্দকোষ

জলানুসন্ধান বিজ্ঞান (Hydrology) : যে বিজ্ঞানে জল তথা তার প্রবাহ : অথবা যে- কোনো দেশ বা অঞ্চলের জল সম্পদের অধ্যয়ন করা হয়।

অরণ্যবিন্যাস (Deforestration) : গাছ কাটার ফলে বনভূমি নষ্ট হয়ে যাওয়া /অথবা এবং অন্য কারণবশত সাধারণত কৃষিকাজের জন্য ভূমিকে ব্যবহার করা।

গ্রিণ হাউস (Green House) : অধিক জলবায়ু, সাধারণত অত্যধিক ঠান্ডা থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করার জন্য এক বন্ধ কাঠামো: গ্রিণ হাউস (গরম ঘর ও বলা হয়) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত বাইরের তাপমাত্রা থেকে ভেতরের তাপমাত্রা বেশি।

নিঃসরণ (Emissions) : মনুষ্য হস্তক্ষেপে শুরু প্রক্রিয়া সাধারণত কারখানা বা পরিবহণ থেকে বের হওয়া বর্জনীয় ধোঁয়া।

প্রবাহিত বর্জ্যপদার্থ (Effulents) : শিল্পায়ন বা কারখানা থেকে উৎপন্ন তরল পদার্থ।

একুইফার্স (Aquifers) : প্রাকৃতিক রূপে তৈরি ভূমিগত কাঠামো যেখানে জল জমে থাকে।

একক সংস্কৃতি (Monoculture) : যখন গাছের জীবন একটি এলাকায় বা অঞ্চল বিশেষে কমে যায় ও একই প্রকার হয়ে যায়।

অনুশীলনী

১) বাস্তুসংস্থান (Ecology) বলতে কী বোঝ তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

২) বাস্তুসংস্থান (ecology) শুধুমাত্র প্রাকৃতিক শক্তির উপর সীমিত কেন?

৩) সামাজিক পরিবেশের উদ্ভবের দুটি প্রকারের প্রক্রিয়ার বর্ণনা করো।

৪) কেন ও কীভাবে সামাজিক সংস্থা পরিবেশ ও সমাজের সম্পর্ককে আকার দেয়?

৫) কেন পরিবেশব্যবস্থা বজায় রাখা সমাজের জন্য এক জটিল এবং গুরত্বপূর্ণ কাজ ?

৬) দূষণ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বিপদগুলির মুখ্য প্রকার কী কী ?

৭) সম্পদ হ্রাসতার জন্য পরিবেশগত সমস্যা কী কী ?

৮) বিশ্লেষণ করো কেন পরিবেশগত সমস্যাগুলি সামাজিক সমস্যাও ?

৯) সামাজিক বাস্তুসংস্থান (Social ecology) বলতে কী বোঝায় ?

১০) পরিবেশ সম্পর্কিত কিছু দ্বন্দ্ব যার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান বা পড়েছ তা বর্ণনা করো (পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত উদাহরণগুলো ব্যতীত)

চতুর্থ অধ্যায়
পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদদের পরিচিতি

সমাজতত্ত্বকে কখনও কখনও "বিপ্লব যুগের সন্তান" বলা হয়েছে। তার কারণ হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে তার উৎপত্তি, যা বিগত তিন শতাব্দীর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের পেছনে মূলত তিনটি বিপ্লব দায়ী; জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকবর্তিকা ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্পবিপ্লব। এই প্রক্রিয়াগুলো শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান সমাজকে পরিবর্তন করেনি, কিন্তু এছাড়াও পৃথিবীর অন্য সকল সমাজকেও পরিবর্তন করেছিল যারা ইউরোপিয়ান সমাজের সংস্পর্শে এসেছিল।

এই অধ্যায়ে তিনজন সমাজতত্ত্ববিদদের গুরত্বপূর্ণ ধারণাগুলি আলোচনা করা হবে: কার্ল মার্ক্স, এ্যামাইল ড্যুরখেইম এবং ম্যাক্সওয়েভার। সমাজতত্ত্বের শাস্ত্রীয় প্রথার অংশ হিসাবে তাঁরা এই বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতিকালেও তাদের ধারণা এবং দৃষ্টিকোণ প্রাসঙ্গিক। যদিও এই ধারণাগুলির সমালোচনাও হয়েছে এবং সময় সাপেক্ষে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সমাজের ধারণাগুলি নিজেই সামাজিক শর্তাবলির দ্বারা প্রভাবিত, আমরা শুরু করব অল্প কিছু শব্দ দিয়ে যা সমাজতত্ত্বের উদ্ভবের সঙ্গেঁ যুক্ত।

সমাজতত্ত্বের পূর্বাপর সম্বন্ধ (The Context of Sociology)

ইউরোপের আধুনিকতার যুগ এবং আধুনিকতার শর্তাবলি যা আজকে আমরা স্বাভাবিক বলে মনে করি, তা শুরু হয়েছিল এই তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তা ছিল ঃ জ্ঞানদীপ্তি বা যুক্তির 'নতুন যুগের' উদয়; ফরাসি বিপ্লবে জড়িত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের খোঁজ এবং শিল্প বিপ্লবের দ্বারা সর্বজনীন উৎপাদনের উদ্‌বোদন। যেহেতু প্রথম অধ্যায়ে

কাজ -১

প্রথম অধ্যায়ে সমাজতত্ত্ব পরিচয়ের (Introducing Sociology) ইউরোপের আধুনিক যুগের আলোচনাটি আবারপড়ো। কী ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে এই তিনটি প্রক্রিয়া সংযুক্ত ছিল?

সমাজতত্ত্ব পরিচয়ে (Introducing Sociology) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে আমরা শুধু বিশাল পরিবর্তনের বুদ্ধিজীবী ফলাফলগুলো আলোচনা করব।

জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকবর্তিকা (The Enlightenment)

সতেরো এবং আঠারো শতাব্দীর শেষ ভাগে পশ্চিম ইউরোপে পৃথিবীকে নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে, তাকে জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকবর্তিকা বলা হয়েছে। এই নতুন দর্শনগুলো মানুষকে বিশ্বের কেন্দ্রে স্থাপন করে এবং ব্যক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে যুক্তিবাদী চিন্তাকে। যুক্তিবাদী চিন্তার ক্ষমতা এবং একই সময়ে জটিল চিন্তাধারা মনুষ্যকে পরিবর্তন করেছিল উৎপাদক রূপে ও শিখিয়েছে সব জ্ঞানের ব্যবহার। অন্যদিকে, যে ব্যক্তিদের চিন্তা এবং যুক্তির ক্ষমতা ছিল তাকেই মানুষ বলে ধরা হত। যাদের এই ক্ষমতা পুরোপুরি ঘটে নি তাদের পুরোপুরি মনুষ্য হিসাবে ধরা হত না, যেমন আদিম সমাজের আদিবাসীরা। যেহেতু সমাজ মানুষের সৃষ্টি, তাই সমাজকে যুক্তিকতার ভিত্তিতে পরিবর্তন করা যেত এবং অন্য মনুষ্যদের কাছে বোধগম্য করা যেত। যুক্তিকে সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রকৃতি, ধর্ম এবং দৈবিক কাজকর্ম যা এতদিন পৃথিবীকে বোঝার গুরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, তার পরিবর্তন। তার অর্থ হল জ্ঞানদীপ্তি সম্ভব হয়ে উঠে এবং অন্য দিকে এমন চিন্তাধারার বিকাশ করে যা আজ আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, মানবিক বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

ফরাসি বিপ্লব (The French Revolution)

ফরাসি বিপ্লব (1789) ব্যক্তিগত স্তরে ও রাষ্ট্রীয় স্তরে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার আগমন ঘোষণা করে। The Declaration of human Rights নাগরিকতার সাম্যতা ঘোষণা করে এবং জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার ও সুযোগসুবিধার উপরে প্রশ্ন তুলে। এগুলো সংকেত ছিল, ব্যক্তিকে ধর্মীয় এবং জমিদারি প্রতিষ্ঠানগুলির কঠোর রাজত্ব যা বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে প্রভাবশালী ছিল, তার থেকে মুক্তির কৃষকরা যারা (Bonded Labour) জন্মসূত্রে যুক্ত ছিল জমিদারদের (Landed Estates) সঙ্গে, এবারে মুক্ত হয়ে যায় সেই চুক্তি থেকে। বিভিন্ন ধরনের কর যা কৃষকদের দিতে হত জমিদার (Feudal Lords) এবং চার্চকে, তা এবার বাতিল করা হল। দেশের মুক্ত নাগরিক হিসাবে সার্বভৌম ব্যক্তিদের কাছে ছিল অধিকার এবং আইন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানের কাছে সাম্যতা। রাষ্ট্রকে ব্যক্তির গোপনিয়তাকে সম্মান করা আবশ্যক ছিল এবং আইন ব্যক্তিগত জীবনে দখলদারি করত না। রাষ্ট্রের সর্বজনীন স্তর এবং বাড়ির ব্যক্তিগত স্তরকে পৃথকীকরণ করা হয়েছিল। সর্বজনীন বিষয়ে এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে নবধারণা বিকশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধর্ম এবং পরিবার গড়ে ওঠে 'ব্যক্তিগত এবং শিক্ষা (বিশেষ করে বিদ্যালয়) হয়ে উঠে সর্বজনীন'। তাছাড়া রাষ্ট্র নিজেই পরিবর্তিত হয়ে উঠে সার্বভৌম হিসেবে—পাশাপাশি সরকার কেন্দ্রীভূত হয়। ফরাসি বিপ্লবের গুরত্বপূর্ণ ধারণাগুলো— স্বাধীনতা, সাম্যতা, ভাতৃত্ববোধ—হয়ে উঠে আধুনিক রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ।

শিল্প বিপ্লব (The Industrial Revolution)

আধুনিক শিল্পায়নের ভীত গড়ে উঠেছিল আঠারোশো এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের ভাগে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের পর তার দুটো ধারা ছিল। প্রথমত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিয়মিত ব্যবহার শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার; নতুন শক্তির সন্ধান। দ্বিতীয়ত, শিল্প বিপ্লব বৃহত্তর স্তরে নতুন শ্রমিক ও বাজার গঠনের

উদ্ভব ঘটায়। নতুন যন্ত্রপাতি যেমন স্পিনিং জেনি (Spinning Jenny) (যার ব্যবহারে বস্ত্রবয়ন শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়) এবং নতুন পদ্ধতিতে শক্তির ব্যবহার (যেমন বিভিন্ন ধরনের স্টিম ইঞ্জিন) গতিশীল করে তুলে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে এবং সর্বজনীন স্তরে জিনিসের প্রস্তুতি। এই জিনিসগুলো এবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাজার থেকে উৎপাদনের জন্য কাঁচামালগুলো নিয়ে আসা হত। আধুনিক বৃহত্তর শিল্প এবার হয়ে উঠে বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া।

এই ধরনের পরিবর্তনগুলো সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। নগরীয় এলাকার ফেক্টরি গুলোতে বিভিন্ন শ্রমিকেরা নিযুক্ত ছিল যাদের গ্রামীণ এলাকা থেকে সমূলে নিয়ে আসা হত ও অনেকেই কাজের খোঁজে শহরে এসে পৌঁছাতো। ফেক্টরির স্বল্প বেতন এর অর্থ হল - যে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদেরও কাজ করতে হত তাদের। আধুনিক শিল্পায়নের ফলে নগর গ্রামকে প্রভাবিত করতে শুরু করল। শহর এবং নগর হয়ে ওঠে ব্যক্তি বসবাসের প্রভাবশালী স্থান, তাছাড়া বড়ো আবাসন ও অসম জনসংখ্যা পাওয়া যেত ছোটো ঘন জনবহুল নগরীয় এলাকায়। ধনী এবং শক্তিশালী বর্গ যেমন শহরগুলিতে বাস করত তেমনি শ্রমিক শ্রেণিরাও বাস করত বস্তির ভেতরে ও জীবনযাপন করতো দারিদ্র্যতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। আধুনিক শাসনব্যবস্থা, যেখানে স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা, অপরাধ দমন এবং সর্বজনীন উন্নয়ন রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, সেখানে নতুন ধরনের জ্ঞানের অন্বেষণ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞান এবং বিশেষত সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে আংশিকভাবে এই প্রয়োজনীয়তার ফলস্বরূপ।

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার শুরু থেকেই ছিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যে, কীভাবে শিল্পভিত্তিক সমাজের উন্নয়ন ঘটানো যায়। এই কারণে পর্যবেক্ষকরা সমাজতত্ত্বকে অনেক সময় "নতুন শিল্পভিত্তিক সমাজের বিজ্ঞান" বলে আখ্যায়িত করেন। সামাজিক ব্যবহারের নতুন ধারার সম্পর্কে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান, শুধুমাত্র আধুনিক শিল্প সমাজের উদ্ভবের কারণে সম্ভব হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত বৈজ্ঞানিক তথ্য যার দ্বারা সামাজিক অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যেত তা হয়ে ওঠে সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই আত্মপ্রতিচ্ছবির কারণেই আসে সমাজতাত্ত্বিক সূত্র।

কাল মার্কস জার্মানির নিবাসী ছিলেন। কিন্তু দেশ থেকে বের করে দেওয়ার কারণে তিনি তাঁর বেশির ভাগ সময় ব্রিটেনে কাটিয়েছেন। তার ক্রান্তিকারী রাজনৈতিক বিচার ধারার কারণে তাকে শুধুমাত্র মাতৃভূমি থেকে নয়, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও মার্কস দর্শন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন কিন্তু তিনি দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সামাজিক চিন্তাবিদ যে অত্যাচার এবং শোষণের সমাপ্তি করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দ্বারা এই লক্ষ্য প্রাপ্ত করা যাবে। সেই লক্ষ্যে তিনি যুক্ত হন পুঁজিবাদী সমাজের সমালোচনায় এবং প্রকাশ করেন এই ব্যবস্থার দুর্বলতা, যাতে সেই সমাজের পতন ঘটে। মার্কসের মতে সমাজ বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে উন্নতি করেছে। সেই স্তর গুলো ছিল "আদিম সাম্যবাদ" (Primitive Communism), দাসপ্রথা (slavery), সামন্তবাদী ব্যবস্থা (feudalism), পুঁজিবাদী (capitalism) ব্যবস্থা। মনুষ্যের উন্নতি এবং বিকাশের নবীন স্তর যদিও পুঁজিবাদ ছিল, কিন্তু মার্কস বিশ্বাস করতেন যে দ্রুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থানে দখল নেবে সমাজবাদ।

পুঁজিবাদী সমাজে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রক্রিয়া গুরুতর রূপে বিভিন্ন স্তরে কাজ করতে দেখা যায়। প্রথমত, আধুনিক

কার্ল মার্কস (1818 -1883)
জীবনী

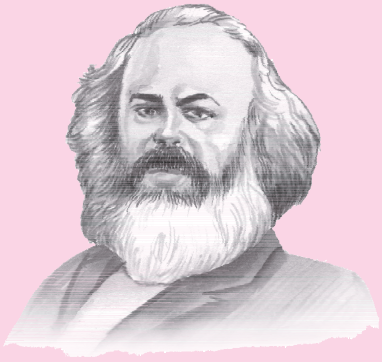

কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন 5 ই মে 1818 জার্মান দেশের প্রসিয়া রাইনলেন্ড প্রভিন্স এর ট্রাইয়ার-এ। বিজ্ঞ লিবারেল আইনজীবির পুত্র।

1834-36: ইউনিভার্সিটি অব বণ ও তারপর বার্লিন ইউনিভার্সিটি থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন। সেখানে তিনি ইয়ং হেগেলিয়ার্ন্স দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

1841: ইউনিভার্সিটি অব জেনা থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেন।

1843: জেনি ভন ওয়েস্টফালেন কে বিবাহ করেন এবং প্যারিস-এ চলে আসেন।

1844: প্যারিসে দেখা হয় ফ্রেডরিক এঞ্জেলস-এর সঙ্গে এবং তারা আজীবন ভাল বন্ধু ছিলেন।

1847: International Working Men's Association এ আমন্ত্রিত হন একটি নথিপত্র তৈয়ারীর জন্য যাতে থাকবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এটা যুগ্মভাবে লেখা হয়েছিল মার্কস ও এঞ্জেলস দ্বারা এবং প্রকাশিত হয় Manifesto of the Communist Party (1948) রূপে।

1849: ইংল্যান্ডে চলে আসেন এবং আমৃত্যু সেখানেই থাকেন।

1852: The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (প্রকাশিত হয়)

1859: A Contribution to the Critique of Political Economy (প্রকাশিত হয়)

1867: Capital. vol. I. প্রকাশিত হয়।

1881: জেনি ভন ওয়েস্টফালেনের মৃত্যু।

1883 : মার্কসের মৃত্যু হয় এবং লন্ডনের হাইগেইট সিমিট্রিতে সমাধিস্ত করা হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তি প্রকৃতি থেকে বেশি বিচ্ছিন্নতাবোধ করে পূর্বের তুলনায়; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেননা পুঁজিবাদ সামাজিক ব্যবস্থায় চলে আসা সমষ্টিগত রূপ কে ব্যক্তিগত করে দেয় ও এখানে সবই বাজারের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাই এখানে সম্পর্কগুলোও বাজার দ্বারা পরিচালিত। তৃতীয়ত, শ্রমিক তার শ্রমের ফল থেকে বিচ্ছিন্ন কেননা শ্রমিকদের তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপর কোন অধিকার থাকে না। তাছাড়া

শ্রমিকদের তাদের নিজের কাজের প্রক্রিয়ার উপরও নিয়ন্ত্রণ থাকে না যে রূপ পূর্বে দক্ষ কারিগররা বা শ্রমিকরা নিজের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু আজ শ্রমিকদের কাজ ফেক্টরীর পরিচালন কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বশেষে, বিচ্ছিন্নতাবোধের একত্রিত ফলস্বরূপ, ব্যক্তিরা নিজের থেকে নিজেই বিচ্ছিন্নও সংগ্রাম করে চলে নিজেদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য এমন এক ব্যবস্থায় যেখানে তারা অনেক বেশী মুক্ত বোধ করে কিন্তু একই সময়ে বেশী বিচ্ছিন্নও হয়ে যায় এবং পূর্বের তুলনায় নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে স্বল্প।

তথাপি এই ব্যবস্থা দমন এবং শোষণমূলক ব্যবস্থা হলেও, মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদ মানব ইতিহাসের অত্যাবশ্যক এবং প্রগতিশীল পর্যায় কারণ এটাই সৃষ্টি করে সাম্যবাদের ভবিষ্যত শর্তাবলি যা দারিদ্র এবং শোষণ মুক্ত হবে। পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তন সর্বহারা বর্গ দ্বারা আসবে, শ্রমিক শ্রেণি, যারা একত্রিত হয়ে বিপ্লব করবে ও পুঁজিবাদকে উপড়ে ফেলবে এবং স্থাপন করবে মুক্ত এবং সমাজবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কার্যকারিতা বোঝার জন্য, মার্ক্স বিস্তারিত অধ্যায়ন করেন, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিশেষ করে তার অর্থনৈতিক রূপগুলো।

অর্থব্যবস্থা নিয়ে মার্ক্স এর ধারণা ছিল যে তা উৎপাদনের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল যা কোন এক ঐতিহাসিক সময়কালে উৎপাদন এর বিস্তৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, এই সবগুলিই উৎপাদনের পদ্ধতি ছিল। সাধারণস্তরে উৎপাদনের পদ্ধতি এক বিশেষ সময়কালের জীবন যাত্রার গুনগত মানকে সজ্ঞায়িত করে। বিশেষ স্তরে, আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করতে পারি এই অর্থে যে, তার একটি ভিত (foundation and base) আছে এবং অধিকাঠামো (super structure) আছে অথবা এমন কিছু যা গড়ে ওঠে সেই ভিতের উপরে। ভিত বা অর্থনৈতিক ভিত প্রাথমিক স্তরে আর্থিক হয় ও তার অন্তর্গত উৎপাদক শক্তিগুলো এবং উৎপাদকের সম্পর্কগুলো থাকে। এখানে উৎপাদক শক্তি বলতে বোঝায় উৎপাদনের সকল উপকরণ যেমন- ভূমি, শ্রম, প্রযুক্তি, শক্তির বিভিন্ন উৎস, (বিদ্যুৎ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি)। উৎপাদন সম্পর্ক বলতে বোঝায় সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ক যা শ্রমিক সংগঠন রূপে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে। উৎপাদন সম্পর্কগুলো সম্পত্তি সম্পর্কিতও হয়, অথবা মালিকানা সম্পর্কিত বা যারা উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের পদ্ধতি ছিল বেশির ভাগ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল জঙ্গল, ভূমি, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি তার সঙ্গে প্রযুক্তির আদিম পদ্ধতির ব্যবহার ছিল, যেমন পাথর দ্বারা যন্ত্রপাতি ও শিকারের বিভিন্ন উপকরণ। উৎপাদন সম্পর্কগুলি সাম্প্রদায়গত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল (কেননা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না) এবং শিকারের উপজাতীয় ধরনগুলি উপস্থিত ছিল যা শ্রমিক সংগঠনের প্রচলিত রূপ ছিল।

অর্থব্যবস্থার ভিতে তাই রয়েছে উৎপাদনের শক্তিগুলো এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলো। এই ভিতের উপর দাড়িয়ে রয়েছে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। তাই প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন ধর্ম, কলা, আইন, সাহিত্য বা বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বাস ও ধারণা। সবকিছুই অধিকাঠামোর অংশ, যা গড়ে উঠেছে ভিতের উপরে। মার্ক্সের যুক্তিতে, ব্যক্তির ধারণা এবং বিশ্বাসের জন্ম বা সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে যার একটি অংশ মানুষ নিজই। কীভাবে ব্যক্তিরা নিজেদের জীবন ধারণ করে তার উপরে নির্ভর তাদের চিন্তাধারা — ভৌতিক

জীবন তাদের ধারণার আকার দেয়, ধারণা ভৌতিক জীবনের আকার দেয় না। এই যুক্তিটি মার্ক্সের সমকালীন ধারণা থেকে ভিন্ন ছিল, ওই সময় প্রচলিত ছিল ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে চিন্তাধারা করার স্বাধীনতা। এই ধারণাই পৃথিবীকে আকার দেয়।

মার্ক্স আর্থিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার উপরে বেশি জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানব ইতিহাসে প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থার ভিত হল আর্থিক ব্যবস্থা। তাঁর মতে যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে কীভাবে অর্থনীতি কাজ করে এবং কীভাবে পূর্বে তার পরিবর্তন ঘটেছে, আমরা শিখবো কীভাবে ভবিষ্যতে সমাজকে পরিবর্তন করা যাবে। কিন্তু কীভাবে এই প্রকারের পরিবর্তন আনায়ন করা হবে? মার্ক্সের উত্তর "শ্রেণি সংগ্রামের দ্বারা।"

শ্রেণি সংগ্রাম
(Class Struggle)

মার্ক্সের মতে ব্যক্তিকে সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ছিল উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এক্ষেত্রে তাদের ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তাবোধ, বা এই ধরনের পরিচিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মার্ক্সের মতে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়াতে যে ব্যক্তিরা একই ধরনের অবস্থানে অবস্থিত থাকে, পরবর্তী সময় তারা একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবস্থানের কারণে এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত সম্পর্কের জন্য তারা একই ধরনের আগ্রহ ও উদ্দেশ্য বিনিময় করে, যদিও তারা তৎক্ষণাৎ এটা অনুধাবন করতে পারে না। শ্রেণিগুলোর নির্মাণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়, যা উৎপাদন সহায়ক শক্তিগুলো ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে হয় এবং ইতিমধ্যে বিদ্যমান শ্রেণির মধ্যে হওয়া সংগ্রামের ফল স্বরূপ হয়। যখন উৎপাদনের পদ্ধতি মানে উৎপাদনের প্রযুক্তি এবং উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিবর্তন হয় তখন বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী সময় সংগ্রামে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি সৃষ্টি করে শ্রমিক শ্রেণির যা একটি নবীন নগরীয়, সম্পত্তি-হীন গোষ্ঠী যার নির্মাণ সামন্তবাদী কৃষি ব্যবস্থার বিনাশের ফলে হয়। সার্ফস (Serfs) এবং ছোটো ছোটো কৃষকদের ভূমি এবং তাদের পূর্ব জীবিকার উৎসগুলি থেকে বেদখল করে দেওয়া হয়। তখন তারা শহরে জীবিকার সন্ধানে আসে, এবং আইন ও পুলিশ তাদের বাধ্য করে নতুন গড়ে ওঠা কারখানায় কাজ করতে। এভাবে গড়ে ওঠে নতুন সামাজিক গোষ্ঠী যার অন্তর্গত ছিল সম্পত্তি-হীন ব্যক্তিরা যারা বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে এই কাজ করছিল। এই উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, এ ধরনের শ্রমিকরা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে গড়ে ওঠে।

মার্ক্স শ্রেণি সংগ্রামের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রেণি সংগ্রাম সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য শক্তি ছিল। 'The Communist Manifesto' তে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস তাদের বিচার ধারাকে স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত রূপে উপস্থাপন করেন। এই বইয়ের শুরুর পঙক্তিগুলো ঘোষণা করেঃ "প্রত্যেক বিদ্যমান সমাজের ইতিহাস বস্তুত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস"। তাঁরা মানব ইতিহাসের গতিপথ খুঁজে বের করেন এবং বর্ণনা করেন যে শ্রেণি সংগ্রামের প্রকৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালে কী রূপ ভিন্ন ছিল। যখন আদিম থেকে আধুনিক পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিকাশ ঘটে, প্রত্যেকটি সমাজে শোষণকারী এবং শোষিত শ্রেণির মধ্যে বিশেষ প্রকারের দ্বন্দ্ব থাকে। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস লিখে গেছেন ঃ "স্বাধীন এবং দাস, কুলীন এবং হীন জন, জমিদার এবং সার্ফ শ্রেণি প্রমুখ এবং কারিগর; একশব্দে শোষক ও শোষিত একে অপরের বিরোধ করে থাকে নিরন্তর - কখনও লুকানো,কখনও আবার খোলা যুদ্ধে"। প্রত্যেকটি স্তরে মুখ্য বিরোধী শ্রেণিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তবিরোধ থেকে চিহ্নিত করা যায়। পুজিঁবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল

সাধনের— (পুঁজি, ফেক্টরি, মেশিন, ভূমি) উপর আমলাদের বা পুঁজিপাতিদের অধিকার থাকে, অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদনের সকল সাধন হারিয়ে ফেলে যা পূর্বে সে অধিকার ভোগ করত। তাই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাছে জীবন ধারণের জন্য আর কোনো উপায় থাকে না নিজেদের শ্রমকে বিক্রি করা ছাড়া, কেননা তাদের কাছে কিছুই নেই।

যদিও দুটো শ্রেণির উদ্দেশ্যগুলি একে অপরের বিপরীত তা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হয় না। দ্বন্দ্বের জন্য প্রয়োজন তাদের শ্রেণি স্বার্থ এবং পরিচিতির চেতনার জাগরণ এবং সেই সঙ্গে বিরোধী পক্ষের শ্রেণি স্বার্থ এবং পরিচিতির ব্যাপারে জাগ্রত হওয়া।

রাজনৈতিক ঘুর্ণাবর্তের দ্বারা যখন এই ধরনের 'শ্রেনি চেতনা' বিকশিত হয়, তখন এই শ্রেণি দ্বন্দ্বগুলো ঘটে। এই দ্বন্দ্বগুলির কারণে প্রভাবশালী অথবা শাসক শ্রেণিকে পূর্ব শোষিত এবং অধিনস্ত শ্রেণীর দ্বারা উপড়ে ফেলা হয়—এটাকেই বিপ্লব বলে। মার্ক্সের সূত্র অনুসারে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে বিরোধের জন্ম হয় যা পরবর্তী সময়ে শ্রেণি দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় না — সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াও অত্যাবশ্যক সমাজের পূর্ণ পরিবর্তন করার জন্য।

বিচার ধারার উপস্থিতি হল এক মুখ্য কারণ যেখানে আর্থিক এবং সামাজিক - রাজনৈতিকপ্রক্রিয়াগুলির সম্পর্ক জটিল হয়ে যায়। প্রত্যেক কালে, শাসক শ্রেণির দ্বারা প্রভাবশালী বিচারধারা প্রভুত্ব করে। এই প্রভাবশালী বিচার ধারা বা সমাজের দৃষ্টিকোণ চেষ্টা করে শাসক শ্রেণির প্রভাবকে এবং প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাকে যুক্তি-যুক্ত করতে। উদাহরণস্বরূপ, প্রভাবশালী বিচার ধারা দরিদ্র ব্যক্তিদের এটা ভাবতে বাধ্য করে যে তারা দরিদ্র কেননা এটা তাদের ভাগ্য বা পূর্বজন্মের কর্মের ফল ইত্যাদি। কিন্তু তা নয় যে তারা ধনীদের দ্বারা শোষিত। যদিও প্রভাবশালী

কাজ - ২

যদিও এটিকে 'শ্রেণি' বলা হয়, তোমার শ্রেণিতে তোমার সহপাঠীদের দলবদ্ধভাবে থাকা এবং মার্ক্সিয়ান অর্থে শ্রেণি কী একই? এই দৃষ্টিকোণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

ফেক্টরি শ্রমিক ও কৃষিভিত্তিক শ্রমিককে একই শ্রেণিতে ধরা যায় কি?

একই ফেক্টরির শ্রমিক এবং পরিচালকরা কি একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?

ধনী শিল্পপতি বা ফেক্টরি মালিক যে শহরে বসবাস করে ও ব্যক্তিগত কৃষিভিত্তিক জমির মালিক নয় তাকে কি একেই শ্রেণিতে ধরা যায় যেখানে একটি দরিদ্র কৃষি শ্রমিক, গ্রামে বাস করে এবং ব্যক্তিগত ভূমির মালিকানা নেই? এবারের ওই জমিদারের ব্যাপারে ভাবো যে প্রচুর জমির মালিক ও এক ছোটো কৃষক যে স্বল্প জমির মালিক তারা দুজনকেই কি একই শ্রেণিতে ধরা যায়, যদি তারা একই গ্রামে বাস করে এবং জমিরও মালিক?

চিন্তা করে সর্তকতার সহিত এবং উদাহরণ সহযোগে জবাব দাও।

[suggession (নমুনা): কল্পনা করো এই উদাহরণগুলোতে পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কী সমতা আছে; বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা করে দেখো তারা কী স্থান দখল করে আছে, বিশেষ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত।]

বিচারধারা সবসময় সফল হয় না ও বিরোধী বিচার ধারা দ্বারা তাদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিত হতে হয়। যখন শ্রেণিগুলোতে অসমভাবে চেতনার বিস্তার ঘটে, তখন কীভাবে একটা শ্রেণি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কার্য করবে এটা পূর্ব নির্ধারিত করা সম্ভব নয়। এই রূপ মার্ক্স এর মতে, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো সাধারণত শ্রেণি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যদিও তা নির্ভর করে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর। অনুকুল পরিস্থিতির অন্তর্গত, শ্রেণি সংগ্রাম বা দ্বন্দ্বগুলি চূড়ান্ত পর্যায়ে বিপ্লবের রূপ নেয়।

এমিল ডুরখেইমকে পেরিসে সমাজতত্ত্বের স্থাপক রূপে ধরা হয় কেননা 1913 সালে তিনি প্রথম সমাজতত্ত্বের

এমিল ডুরখেইম (1858-1917)

15ই এপ্রিল 1858 সালে জার্মান বর্ডারে, ফ্রান্সের লরেন অঞ্চলের এপিনাল নামক জায়গায় এমিল ডুরখেইম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোঁড়া ইহুদি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন; তার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই ইহুদি পুরোহিত ছিলেন। তাকেও ধার্মিক স্কুলে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

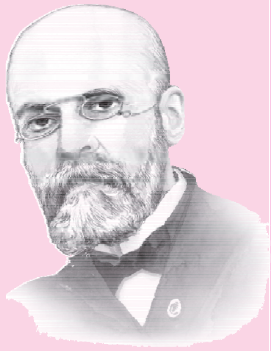

1876 : দর্শন অধ্যয়নের জন্য পেরিসের Ecole Normale Superieure এ প্রবেশ করেন।

1887 : ইউনিভার্সিটি অব বোর্ডু (University of Bordeaux) এর সামাজিক বিজ্ঞান এবং শিক্ষার লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হন।

1893 : তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ ডিভিশন অব লেবার ইন সোসাইটি (Division of Labour in Society) প্রকাশিত হয়।

1895 : 'রুলস অব্ সসিওলজিকেল মেথড্' (Rules of Sociological Method) প্রকাশিত হয়।

1897 : ফ্রান্সের প্রথম সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল Anee Sociologique স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিখ্যাত কাজ Suicide প্রকাশিত হয়।

1902 : University of Paris এ Chair of Education হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময় 1913 এ The Chair কে পুনরায় শিক্ষা এবং সমাজতত্ত্ব নাম দেওয়া হয়।

1912 : প্রকাশিত হয় 'The Elementary Forms of the Religious life'.

1917 : তাঁর পুত্র আন্দ্রের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যু হয়, সেই পুত্র বিয়োগের শোকে মাত্র 59 বয়সে তার মৃত্যু হয়।

অধ্যাপক রূপে এই বিষয়ে পাঠদান শুরু করেন। এমিল ডুরখেইমের জন্ম গোঁড়া জুইস পরিবারে হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাকে রাবিনিকেল (Rabbinical) স্কুলে (a jewish religious school) পাঠানো হয়।1876 এ তিনি প্রবেশ করেন Ecole Normale Superieure তে অধ্যয়নের জন্য যেখানে তিনি নিজেকে ধার্মিক অভিযোজন থেকে বিচ্ছেদ করেন এবং নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর পরেও তাঁর নৈতিক শিক্ষার প্রভাব দেখা যায় তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায়। সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হল নৈতিক নিয়মাবলি যা নির্ধারণ করে ব্যক্তির আচরণ। ধর্মীয় পরিবার থেকে আসার ফলে ধর্ম বোঝার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা তাঁর খুব প্রিয় ছিল যার বিকাশ করতে চাইতেন তিনি। তাঁর এই মনের ইচ্ছা অবশেষে তাঁর শেষ বইটি "The Elementary Forms of Religious Life" এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

ডুরখেইম এর মতে সমাজ হল এক সামাজিক তথ্য যার অস্তিত্ব নৈতিক-সম্প্রদায় রূপে রয়েছে এবং ব্যক্তিকে গোষ্ঠীতে আবদ্ধ করে, যা সমাজের অস্তিত্বর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্ধন অথবা সামাজিক একতা ব্যক্তির উপরে চাপ সৃষ্টি করে গোষ্ঠীর নিয়ম নীতি ও আশা প্রত্যাশাগুলির সাথে সহমত হওয়ার জন্য। এটা ব্যক্তির আচরণের ধরনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ছোটো একটি পরিসীমার মধ্যে ব্যক্তি আচরণকে সীমিত করে। সামাজিক ক্রিয়াকে সীমিত করার মাধ্যমে সামাজিক আচরণকে অনুমান করা সম্ভবপর হয়।

তাই সামাজিক আচরণের ধরনকে পর্যবেক্ষণ করে এটা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে যে কী প্রকারের নিয়ম-নীতি, বিচার ধারা এবং সামাজিক একতা তাদের সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই অন্য প্রকারের 'অদৃশ্য' জিনিসের অস্তিত্ব, যেমন ধারণা, নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি মনুষ্যের সামাজিক আচরণের আকারকে অধ্যয়ন করে অনুভূমিক রূপে স্থাপিত করা যেতে পারে কেননা তারা সমাজে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

ডুরখেইম এর মত অনুসারে — সামাজিকতাকে আচরণের বিধি বা সাহিত্যে পাওয়া যেতে পারে যা ব্যক্তির উপরে সর্বজন স্বীকৃতির মাধ্যমে জোর করে সঁপে দেওয়া হয়। তা দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপে প্রতিয়মাণ। সমাজকে বৈজ্ঞানিক রূপে বোঝার প্রচেষ্টা, যা ডুরখাইম বিকশিত করতে চেয়েছিলেন তা সমাজের নৈতিক তথ্য চিহ্নিতকরণে নির্ভরশীল। তিনি লিখেছিলেন নৈতিক তথ্য অন্য ঘটনার মতোই; তা ক্রিয়াকে নিয়মে বেধে রাখে, যা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত, তাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, বর্ণনা করা সম্ভব, শ্রেণিবিভাগ করা যায় এবং বিশেষ আইন এর দ্বারা বোঝা যেতে পারে" (Durkheim 1964:32)। নৈতিক আদর্শ একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার অভিব্যক্তি তার মানে একটি সমাজে উপযুক্ত নৈতিক আদর্শগুলি অন্য একটি সমাজে অনুপযুক্ত। তাই ডুরখেইমের মতে নৈতিক আদর্শের দ্বারা সামাজিক পরিস্থিতিকে বোঝা সম্ভব। এই কারণই সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমান করে দেয় তথা সমাজতত্ত্বকে একটি কঠোর বৈজ্ঞানিক বিষয় রূপে স্থাপন করার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে পৌঁছে দেয়।

ডুরখেইমের দৃষ্টিতে সমাজতত্ত্ব (Durkheim's Visions of Sociology)

ডুরখেইমের দৃষ্টিতে সমাজতত্ত্বকে এক নবীন বৈজ্ঞানিক বিষয় রূপে দেখার দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, সমাজতত্ত্বের বিষয় বস্তু— সামাজিক তথ্যের অধ্যয়ন, যা অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন ছিল। সমাজতত্ত্বের অধ্যয়ন এমন এক বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত ছিল, যেটাকে ডুরখেইম -এর ভাষায় 'উৎথানশীল' স্তর, বলা হয়েছে অর্থাৎ জটিল সর্বজনীন জীবনের স্তর যেখানে সামাজিক

ঘটনার উদ্ভব ঘটে। এই সব ঘটনাবলি উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন ধর্ম কিংবা পরিবার ও বন্ধুত্ব বা দেশাত্মবোধ — যা জটিল সমগ্রেই সম্ভব ছিল, তা উপাদানসমূহের অংশ থেকে অনেক বড়ো (এবং আলাদা) ছিল। যদিও এই জটিল সমগ্রের নির্মাণ একক ব্যক্তিদের সমষ্টি দ্বারা হয়ে থাকে, কিন্তু একটি একত্রিত সামাজিক পরিচিতি, যেমন এগারোজনের একটি ফুটবল বা ক্রিকেট টিম শুধুমাত্র এগারোজনের জমায়েত হিসাবে আখ্যায়িত না হয়ে, তার চেয়ে আরও বড়ো এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ সত্তা লাভ করে। সামাজিক পরিচিতি- দল, রাজনৈতিক দল, স্ট্রিট গ্যাং, ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ইত্যাদি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তর নয়, কিন্তু ভিন্ন স্তরের বাস্তবতা। এটা এই 'উৎথানশীল' স্তর, যাকে সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করে।

দ্বিতীয় গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সমাজতত্ত্বেরও প্রায়োগিক বিষয় হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এটা বাস্তবে একটা কঠিন দাবি ছিল কেননা সামাজিক ঘটনার প্রকৃতি বির্মূত হয়। আমরা যৌথ সত্তা বা পরিচিতিকে "দেখতে পারি না" যেমন জৈন সম্প্রদায় বা বাঙালি সম্প্রদায় অথবা (মালায়ালাম বা মারাঠী) সম্প্রদায় বা নেপালী, ইজিপ্টিয়ান রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় গুলোকে। অন্তত আমরা সেইভাবে দেখতে পারি না যেভাবে আমরা একটি গাছ বা একটি ছেলে বা মেঘকে দেখতে পাই। যখন সামাজিক ঘটনাটি ছোটোও হয়— যেমন একটি পরিবার বা যাত্রার দল— আমরা প্রতক্ষ্যভাবে শুধু ব্যক্তিদের দেখি যারা গড়ে তুলে সেই সমগ্রকে: কিন্তু সেই সমগ্রকে আমরা দেখতে পাই না। ডুরখেইমের সবথেকে গুরত্বপূর্ণ উপলব্ধি হল সমাজতত্ত্বকে এমন এক অধ্যয়ন হিসেবে তুলে ধরা, যেখানে বিমূর্ত বিষয়বস্তু যেমন সামাজিক তথ্য নিয়ে চর্চা করা হয়, তথাপি এটিকে পর্যবেক্ষণ এবং অনুভূমিক ইন্দ্রয়নুভূতি স্থাপনীয় শাস্ত্রের উপর আধারিত বিজ্ঞান রূপে আখ্যা দেওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণীয় না হলেও, সামাজিক তথ্যসমূহ আচার-আচরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। একটি বিখ্যাত উদাহরণ যা তার এই নতুন প্রকারের অনুভূমিক উপাথ্য (Data)র উপর নির্ভর ছিল, সেটা হল তার বিখ্যাত কাজ আত্মহত্যা (*suicide*)। যদিও প্রত্যেকটি ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনা, ব্যক্তির পরিস্থিতি বিশেষ, কিন্তু এটাও একটি সামাজিক তথ্য যখন একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হাজারো মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে। তাই সামাজিক তথ্যসমূহকে সামাজিক আচরণ এবং বিশেষ করে সামাজিক আচরণের সমষ্টিগত ধরনের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

সুতরাং 'সামাজিক তথ্য' কী ? সামাজিক তথ্য বস্তুর মতো হয়। তারা ব্যক্তির বাইরে অবস্থান করে কিন্তু তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন, শিক্ষা ও ধর্মের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক তথ্যসমূহ। সামাজিক তথ্য সামগ্রিকতার প্রতিনিধিত্ব করে যার উদ্ভব ব্যক্তিদের সংগঠন থেকে হয়। তারা ব্যক্তিবিশিষ্ট নয় কিন্তু সর্বজনীন প্রকৃতির ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র হয়। বিশ্বাস, অনুভব, সামগ্রিক কার্যাবলি তারই উদাহরণ।

সমাজে শ্রম বিভাজন
(Division of Labour in Society)

ডুরখেইম তাঁর প্রথম বই 'Division of Labour in Society' তে উপস্থাপন করেন সমাজের আদিম থেকে আধুনিক হওয়ার প্রক্রিয়াকে এবং বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট করে দেন। তিনি সমাজকে বিভক্ত করেন সেই সমাজের সামাজিক একতার ভিত্তিতে তিনি যুক্তি দেন, যেখানে আদিম সমাজের সংগঠনে রয়েছে 'যান্ত্রিক একতা' অন্যদিকে আধুনিক সমাজে 'স্বাভাবিক একতা' বিদ্যমান। যান্ত্রিক একতা প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তিগত সাদৃশ্যতার উপর নির্ভর

করে এবং কম জনসংখ্যার সমাজগুলোতে পাওয়া যায়। এটা বিশিষ্টরূপে বিভিন্ন স্বাবলম্বী গোষ্ঠীর অন্তর্গত যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি একই ধরনের কার্যকলাপ ও প্রক্রিয়ায় লিপ্ত রয়েছে। যেহেতু এই ধরনের সমাজে একতা বা বন্ধন নির্ভর করছে ব্যক্তির সাদৃশ্যতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে, এই ধরনের সমাজগুলিতে ভিন্নতা সহ্য করা হয় না, এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মনীতির লঙ্ঘন মানে কঠোর শাস্তি। অন্যভাবে বলতে গেলে, যান্ত্রিক একতার উপর নির্ভরশীল সমাজগুলোতে দমনকারী আইন (Repressive Laws) রয়েছে যাতে সাম্প্রদায়িক নিয়ম নীতি লঙ্ঘন না হয়। এর কারণ হল ব্যক্তি তথা সমাজ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ও সামাজিক নিয়মনীতির লঙ্ঘন হওয়া মানে সমাজের সম্প্রদায় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল সদস্যের বৈচিত্র্যতা ও স্বাভাবিক একতা। এই ধরনের একতা পাওয়া যায় বৃহত্তর জনসংখ্যাযুক্ত সমাজগুলোতেও যেখানে বেশিরভাগ সামাজিক সম্পর্কগুলো অব্যক্তিগত। এই প্রকারের সমাজের ভিত্তি হল প্রতিষ্ঠানসমূহ এখানে প্রত্যেকটি গোষ্ঠী সাবলম্বী নয়, কিন্তু জীবন যাপনের জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক নির্ভরতা স্বাভাবিক একতার মূল আধার। এখানে ব্যক্তির একে অপরের থেকে ভিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে, এবং এই ধরনের সমাজ তাদের বিভিন্ন ভূমিকা এবং স্বাভাবিক বন্ধনগুলো চিহ্নিত করে। আধুনিক সমাজে আইন 'দমনকারী' নয় কিন্তু 'ক্ষতিপূরক' (Restitutive) প্রকৃতির অর্থাৎ আধুনিক সমাজের আইনের লক্ষ্য হল সেই ভুলকে শুদ্ধ করা যা অপরাধমূলক কাজের পরিণাম হয়ে থাকে। অন্যদিকে আদিম সমাজে আইন দ্বারা ভুল কার্য করা ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত যা একপ্রকারে তার কার্যের জন্য প্রতিশোধ হত। আধুনিক সমাজে ব্যক্তিকে স্বায়ত্ব শাসনের কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আদিম সমাজে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক রীতিনীতির গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল।

আধুনিক সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে একই ধরণের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠী এবং সংগঠন গড়ে তোলে। যেহেতু এই ধরনের গোষ্ঠীগুলোর নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, তারা একে অপরের থেকে ভিন্ন থাকে এবং সদস্যদের সম্পূর্ণ জীবনের কতৃত্ব গ্রহণ করে না। তাই ব্যক্তির বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিচিতি থাকে। এটা ব্যক্তিকে সমাজের ছত্রছায়া থেকে বাইরে নিয়ে আসে এবং নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিক্ষার জন্য একে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়, ফলস্বরূপ অন্তক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়। বড়ো জনবহুল সমাজে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়, তাই অব্যক্তিগত নিয়মনীতির দ্বারা সামাজিক সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় এ ধরনের সমাজে।

The Division of Labour in Society, ডুরখাইমের চিন্তনের একটি গুরত্বপূর্ণ প্রাক দর্শন। এই বিষয়কে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে তুলে ধরার এই প্রচেষ্টাকে পরীক্ষিত সত্য হিসেবে স্পষ্ট করে দেয় যে রূপে তিনি বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক একতাকে সামাজিক তথ্যরূপে আলোচনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য এবং সামাজিক বন্ধনের ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্লেষণ যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান, সমাজতত্ত্বকে সমাজে একটি নতুন বিজ্ঞান রূপে স্থাপন করার ভিত গড়ে দেয়।

ম্যাক্স ওয়েবার (1864-1920)

ম্যাক্স ওয়েবার - এর জন্ম 21 এপ্রিল, 1864 সনে জার্মানির এরফার্ট (Erfurt) শহরের একটি প্রুশীয় পরিবারে হয়। তাঁর পিতা একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি বিসমার্ক (Bismark) এর একজন উৎসাহী রাজতন্ত্রী (ardent monarchist) এবং অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁর মাতা হেডেলবার্গ(Heidelberg) এর একটি বিশিষ্ট উদার পরিবারের বংশধর ছিলেন।

1882 :	আইনের শিক্ষার জন্য হেডেলবার্গ গিয়েছিলেন।
1884 :	গোটিনজেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।
1889:	ডক্টরেট অনুসন্ধান প্রবন্ধ A contribution to the History of Medieval Business Organisations জমা করেন।
1891:	হ্যাবিলিটেশন থিসিস (শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয়) ' Roman Agrarian History and the Significance for Public and Private Law' জমা করেন।
1893:	মেরিয়ান শিন্টজার (Marrianne Schintger) এর সঙ্গে বিবাহ।
1894-96:	প্রথমে ফ্রেবর্গ এবং পরে হেডেলবার্গ এ অধ্যাপক পদে নিযুক্তি।
1897-1901:	স্নায়বিক বৈকল্য এবং অসুস্থ হয়ে পড়া; কাজে অসমর্থ; রোমে চলে যান।
1901:	শিক্ষার ক্ষেত্রে পুনলেখন।
1903 :	'Archives for Social Science and Social Welfare' জার্নাল -এ সহ সম্পাদক পদে নিযুক্তি।
1904:	আমেরিকা ভ্রমণ। 'Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism'- এর প্রকাশনা।
1918:	ভিয়েনাতে বিশেষ ভাবে স্থাপিত সমাজতত্ত্ব বিভাগের কার্যভার গ্রহণ।
1919:	ম্যুনিখ (Munich) বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি।
1920:	ওয়েবারের মৃত্যু।

তাঁর বেশিরভাগ কাজের প্রকাশনা এবং অনুবাদকার্য যা উনাকে বিখ্যাত করেছিল সেগুলো তাঁর মৃত্যুর পরেই হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism(1930); From Max Weber: Essays in Sociology (1946); Max Weber on the Methodology of the Social Sciences(1949); The Religion of India (1958) এবং Economy and Society (3 Vols. 1968).

কাজ - ৩

ডুরখেইম (Durkheim) এবং মার্ক্স (Marx) সামাজিক শ্রম বিভাজনের সম্পর্কে কী বলেছেন- তুলনা করার চেষ্টা করো। উভয়ের মতেই সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের সংগঠনও জটিল হতে থাকে, শ্রম বিভাজন আরও বিস্তৃত হয়ে যায় এবং তাতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বেড়ে যায়। কিন্তু ডুরখাইম জোর দিয়েছিলেন একতার উপর এবং মার্ক্স জোর দিয়েছিলেন দ্বন্দ্বের উপর। এই ব্যাপারে তোমার মতামত কী ?

তুমি কি কারণ বলতে পার যার জন্য মার্ক্স আধুনিক সমাজ সম্পর্কে ভুল হতে পারেন? উদাহরণস্বরুপ, তুমি কি কোনো পরিস্থিতি বা উদাহরণের সম্পর্কে ভাবতে পার যেখানে ব্যক্তি বিভিন্ন গোষ্ঠীর পটভূমি এবং স্বার্থ বিরোধীতা স্বত্ত্বেও একসঙ্গে একটি গোষ্ঠী বা সমষ্টিগতভাবে একসঙ্গে যোগদান করে ? মার্ক্স এখানেও সত্য- এই বিষয়ে বোঝানোর জন্য তুমি কী ধরণের যুক্তি দেখাবে?

তুমি কি চিন্তা করতে পার যে কী কারণে ডুরখাইম আধুনিক সমাজে ব্যক্তিকে অধিক স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারেন? উদাহরণস্বরুপ, এটা কি সত্যি নয় যে গণ যোগাযোগ (বিশেষ করে টেলিভিশন) বিস্তারের মাধ্যমে জনপ্রিয় ফ্যাশন যেমন কাপড় অথবা সঙ্গীতের মানদণ্ড বেড়েছিল? আগের তুলনায় আজকের যুবক সম্প্রদায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, দেশ, রাজ্য অথবা ধর্মের হয়েও একই ধরনের সঙ্গীত শুনতে পছন্দ করে। এটা কি ডুরখেইমকে ভুল প্রমাণিত করে? এই প্রেক্ষাপটের পক্ষে এবং বিপক্ষে কী যুক্তি হতে পারে?

মনে রাখবে, সমাজতত্ত্ব গণিত- এর মতো না যেখানে বেশিরভাগ একটাই শুদ্ধ উত্তর হয়। সমাজ এবং ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত যে কোনো জিনিসের একের বেশি শুদ্ধ উত্তর হতে পারে অথবা কোনো একটি প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ এবং অন্য একটি প্রেক্ষাপটে ভুল হতে পারে অথবা আংশিক সত্য অথবা অসত্য ইত্যাদি হতে পারে। অন্যভাবে, সামাজিক বিশ্ব অনেক জটিল এবং এটা সময় এবং স্থানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কোনো কিছু শেখার জন্য এটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে কোনো বিষয়কে মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করা, যাতে এটা বোঝা যায় একটি নির্দিষ্ট উত্তর ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন কেন হয়।

ম্যাক্স ওয়েবার জার্মানিতে নিজের সময়কালের গুরত্বপূর্ণ সামাজিক চিন্তাবিদ ছিলেন। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা থাকা সত্যেও তিনি রেখে গেছেন সমাজতাত্ত্বিক লিখনের অপূর্ব ভাণ্ডার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারপূর্বক লিখে গেছেন কিন্তু মূলত আলোকপাত করেছেন সামাজিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যামূলক সমাজতত্ত্ব ও শক্তি এবং প্রভাবমূলক বিকাশের উপর। ওয়েবারের আর একটা গুরত্বপূর্ণ চিন্তন ছিল আধুনিক সমাজে যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের সম্পর্ক।

ম্যাক্সওয়েবার ও ব্যাখামূলক সমাজতত্ত্ব (Max Weber and Interpretive Sociology)

ওয়েবারের অনুসারে সামাজিক বিজ্ঞানের পূর্ণ উদ্দেশ্য "সামাজিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যামূলক বুঝাপড়ার" বিকাশ করা। এই সামাজিক বিজ্ঞাণগুলি তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন যার উদ্দেশ্য 'প্রকৃতির নিয়ম- এর খোজ' যা এই ভৌতিক বিশ্বের সঞ্চালন করে। যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল সামাজিক ক্রিয়া ও মানবিক ক্রিয়া যেগুলো মূখ্যত বিষয়গত অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের থেকে ভিন্ন হতে হবে। ওয়েবারের জন্য 'সামাজিক ক্রিয়ার অন্তর্গত হল সকল মানবিক অর্থপূর্ণ আচরণ, অর্থাৎ যে ক্রিয়াকে কর্মী একটি নির্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। সামাজিক ক্রিয়ার অধ্যয়নে সমাজতত্ত্বের কাজ হল সেই অর্থগুলোকে খোজা যা কর্মী (actor) দ্বারা দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য সমাজতত্ত্ববিদকে কর্মী(actor)-র জায়গায় নিজেকে রাখতে হবে এবং সমাজতত্ত্ব হল ধারাবাহিক ভাবে সহমর্মিতা বোঝাপড়ার (Empathetic understanding) অর্থাৎ এমন বোঝাপড়া যা 'অনুভূতির উপর' আধারিত নয় কিন্তু 'অনুভূতির সঙ্গে' যুক্ত। এই সহানুভূতিশীল বোঝাপড়ার অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজতত্ত্ববিদরা বুঝতে চেষ্টা করেন সামাজিক কর্মী বা কর্তার অভিপ্রায় এবং বিষয়গত অর্থ।

ওয়েবার প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বিশেষ এবং জটিল প্রকারের 'নৈর্ব্যক্তিকতা' (objectivity) আলোচনা করেন যা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে চর্চা করতে হয়েছিল। সামাজিক বিশ্বের ভিত ব্যক্তি বিশেষ অর্থ, মূল্য, অনুভূতি, সংস্কার, আদর্শ ইত্যাদির উপরে আধারিত। এই সামাজিক বিশ্বের অধ্যয়নের জন্য, সামাজিক বিজ্ঞানকে এই বিষয়গত অর্থগুলো বোঝার জন্য এবং তার সম্পূর্ণ বর্ণনা করার জন্য, সামাজিক বিজ্ঞানীদের এই 'সহানুভূতিশীল বোঝাপড়াকে' আপন করে নিতে হয়েছিল। তা করার জন্য সমাজতত্ত্ববিদদের স্বয়ং কাল্পনিক ভাবে সেই ব্যক্তিদের স্থানে দাঁড়াতে হয়, যাদের কাজকে তারা অধ্যয়ন করছিল। কিন্তু সেই অধ্যয়ন নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে করতে হত যদিও তা বিষয়গত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাই "সহানুভূতিশীল বোঝাপড়ার" জন্য অত্যাবশক, হল সামাজিক কর্মীর বিষয়গত অর্থগুলো এবং অভিপ্রায়গুলোকে বিশ্বস্তভাবে নথিভুক্ত করা ও সমাজতত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মতামতকে দূরে রাখা। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজতাত্ত্বিকদের শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থকে বর্ণনা করতে হত, বিচার করতে হত না। ওয়েবার এই ধরনের বস্তুনিষ্ঠতাকে 'নিরপেক্ষ মূল্যবোধ' (Value Neutrality) বলেছেন। তাই সমাজতত্ত্ববিদগনের অত্যাবশ্যক ছিল নিরপেক্ষভাবে কর্তার বা কর্মীর মূল্যগুলোকে নথিভূক্ত করা যাতে তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ প্রভাবিত না হয়। ওয়েবার বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য এটি একটি কঠিন কাজ কেননা তারাও সমাজের সদস্য এবং তাদেরও ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধারণা রয়েছে। তথাপি, তাদেরকে গুরুতর আত্মশৃঙ্খলার অনুশীলন করতে হত— 'কঠিন ইচ্ছার' অনুশীলন— তিনি বলেছেন, এবং 'নিরপেক্ষ মূল্যবোধ' হওয়া অত্যাবশ্যক যখন অন্যদের মূল্য এবং দৃষ্টিকোণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

'সংবেদনশীল বোঝাপড়া" ছাড়াও ওয়েবার অন্য একটি পদ্ধতি শাস্ত্রের উপকরণ প্রস্তাবিত করেছিলেন সমাজতত্ত্বের জন্য —'আদর্শ্য প্রকার (Ideal type) আদর্শপ্রকার সামাজিক ঘটনার এক যুক্তিযোগ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল যা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর রূপরেখা। যেহেতু এটা ধারণাগত উপকরণ, তা সাহায্য করে বিশ্লেষণ

করতে যে কোনো ঘটনার কিন্তু তা বাস্তবিকতার নির্মাণ করে না। আদর্শ প্রকার কিছু বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ দেখায় যা বিশ্লেষণ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ' আবার অন্যদিকে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে এড়িয়ে যায় বা কমে করে । অবশ্যই বৃহত্তর অর্থে আদর্শ প্রকার বাস্তবিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে কিন্তু তার মূখ্য কাজগুলো হল বিশ্লেষণে সাহায্য করা ও সামাজিক ঘটনার অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরা। আদর্শ প্রকার এর বিচার করা হয় এই ভিত্তিতে যে এটা বিশ্লেষণে কতটা সাহায্য করছে, এবং তা নয় যে কতটা সঠিক বিস্তৃত বর্ণনা দিচ্ছে।

ওয়েবার আদর্শ প্রকারকে ব্যবহার করেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন সভ্যতার সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝার এবং বিশ্লেষণের জন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েবার দেখান কীভাবে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী আগমন এবং বিকাশের জন্য খ্রিস্টধর্মের অন্তর্গত প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যক্তিদের বা শ্রেণিদের বা গোষ্ঠীদের কিছু মূল্যবোধ গভীরভাবে সেই সমাজকে প্রভাবিত করেছিল।

ওয়েবার আদর্শ প্রকারের পুনরায় ব্যবহার করেন , তিন ধরনের কর্তৃত্ব (Authority) কে বর্ণনা করতে - প্রথাগত (Traditional), সহজাত দক্ষতা সম্পন্ন করিশ্মা (charismtic) এবং যুক্তি সংহত- আইনগত (Rational-Legal)। একদিকে প্রথাগত কর্তৃত্বের উৎস ছিল প্রথা (custom) অন্যদিকে করিশ্মা (charismatic) কর্তৃত্বের উৎস ছিল "দৈবিক বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট" এবং যুক্তি সংহত আইনগত কর্তৃত্ব নির্ভর করত সমাজের আইন শৃঙ্খলার উপরে। যুক্তি সংহত আইনগত কর্তৃত্ব আধুনিককালে আমলাতন্ত্রে দেখা যায়।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ছিল সেই মাধ্যম যা গৃহস্থ ও সর্বজনীন পৃথিবীর পৃথকীকরণ করে, অর্থাৎ সর্বজনীন ক্ষেত্রে আচরণ বা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হত স্পষ্ট নিয়ম ও কানুন দ্বারা। তাছাড়া, সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমলাতন্ত্র আধিকারিকদের শক্তিকে কর্তব্য পর্যন্ত প্রতিবন্ধক করত এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করত না।

আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হল-

(ক) আধিকারিকদের কার্যকারিতা।
(খ) পদ (Position) কে ক্রমোচ্চশীল রূপে রাখা।
(গ) লিখিত নথির উপর নির্ভরশীলতা।
(ঘ) অফিস পরিচালনা; এবং
(ঙ) অফিসে আচরণ।

(ক) আধিকারিকদের কার্যকারিতা

আমলাতন্ত্রের অন্তর্গত আধিকারিকদের নির্দিষ্ট কার্যকারি ক্ষেত্র রয়েছে যা পরিচালিত হয়ে থাকে নিয়মনীতি, আইন এবং প্রশাসনিক বিধানের দ্বারা। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে প্রতিদিনের কাজগুলোকে বণ্টন করা হয় নির্দিষ্টভাবে যাকে অফিসিয়েল কর্তব্য বলে বলা হয়। তাছাড়া উচ্চতর আধিকারিকদের নির্দেশ নিম্ন আধিকারিকরা পালন করে। কিন্তু আধিকারিকদের কর্তব্যগুলো কঠোর রূপে নিয়ন্ত্রিত হয় নির্দিষ্ট ক্ষমতার মধ্যে। যেহেতু কতর্ব্যগুলো নিয়মিত সম্পূর্ণ করতে হয়, একমাত্র যোগ্যতাপূর্ণ ব্যক্তিদেরই সেই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়। সরকারি পদগুলো আমলাতন্ত্রে স্বতন্ত্র, কেননা কোনো পদে থাকা ব্যক্তির অবসরের পরেও সেই পদেই অন্য ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন।

(খ) পদকে ক্রমোচ্চশীল রূপে রাখা

কতৃত্ব এবং অফিসে পদ ক্রমোচ্চশীল রূপে থাকে, যেখানে উচ্চতর আধিকারিকরা নিম্নতর আধিকারিকদের পরিচালনা করেন। তাই যে কোনো নিম্ন আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের উপর অসন্তুষ্টী থাকলে উচ্চতর আধিকারীকদের কাছে আপিল (appeal) করা যায়।

(গ) লিখিত নথির উপর নির্ভরশীলতা:

আমলাতান্ত্রিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লিখিত নথীর উপর নির্ভরশীল। লিখিত নথি (files) কে সংরক্ষণ করে দলিল রূপে (Record) রাখা হয়। আমলাতন্ত্রের সিদ্ধান্ত যুগ্মভাবে "আমলা" বা অফিস নেয়। এটা সর্বজনীন ক্ষেত্রের অংশ যা আধিকারিকদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে পৃথক।

(ঘ) অফিস পরিচালনা

যেহেতু অফিস পরিচালনা এক বিশেষ এবং আধুনিক কাজ তাই, এই কার্যকারীতার জন্য প্রয়োজন দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের।

(ঙ) অফিসে আচরণ

যেহেতু অফিসের কাজ দাবি করে আধিকারিকদের সম্পূর্ণ মনোযোগ, কাজের সময়সীমা যাই হোক না কেন। তাই অফিসের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় নিয়মনীতির দ্বারা। এটাই ব্যক্তির আচরণকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে সরকারি ক্ষেত্রে আলাদা করে যেহেতু এই নিয়ম ও নীতি আইন দ্বারা স্বীকৃত। তাই সরকারি আধিকারিকরা দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আধুনিক প্রকার হল ওয়েবারের আমলাতন্ত্র। এটা দেখায় কিভাবে একজন কর্তা (Actor) পরিচিত হয় তার দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং একই সময় সেই কর্তাকে সকল কার্যকারিতার জন্য দেওয়া হয় অত্যাবশ্যক শক্তি। আইন আধিকারিকদের কাজ, কর্তৃত্ব ও শক্তিকে সীমিত করে এবং আধিকারিকদের দায়বদ্ধ করে তোলে তাদের কাজের প্রতি, কেননা সেই কাজ সর্বজনীন ক্ষেত্রে পূর্ণ করা হয়।

কাজ -৪

তুমি কতদূর পর্যন্ত চিন্তা করতে পার যে নিম্নলিখিত গোষ্ঠী বা কার্যকলাপে ওয়েবারের (Weber) অর্থে আমলাতান্ত্রিক কতৃত্বের প্রয়োগ করা হয়?
(ক) তোমার শ্রেণি; (খ) তোমার বিদ্যালয়; (গ) একটি ফুটবল টিম; (ঘ) একটি গ্রামের পঞ্চায়েত সমিতি; (ঙ) কোনো জনপ্রিয় অভিনেতার প্রশংসকের সংঘ; (চ) ট্রেন বা বাসে রোজ যাতায়ত করা ব্যক্তি গোষ্ঠী; (ছ) একটি যৌথ পরিবার; (জ) একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়; (ঝ) একটি জাহাজের নাবিকদল(crew); (ঞ) অপরাধী দল (gang); (ট) ধার্মিক নেতাকে অনুসরণকারী দল; (ঠ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে আশা দর্শকমণ্ডলী।
তোমার আলোচনার উপর ভিত্তি করে কোন দলকে তুমি 'আমলাতান্ত্রিক' রূপে চিহ্নিত করবে? তুমি পক্ষে এবং বিপক্ষে, উভয়দিক থেকে আলোচনা করবে এবং যারা তোমার বিপক্ষে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবে।

শব্দকোশ

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation): পুঁজিবাদী সমাজে এমন এক প্রক্রিয়া যার অন্তর্গত মনুষ্য প্রকৃতি থেকে এবং অন্য মানুষ, তাদের শ্রম এবং উৎপাদন ও নিজের থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন বোধ করে।

জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment) : ইউরোপে আঠারো শতাব্দীর এক সময়কাল (period) যখন দার্শনিকরা ধার্মিক সিদ্ধান্তের সর্বমান্যতাকে অস্বীকার করে ও যুক্তির সত্যকে স্থাপন করে, এবং মানুষকে একমাত্র সেই নিমিত্ত বলে ধরা হয়।

সামাজিক তথ্য (Social Fact): সামাজিক বাস্তবিকতার ক্ষেত্র যা সম্পর্কিত সর্বজনীন আচরণ ও বিশ্বাসের আকারে যা ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয় কিন্তু ব্যক্তির উপরে চাপ সৃষ্টি করে এবং তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

উৎপাদনের মাধ্যম (Mode of Production): এটি একটি উৎপাদনের ব্যবস্থার মাধ্যম যা দীর্ঘসময় ধরে চলে আসছে। প্রত্যেক উৎপাদনের মাধ্যম নিজের উৎপাদনের পদ্ধতি (প্রযুক্তি ও উৎপাদন সংগঠনের প্রকার) এবং উৎপাদনের সম্পর্কগুলো (উদাহরণ- দাস প্রথা, সম্পর্ক, বেতনভোগী শ্রমিক) দ্বারা পরিচিতি।

অফিস (Office): আমলাতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সরকারি পদের (Position of Post) অন্তর্গত অ-ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ও নির্দিষ্ট শক্তি ও দায়িত্ব; অফিসের একটি পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে যা নিযুক্ত ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। (এটা অফিসের অন্য অর্থ থেকে আলাদা যা বোঝায় আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে বা যার একটি ভৌতিক অবস্থান রয়েছে যেমন: ডাকঘর, পঞ্চায়েত অফিস,প্রধানমন্ত্রীর অফিস, আমার মা বা বাবার অফিস ইত্যাদি।)

অনুশীলনী

(১) কেন সমাজতত্ত্বের ক্রমবিকাশে জ্ঞানদীপ্তিকে (Enlightenment) গুরত্বপূর্ণ রূপে দেখা হয়?

(২) শিল্পবিপ্লব কীভাবে সমাজতত্ত্ব উদ্ভবের জন্য দায়ী?

(৩) উৎপাদনের মাধ্যমের বিভিন্ন উপাদানগুলো কী কী?

(৪) মার্ক্স এর মতবাদ অনুসারে কেন শ্রেণিগুলো দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হয়?

(৫) সামাজিক সত্য (Social facts) কী? আমরা কীভাবে তাকে চিহ্নিত করবো?

(৬) যান্ত্রিক (Mechanical) এবং স্বাভাবিক (Organic) একতার মধ্যে পাথর্ক্য কী?

(৭) উদাহরণ সহযোগে বোঝাও যে কীভাবে নৈতিক নিয়মগুলি সামাজিক একতার নির্দেশিকীকরণ ঘটায়?

(৮) আমলাতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৯) নৈর্ব্যক্তিকতার প্রকারের কী বিশেষত্ব বা ভিন্নতা রয়েছে যা সমাজ বিজ্ঞানের জন্য অত্যাবশক?

(১০) তোমরা কি চিহ্নিত করতে পার এমন কোন ধারণা বা তত্ত্ব যা সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষে সামাজিক আন্দোলনের ভিত প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে?

(১১) খুঁজে বের করো মার্ক্স এবং ওয়েবার ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী লিখে গেছেন?

(১২) তোমারা ভেবে দেখ এমন কিছু কারণ কেন আমরা আজও অধ্যয়ন করি এই সকল সমাজতত্ত্ববিদদের কাজ যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই? কেন আমাদের ওই সব কাজের অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই, তার কিছু কারণ লিখ।

REFERENCES

BENDIX, REINHARD. 1960. Max Weber: An Intellectual Portrait, Anchor Books,New York.
DURKHEIM, EMILE. 1964. The Division of Labour in Society, (trans. By George Simpson), Macmillan, New York.
IGNOU.2004. ESO 13-1: Early Sociology, IGNOU, New Delhi.

পঞ্চম অধ্যায়
ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ

তোমরা তোমাদের প্রথম বই 'সমাজতত্ত্বের পরিচয়'-এর প্রথম অধ্যায়ে দেখেছিল যে ইউরোপিয়ান প্রসঙ্গেও (European Context) এই শাখা (Discipline) অপেক্ষাকৃত নূতন যা মোটামোটি একশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে, সমাজতাত্ত্বিকভাবে চিন্তাধারা একশো বছরের কিছু পুরানো, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে, সমাজতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল 1919 সনে, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Bombay) 1920 সনে, অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যালকাটা এবং লখনৌ (Calcutta and Lucknow)—সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বে শিক্ষা এবং অনুসন্ধান কার্য শুরু করেছিল। আজকের দিনে, প্রত্যেক প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ, সামাজিক নৃতত্ত্ব অথবা নৃতত্ত্ব বিভাগ আছে এবং প্রায়ই একাধিক শাখার (Disicipline) প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

আজকাল, অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের মতো সমাজতত্ত্বকেও ভারতে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এটা সবসময় এরকম ছিল না। প্রাথমিক সময়ে, এটা পুরোপুরি স্পষ্ট ছিল না যে, ভারতীয় সমাজতত্ত্বের প্রকৃত রূপ কী হবে, এবং প্রকৃতপক্ষে, সমাজতত্ত্বের মতো বিষয়ের বাস্তবিক প্রয়োজন ভারতে আছে কিনা। ২০ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে (first quarter of 20th century) যারা এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তাদের নিজেদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে ভারতের মতো দেশে এই বিষয়ের ভূমিকা কী হবে। এই অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্বের (founding figures) সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করানো হবে। এই সকল পণ্ডিতগণ (Scholoars) এই শাখাকে (Disicipline) সঠিক রূপ দিতে এবং সেটাকে আমাদের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটের বিশিষ্টতা অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত করেছিল। সর্বপ্রথম, যদি পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বের উদ্ভব আধুনিকতাকে বোঝার চেষ্টার জন্য হয়, তাহলে ভারতের মতো দেশে এটার ভূমিকা কী হবে? ভারত, নিজেও আধুনিকতার দ্বারা আসা পরিবর্তনকে অনুভব করেছিল কিন্তু সেখানে একটি বড়ো পার্থক্য ছিল—ভারত একটি উপনিবেশ ছিল। ভারতে আধুনিকতার প্রথম অনুভব এবং উপনিবেশিক পরাধীনতা (Colonial subjugation) দুটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয়ত, যদি ইউরোপিয়ান সমাজে সামাজিক নৃতত্ত্বের উদ্ভব আদিম সংস্কৃতিকে জানার উৎসুকতা থেকে তৈরি হয়, তাহলে ভারতে এটার ভূমিকা কী—যা নিজেই একটি প্রাচীন এবং উন্নত সভ্যতা (ancient and advanced civilisation) রূপে জানা যেত, কিন্তু সেখানে 'আদিম' (বা আদিবাসী) সমাজও পাওয়া

যেত? অবশেষে ভারতের মতো সার্বভৌম, স্বতন্ত্র এবং নবরাষ্ট্রে যা পরিকল্পিত উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের সঙ্গে তার দুঃসাহসিক কাজ শুরুর পথে চলছিল সেখানে সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কী হতে পারে?

ভারতীয় সমাজতত্ত্বের অগ্রনী ব্যক্তিবর্গ (pioneers)দের শুধু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার কাজই ছিল না, তাদের আরও কাজ ছিল নিজেদের জন্য নতুন নতুন প্রশ্ন খোঁজা। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এটা শুধু 'করার' (doing) অভিজ্ঞতা দিয়েই সম্ভবপর ছিল, যেখানে সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্ন একটি আকার পেয়েছিল—এইগুলো 'পূর্ব নির্মিত' (Ready made) রূপে পাওয়া যায় নি। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শুরুর দিকে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ বেশিরভাগই ঘটনাচক্রে হয়ে উঠেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের সর্বপ্রথম এবং সুপরিচিত সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন L.K. Ananth akrishna Iyer (1861-1937), যিনি তাঁর নিজের জীবন শুরু করেছিলেন একজন ক্লার্ক হিসেবে, তারপর একজন স্কুল শিক্ষক এবং শেষে কোচিন (Cochin) রাজ্যের মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন, যা বর্তমান কেরল (Kerala) রাজ্যের একটি অংশ। 1902 সনে কোচিনের দিওয়ান (Dewan of Cochin) এর কাছ থেকে তাকে রাজ্যের নৃজাতীয় নিরীক্ষণ (ethnographic survey) এ সহায়তা করার জন্য বলা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের নিরীক্ষণ সকল দেশীয় রাজ্য এবং পাশাপাশি ভাবে সকল প্রেসিডেন্সি এলাকায় করাতে চেয়েছিল যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাদের আওতায় আসে। অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার (Anantha Krishna Iyer) এই কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবক রূপে করেছিলেন। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে এরনাকুলামস্থিত মহারাজা কলেজে পড়াতে পড়াতে তিনি পুরো সপ্তাহ কলেজে পড়াতেন এবং ছুটির দিনে নৃজাতীয় বিভাগে অবৈতনিক সুপারিনটেনডেন্ট (unpaid superinetendent) রূপে কাজ করতেন। ওই সময়কার ব্রিটিশ প্রশাসক এবং নৃতত্ত্ববিদগণ তার কাজের বহুল প্রশংসা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এই ধরনের সমীক্ষার কাজে সহায়তা করার জন্য তাকে মহীশূর (Mysore) রাজ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার (Anathakrishna Iyer) সম্ভবতঃ প্রথম স্বশিক্ষিত নৃতত্ত্ববিদ যিনি একজন পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদরূপে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Madras) বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল এবং ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার (Reader) হিসাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়, যেখানে তিনি ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর নৃতত্ত্ব বিভাগ স্থাপনে সহায়তা করেন। 1917 -1932 সন পর্যন্ত তিনি ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। যদিও নৃতত্ত্বে তার কোন আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা ছিল না, তথাপি উনাকে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের (Indian Science Congress) মানবজাতিতত্ত্ব (Ethnology) বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (European University) ভ্রমণকালীন সময়ে তার ভাষণের জন্য জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় (German University) তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। কোচিন রাজ্যের তরফ থেকেও উনাকে 'রায় বাহাদুর' এবং 'দিওয়ান বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

আইনজীবী শরৎচন্দ্র রায় (Sarat Chandra Roy) (1871-1942) ছিলেন আরেকজন 'আকস্মিক নৃতত্ত্ববিদ' (accidental anthropologist) এবং ভারতে এই শাখার অগ্রণী। ক্যালকাটার রিপন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি পাওয়ার আগে,রায় ইংরেজী ভাষার উপর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উপাধি পেয়েছিলেন। আইনের চর্চা শুরু করার কিছুদিন পরই, 1998 সনে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাঁচী গিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল (Chris-

tian Missionary) এ ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই নির্ণয় তাঁর ভবিষ্যৎকে বদলে দিয়েছিল, এবং পরবর্তী ৪৪ বছর পর্যন্ত উনি রাঁচীতেই থেকে গেছিলেন এবং ছোটনাগপুর এলাকায় (Chhotanagpur) (যা বর্তমান ঝাড়খণ্ড) (Jharkhand) বসবাসকারী উপজাতি সংস্কৃতি ও সমাজের নেতৃস্থানীয় কর্তৃপক্ষ (leading authority) হিসাবে কাজ করেন। নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে রায়ের আগ্রহ তখনই বেড়েছিল যখন তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং রাঁচী আদালতে আইনের চর্চা শুরু করেছিলেন, অবশেষে উনাকে সরকারি দোভাষী হিসাবে আদালতে নিযুক্তি দেওয়া হয়।

উপজাতীয় সমাজের প্রতি রায়ের গভীর আগ্রহ হচ্ছে তাঁর পেশাদার প্রয়োজনের উপজাত (byproduct) কেননা তিনি উপজাতি প্রথা এবং আইনকে আদালতে দুভাষিত (interprete) করার কাজ করতেন। তিনি উপজাতি এলাকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন এবং ওদের সঙ্গে থেকে নিবিড়ভাবে ক্ষেত্র কার্য করেছিলেন। এই সকল কাজ 'অপেশাদার' (amateur) ভিত্তিতেই করা হয়েছিল, কিন্তু বিস্তারিত জানার জন্য রায়ের গভীর অধ্যবসায় এবং প্রখর দৃষ্টির ফলে মূল্যবান তথ্য এবং গবেষণা নিবন্ধ তৈরি হয়েছিল। তাঁর সমগ্র বৃত্তি জীবনে, রায় একশোরও বেশি লেখন ভারতীয় এবং ব্রিটিশ একাডেমিক জানালে প্রকাশ করেছিলেন, উপরন্তু তাঁর ওরাও (oraon), মুণ্ডা (Munda) এবং খারিয়া (Kharia) উপজাতির উপর লেখা বিখ্যাত লেখনগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল। শীঘ্রই রায় ভারত এবং ব্রিটেনের গণ্য মান্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং ছোটনাগপুরের বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি 1992 সনে ম্যান ইন ইন্ডিয়া (Man in India) নামক একটি জার্নাল স্থাপন করেন যা এই ধরনের প্রথম জার্নাল ছিল এবং আজও সেটা ভারতে প্রকাশিত হয়।

অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার এবং শরত চন্দ্র রায় দু'জনেই সত্যিকার অর্থে এই বিষয়ের অগ্রণী বিদ্যান ছিলেন। 1900 দশকের শুরুতে, তাঁরা এমন একটি বিষয়ের উপর কাজ শুরু করেছিলেন যার তখন পর্যন্ত ভারতে কোনো অস্তিত্ব ছিল না এবং এমন কোনো সংস্থাও ছিল না যার মাধ্যমে এটার প্রচার এবং প্রসার করা যেত। আইয়ার এবং রায়, উভয়ই বৃটিশ শাসিত ভারতে জন্মেছিলেন, জীবনযাপন করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণও করেছিলেন। এই অধ্যায়ে চারজন ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করানো হবে যাদের জন্ম আইয়ার এবং রায়ের এক প্রজন্ম পরে হয়েছিল। ওদের সকলের জন্ম ঔপনিবেশিক ভারতে হয়েছিল, কিন্তু তাদের বৃত্তি (Career) স্বাধীনতার যুগেও অব্যাহত ছিল এবং তারাই প্রথম আনুষ্ঠানিক সংস্থার রূপরেখা বানিয়েছিলেন যার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের আনুষ্ঠানিকউৎপত্তিহয়েছিল। জি.এস.ঘুরে (G. S. Ghurye) এবং ডি.পি.মুখার্জী (D.P.Mukherjee)র জন্ম হয়েছিল 1890-র দশকে যেখানে, এ.আর.দেশাই (A.R.Desai) এবং এম.এন.শ্রীনিবাস (M.N. Srinivas)-এর জন্ম মোটামোটি আরও পনেরো বছর পরে হয়েছিল অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। যদিও তাঁরা সকলেই সমাজতত্ত্বের পাশ্চাত্য পরম্পরায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও এই প্রশ্নগুলোরও উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন, যা শুধুমাত্র কিছু অগ্রণী বিদ্যানরা জিজ্ঞেস করতে পারতেন ঃ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজতত্ত্ব কী ধরনের আকার নেবে?

জি.এস.ঘুরে কে ভারতে প্রতিষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর স্তরের সমাজতত্ত্ব বিভাগে পয়ত্রিশ বছর ধরে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অধ্যাপনার কাজ করেন।

গোবিন্দ সাদাশিব ঘুরৈ (1893-1983)
(Govind Sadashiv Ghurye)

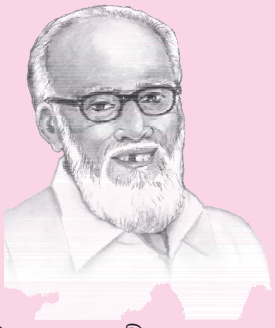

গোবিন্দ সদাশিব ঘুরৈর জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৩ সালে পশ্চিম ভারতের কঙ্কন উপকূলীয় অঞ্চলের মালয়ান নামক একটি ছোটো শহরে হয়েছিল। তাঁর পরিবার একটি সম্পন্ন ব্যবসায়িক পরিবার ছিল, কিন্তু সেটা পতনের দিকে চলছিল।

1913: বোম্বাই এলফিস্টন কলেজে সংস্কৃত (অনার্স) নিয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হন এবং 1916 সালে পাশ করেন। এই কলেজ থেকেই সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে 1918 সনে স্নাতোকোত্তর উপাধি গ্রহণ করেন।

1919: বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে বিদেশে প্রশিক্ষণের ছাত্রবৃত্তির জন্য মনোনীত হন। প্রথমে লণ্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিক্স এ ওই সময়ের বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এল.টি.হবহাউজ-এর কাছে পড়েন। পরে কেম্ব্রিজ-এ ডব্লিউ.এইচ.আর রিভার্স এর কাছে পড়েন এবং তাঁর প্রসারবাদী দৃষ্টিকোণ (diffusionist perspective)-দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন।

1923: 1922 সনে রিভার্স এর হঠাৎ মৃত্যুতে এ.সি.হ্যাডোন-এর তথ্যাবদানে পি.এইচ.ডি জমা করেন। মে তে বোম্বাই ফিরে আসে Caste and Race in Inida, পি.এইচ.ডি অনুসন্ধান প্রবন্ধের একটি সিরিজ কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশের জন্য মনোনিত হয়।

1924: কিছুদিন কলকাতায় থাকার পর, জুন মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান রূপে নিযুক্ত হন। যেখানে তিনি ৩৫ বছর ছিলেন।

1936: বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম শুরু হয়; ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বে প্রথম পি.এইচ.ডি উপাধি ঘুরৈর তত্ত্বাবধানে জি.আর. প্রধানকে দেওয়া হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমকে সংশোধন করেন এবং 1945 সনে ৪টি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম শুরু করেন।

1951: ঘুরৈ ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন। ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটির জার্নাল, সোসিওলজিক্যাল বুলেটিন (Sociological Bulletin) প্রকাশনা 1952 সনে শুরু করেন।

1959: ঘুরৈ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু অধ্যয়ন বিষয়ক(academic) জীবনে সক্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে প্রকাশনার ক্ষেত্রে—৩০টির মধ্যে তাঁর ১৭টি পুস্তক অবসর গ্রহণের পর লিখেছিলেন।

জি.এস.ঘুরৈ 1983 সনে, 90 বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

তাঁর নির্দেশনায় অধিক সংখ্যক গবেষক বিদ্বানীরা (research Scholar) কাজ করেছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকেই পরে এই শাখাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলেন। তিনি 'ইন্ডিয়ান সোসিয়োলজিক্যাল সোসাইটী'(Indian Sociological Society) স্থাপন করেছিলেন এবং ' সোসিওলজিক্যাল বুলেটিন' (Sociological Bulletin)নামক জার্নাল প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষামূলক লেখাগুলি শুধুমাত্র উর্বর (Prolific) ছিল না, এগুলো যে বিষয়ের উপর লিখা ছিল, তা অনেক বিস্তারিতও ছিল। এরকম সময়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে

গবেষণার জন্য আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার সুযোগ অনেক কম ছিল, ঘুরৈ সমাজতত্ত্বকে একটি ক্রমবর্ধমান ভারতীয় বিষয় (discipline) হিসাবে পরিচালিত করেছিলেন। ঘুরৈর স্থাপিত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, এই ধরনের প্রথম বিভাগ ছিল যেখানে সর্ব প্রথম সফলতার সঙ্গে দুটি মুখ্য কার্যক্রম (বিষয়)কে বাস্তবায়িক করেছিলেন যা পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা এবং অনুসন্ধানের সক্রিয় সংমিশ্রণ, এবং সামাজিক নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের এক বৃহৎ যৌগিক শাখা (Composite discipline)।

ঘুরৈর পরিচয়, জাতি এবং বর্ণের (Caste and race) উপর তাঁর লেখা সেরা পরিচিত কাজের দ্বারা হয়ে থাকে কিন্তু এগুলো ছাড়াও উনি আরও বিস্তৃত পরিসরে অন্যান্য বিষয়ের উপর লিখেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে উপজাতি; আত্মীয়তা, পরিবার এবং বিবাহ; সংস্কৃতি, সভ্যতা ও নগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা; ধর্ম; এবং দ্বন্দ্ব এবং একীকরণের সমাজতত্ত্ব (Sociology of conflict and integration)। বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাসঙ্গিক উদ্বেগ (intellectual and contextual concern), যা ঘুরৈকে প্রভাবিক করেছিল, তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল—প্রসারবাদ (diffusionism), হিন্দু ধর্ম এবং চিন্তাধারার উপর প্রাচ্য ছাত্রবৃত্তি (Orientalist Scholarship)জাতীয়তাবাদ (nationalism) এবং হিন্দু অভিন্নতার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি (cultural aspects of Hindu identity)।

একটি প্রধান বিষয় যার উপর ঘুরৈ কাজ করেছিলেন সেটা ছিল 'উপজাতি' (Tribal) অথবা 'আদিবাসী'(aboriginal) সংস্কৃতি। বস্তুত, এই বিষয়ের উপর তাঁর লেখা এবং বিশেষত, বেরিয়র এলউইন (Verrier Elwin) এর সাথে বিতর্ক তাঁকে সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা জগতের বাইরে অন্য এক পরিচয় প্রদান করে। 1930 এবং 1940 এর দশকে এই বিষয়ের উপর অনেক বিতর্ক হয়েছিল যে ভারতে উপজাতি সমাজের স্থান এবং এই ব্যাপারে রাজ্যের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত। অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক নৃতত্ত্ববিদ ভারতীয় উপজাতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ওরা আদিম মানুষ ছিল যারা মূলধারার হিন্দুধর্ম থেকে দূরে, নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নিয়ে থাকত, ওদের আরও বিশ্বাস ছিল যে সকল উপজাতি লোকেরা হিন্দু সমাজ এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে শুধু শোষিতই হবে না, ওদের সাংস্কৃতিক অবনতিও হবে। এইসব কারণে, ওরা অনুভব করেছিলেন যে উপজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাজ্যের কিছু দায়িত্ব আছে ওদের জীবন পদ্ধতি এবং সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করার, যা অবিরত চাপের সম্মুখীন হচ্ছে মূলধারার হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত (assimilate) হওয়ার

কায -১

আজকের দিনেও আমরা এই ধরনের বিতর্কের সঙ্গে জড়িত বলে মনে হচ্ছে। সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, যে কোনো একটি প্রশ্নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা কর। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ উপজাতীয় আন্দোলন তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় দাবি করে—বাস্তবে, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় রাজ্য গঠিত হয় এই ধরনের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। উন্নয়নের নামে বড়ো বড়ো— বাঁধ, খনি এবং কারখানা নির্মাণের জন্য উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উপর এক অনুপাতহীন চাপের সৃষ্টি হয়—যার উপর অনেক বিতর্ক আছে। এই ধরনের আর কত দ্বন্দ্বের সম্পর্কে তুমি জান? খুঁজে দেখ এই ধরনের দ্বন্দ্বের কারণ কি? তুমি এবং তোমার সহপাঠীরা এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে কি করা উচিত বলে মনে কর?

ফলে। যাহোক, জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা ভারতের একতা এবং ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে আধুনিকায়নের (modernising) প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সমানভাবে উৎসাহী ছিলেন। ওরা এটা মনে করতেন যে উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা বিপথে চালিত হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ অনগ্রসর রাষ্ট্রে উপজাতি প্রতিপালন বজায় রাখা হয় আদিম সংস্কৃতির 'জাদুঘর' হিসাবে। হিন্দুধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যকে ওরা পুরোনো মনে করতেন এবং সেগুলোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ছিল; ওদের মনে হয়েছিল উপজাতিদেরও বিকাশের প্রয়োজন। ঘুরে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং তিনি ভারতীয় উপজাতিদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে না রেখে 'পিছিয়ে পড়া হিন্দু'(backward Hindus) আখ্যা দিতে জোর দিয়েছিলেন। এই কাজের জন্য উনি উপজাতি সংস্কৃতির অনেক সাক্ষ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, ওরা দীর্ঘ সময় ধরে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সকল ভারতীয় সম্প্রদায়কে যেতে হয়েছিল, ওই প্রক্রিয়ায় উপজাতি সম্প্রদায় সাধারণত অন্য ভারতীয়দের থেকে কিছুটা পিছিয়ে রয়ে গেছিল। এই বিশেষ যুক্তি— যেমন, ভারতীয় উপজাতি এমন এক আদিম জাতি ছিল যা খুব কমই বিচ্ছিন্ন ছিল, যার বর্ণনা প্রাথমিক/শাস্ত্রীয় নৃতাত্ত্বিক (classical anthropolagical) বই-এ দেওয়া ছিল—তা সত্যিই বিতর্কিত ছিল না। মূলধারার সংস্কৃতির প্রভাব কীভাবে এবং কতটুকু মূল্যায়ণ করা হয়েছিল সেটাই ছিল পার্থক্য। 'সংরক্ষণ নীতির সমর্থক' (protectionists) রা বিশ্বাস করতেন আত্তীকরণের (assimilation) ফলে উপজাতিরা প্রচণ্ড শোষিত হবে এবং ওদের সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে। অন্যদিকে, ঘুরে এবং অন্য জাতীয়তাবাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন, যে এই কু-প্রভাবগুলি শুধুমাত্র উপজাতি সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু ভারতীয় সমাজের সকল পিছিয়ে পড়া এবং দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমানভাবে দেখা যেত। এগুলোই ছিল উন্নয়নের পথে অবধারিত সমস্যা।

জাতি এবং বর্ণের উপর জি.এস.ঘুরের বিচার

জি.এস. ঘুরের শৈক্ষিক খ্যাতি তার ক্যাম্ব্রিজে করা ডক্টরাল ডিসারটেশনের (doctoral dissertation) ভিত্তিতে হয়েছিল, যা পরে *Caste and Race in India 1932* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘুরের কাজ অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল কারণ এটি সমকালীন ভারতীয় নৃতত্ত্বের প্রধান বিষয়সম্বন্ধিত ছিল। ঘুরে এই বইয়ে জাতি এবং উপজাতির সম্পর্কের উপর তখনকার প্রভাবশালী তত্ত্বের বিস্তারিত সমালোচনার উপলব্ধি করিয়েছিলেন। এই সর্বপ্রচলিত বিচারধারার প্রধান সমর্থক ছিলেন হারবার্ট রিসলে (Herbert Risley), যিনি একজন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধিকারিক ছিলেন এবং নৃতাত্ত্বিক ব্যাপারে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। এই বিচারধারার মতে, শারীরিক বিশিষ্ট্যতার উপর নির্ভর করে মানুষকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক বর্ণে বিভক্ত করা যেতে পারে, যেমন মাথার খুলির পরিধি, নাকের দৈর্ঘ্য, অথবা কপালের আয়তন (আকার) অথবা খুলির অংশ যেখানে মস্তিষ্ক অবস্থিত।

রিসলে (Risley) এবং অন্যান্যরা এটা মানতেন যে ভারত বিভিন্ন জাতিগত বিবর্তনের অধ্যয়নের একটি অনন্য 'পরীক্ষাগার' (laboratory) ছিল কারণ জাতি (Caste) অনেক শতাব্দী ধরেই আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ করত। রিসলের প্রধান যুক্তি ছিল যে জাতির উদ্ভব বর্ণ থেকেই হয়েছিল কেননা বিভিন্ন জাতিসমূহ কোনো বিশিষ্ট বর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত বলে মনে হয়। সাধারণত, উঁচু জাতির লোকের ভারতীয়-আর্য বর্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আনুমানিক মিল রয়েছে, যেখানে নিম্নজাতি অনার্য-আদিবাসী, মঙ্গোলিয়ান বা অন্যান্য বর্ণের অন্তর্গত বলে মনে হয়। বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্নতা যেমন নাকের দৈর্ঘ্য, খুলির

আয়তন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রিসলে এবং অন্যান্যরা ধারণা করেছিলেন যে নিম্নজাতির লোকেরাই ভারতের আদি অধিবাসী। তাদেরকে আর্যরা অধীনস্থ করেছিল ভারতের বাইরে থেকে এসে এবং ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

রিসলের দেওয়া যুক্তির সঙ্গে ঘুরের অসম্মতি ছিল না কিন্তু তিনি সেটাকে শুধু আংশিক সত্য বলে মানতেন। তিনি এই সমস্যাগুলির উল্লেখ করেছিলেন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের বণ্টন না করে শুধুমাত্র গড় ব্যবহার করে। ঘুরৈ মনে করতেন রিসলের (Risley's) গবেষণামূলক প্রবন্ধ যেখানে উঁচু জাতিকে আর্য এবং নীচু জাতিকে অনার্য বলা হয়েছে, সেটা শুধুমাত্র উত্তর ভারতের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে সত্য। ভারতের অন্যান্য অংশে, আন্তঃশ্রেণির পার্থক্যের মধ্যে মানবমিতি (anthropometric) মাপ খুব বড়ো বা পদ্ধতিগত ছিল না। এটা থেকে মনে করা হয় যে ভারতীয় গাঙ্গো উপত্যকা (Indo-Gangatic Plain) বাদ দিয়ে ভারতের অন্যান্য অংশে, বিভিন্ন বর্ণ গোষ্ঠীর লোকেরা অনেক সময় ধরে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। এইভাবে, 'জাতিগত বিশুদ্ধতা'(Racial purity) অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধতার কারণে শুধুমাত্র 'সঠিক হিন্দুস্থান' (Hindustan Proper) বা উত্তর ভারতেই সংরক্ষিত রয়েছে। ভারতের অন্যান্য অংশে, আন্তঃবিবাহের প্রচলন (একটি নির্দিষ্ট জাতির মধ্যেই বিবাহ) এই গোষ্ঠীগুলিতে প্রচলিত হয়েছে, যেগুলো ইতিমধ্যে জাতিগতভাবে ভিন্ন ছিল।

আজকাল, জাতিগত তত্ত্ব (Racial theory of caste)কে আর মানা হয় না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, এটাকে সত্য বলে মনে করা হত। ঐতিহাসিকদের মধ্যে আর্য এবং ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের আগমন নিয়ে বিরোধিত মতবাদ আছে। যাহোক, ঘুরে যে সময়ে এটা শিখেছিলেন, সেই সময়ে এটাই এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, এই কারণেই তাঁর লেখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঘুরৈ (Ghurye) জাতির একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং সেইজন্যও তাঁর বিশেষ পরিচিতি আছে। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞা ছয়টি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেয়।

(১) জাতি একটি প্রতিষ্ঠান যা খণ্ডিত বিভাজনের উ পর আধারিত। এটার অর্থ হল সমাজ অনেকগুলো বন্ধ, পারস্পরিক স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভাজিত অংশ বা কুঠুরী। এক একটি জাতি এমন এক একটি কুঠুরীর মতো। ইহা বন্ধ কারণ জাতির নির্ধারণ জন্মগতভাবে হয়—একটি নির্দিষ্ট জাতির পিতামাতার সন্তান সেই জাতিরই হবে। অন্যদিকে, জাতির সদস্যতা শুধুমাত্র জন্মের ভিত্তিতেই পাওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে, একজন ব্যক্তির জাতির নির্ধারণ জন্ম থেকে, জন্মের সময়ই হয়ে যায়; এটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না এবং এটাকে বদলানো যায় না।

(২) জাতিগত সমাজক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যস্ত বিভাজনের (hierarchical division) উপর আধারিত। প্রত্যেকটা জাতি অন্য আর একটা জাতি থেকে কঠোরভাবে আলাদা, অর্থাৎ প্রতিটি জাতি অন্য প্রত্যেক জাতি থেকে উচ্চতর বা নিম্ন হয়। ধারণাগতভাবে (যদিও প্রচলিত নয়), কোনো দুটি জাতি সমান হয় না।

(৩) প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতি সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (social-interaction) উপর সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করে, বিশেষত একসাথে বসে খাওয়া। কোন্ ধরণের খাদ্য পদার্থ, কীভাবে এবং কোন্ কোন্ শ্রেণির মধ্যে ভাগ করা যেতে পারে, সেটার বিস্তৃত নিয়ম রয়েছে। এই নিয়ম 'পবিত্রতা' এবং

'অপবিত্রতা' (purity and pollution) র উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এই ভিত্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়াতেও প্রয়োগ করা হয়, অধিকাংশ নাটকীয়ভাবে অস্পৃশ্যতার সঙ্গে জড়িত, যেখানে একটি নির্দিষ্ট জাতির লোকের ছোঁয়াকেই অপবিত্রতার কারণ মানা হয়।

(৪) ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসের নীতি এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা অনুসরণ করে, 'জাতি' বিভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে। এই অধিকার এবং কর্তব্যগুলো শুধুমাত্র ধার্মিক কাজেই সীমাবদ্ধ না থেকে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বে প্রসারিত হয়েছিল। যেমন দৈনন্দিন জীবনের নৃজাতীয় বর্ণনা (ethnographic accounts)তে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে হওয়া মিথস্ক্রিয়া (interaction) এই নিয়ম দ্বারা চালিত হয়।

(৫) জাতি 'পেশাগত পছন্দকে'ও সীমিত করে দেয় যা জাতির মতো এটিও বংশগত এবং জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে,বর্ণ শ্রমবিভাজনের একটি কঠোর রূপ হিসাবে নির্দিষ্ট পেশা নির্দিষ্ট জাতিকে বরাদ্দ করে।

(৬) জাতি বিবাহের উপর প্রতিবন্ধতা আরোপ করে। অন্তর্বিবাহ (caste endogamy) শুধুমাত্র জাতির মধ্যেই বিবাহ, প্রায়ই 'বহির্বিবাহ' (exogamy)র নিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকে, অথবা কাদের মধ্যে বিবাহ সম্ভব নয়। এই ধরণের নিয়মের সমন্বয় জাতি প্রথাকে পুনরুৎপাদন করতে সাহায্য করে।

ঘুরের সংজ্ঞা 'জাতির' অধ্যয়নকে আরও বেশি রীতিবদ্ধভাবে করতে সাহায্য করে। তাঁর ধারণাত্মক সংজ্ঞা

ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জী (1894-1961) (D.P. Mukherjee)

ধূর্জটী প্রসাদ মুখার্জী ৫ অক্টোবর, ১৮৯৪ সালে এক মধ্যবিত্ত বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন যেখানে উচ্চ শিক্ষার দীর্ঘ পরম্পরা চলে আসছিল। বিজ্ঞানে স্নাতক এবং ইতিহাস ও অর্থনীতিকে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

1924: লখনৌ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি।

1934-41: ব্রিটিশ ভারতের যুক্তরাজ্যে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) প্রথম কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের তথ্য পরিচালন মন্ত্রালয়ে পরিচালকের (Director) পদে নিযুক্ত।

1947: ইউ.পি. লেবার এনকোয়ারী কমিটিতে সদস্য পদে কাজ করেন।

1949: লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে নিযুক্তি (উপাচার্যের বিশেষ আদেশে)।

1953: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রফেসর পদে নিযুক্তি।

1955: নবনির্মিত ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটিতে সভাপতির ভাষণ।

1956: সুইজারল্যান্ডে গলার ক্যান্সার এর সার্জারী।৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১ সালে মারা যান।

নির্ধারিত প্রারম্ভিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর আধারিত ছিল। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, জাতির অনেক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হচ্ছিল, যদিও সবগুলিই কোনো না কোনো রূপে বর্তমান। পরের কয়েক দশকে নৃজাতীয় ক্ষেত্রকার্য (ethnographic field work)এই বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ একত্রিত করতে সাহায্য করেছিল যে জাতির উপর স্বাধীন ভারতে কী ঘটছে।

1920 থেকে 1950 এর দশকে সমাজতত্ত্বকে ভারতের দুটি মুখ্য বিভাগ, বোম্বাই এবং লখনৌ এ খোলা হয়। দুটোই সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতির একত্রিত বিভাগ হিসাবে শুরু হয়েছিল যেখানে বোম্বাই বিভাগ ওই সময় জি এস ঘুরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল, অন্যদিকে লখনৌ বিভাগ বিখ্যাত 'ত্রিদেব' রাধাকমল মুখার্জী (প্রতিষ্ঠাতা), ডি. পি. মুখার্জী এবং ডি এন মজুমদার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। যদিও তিনজনই সুপরিচিত এবং ব্যাপকভাবে সম্মানীয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডি পি মুখার্জী সর্বাধিক লোকপ্রিয় ছিলেন। বস্তুত, ডি পি মুখার্জী সাধারণত ডি পি নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, যিনি সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষণ ছাড়াও, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক জীবনেও তার প্রজন্মের সর্বাধিক প্রভাবশালী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রভাব এবং সর্বজনীন লোকপ্রিয়তা তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী থেকে বেশি প্রাপ্তি হয়নি, যতটুকু তাঁর শিক্ষকতা শিক্ষণীয় ঘটনাবলির উপর ভাষণ, মিডিয়াতে করা তাঁর কাজ যেমন সংবাদপত্র নিবন্ধ এবং রেডিও প্রোগ্রাম ইত্যাদি থেকে হয়েছিল। ডি পি ইতিহাস এবং অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজতত্ত্বে এসেছিলেন, এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর সক্রিয় আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন, যার বিস্তার ছিল সাহিত্য, সঙ্গীত, ফিল্ম, পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় দর্শন, মার্ক্সবাদ, রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাতেও। তিনি মার্ক্সবাদে প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিলেন, যদিও এটার রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সামাজিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর তাঁর বিশ্বাস বেশি ছিল। ডি পি ইংরেজি এবং বাংলাতে অনেক বই লিখেছিলেন। তাঁর "Introduction of Indian Music" এই বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ কার্য যা এই ধারার একটি কালজয়ী রচনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ঐতিহ্য ও পরিবর্তন নিয়ে ডি পি মুখার্জীর বিচার

ডি পি মুখার্জী ভারতীয় ইতিহাস এবং অর্থনীতির প্রতি নিজের অসন্তোষের কারণে সমাজতত্ত্বের দিকে ফিরেছিলেন। তাঁর খুব দৃঢ় অনুভূতি ছিল যে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তার সামাজিক ব্যবস্থা, এবং এইজন্য প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় হল এই প্রসঙ্গের সাথে সংযুক্ত থাকা। ভারতীয় প্রসঙ্গের নির্ণায়ক দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ ইতিহাস, রাজনীতি এবং অর্থনীতি পশ্চিমের তুলনায় ভারতে কম বিকশিত হয়েছিল; যাহোক, সামাজিক মাত্রা 'অতিরিক্ত বিকশিত' (Over developed) ছিল। ডি.পি. লিখেছিলেন 'আমার ধারণা যে ভারতে সামাজিকতার বাহুল্য আছে, কিন্তু এছাড়া অন্য সবকিছু অনেক কম। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সামাজিকতার বাহুল্যই ভারতের বৈশিষ্ট্য। আমি অনুভব করেছিলাম, ভারতের ইতিহাস, তার অর্থনীতি এবং তার দর্শনও সর্বদা সামাজিক শ্রেণি এবং ব্যক্তির সামাজিকীরণের মধ্যেও কেন্দ্রীভূত।(Mukherji 1955:2)

ভারতীয় সমাজের কেন্দ্রীয়তা (centrality)কে মাথায় রেখে, ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদের প্রথম দায়িত্ব হল ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যকে জানা এবং অধ্যয়ন করা। ডি পি.র কাছে ঐতিহ্যকে অধ্যয়ন করা শুধুমাত্র অতীতের দিকেই সীমিত ছিল না, এছাড়াও পরিবর্তনের সংবেদনশীলতাও সেটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইভাবে ঐতিহ্য একটি জীবিত ঐতিহ্য ছিল, যা নিজেকে অতীতের সঙ্গে

সংযুক্ত করার সাথে সাথে বর্তমানকে অবলম্বন করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিকশিত করেছিল। তিনি যেমন লিখেছিলেন—"ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদের কাছে শুধুমাত্র সমাজতত্ত্ববিদ হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রথমে তাকে একজন ভারতীয় হতে হবে, মানে তাকে লোকরীতি, প্রথা, রীতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজে জড়িত থেকে সামাজিক পদ্ধতিকে বুঝতে হবে এবং সেটার অভ্যন্তরে এবং বাইরে কী আছে, সেটা জানতে হবে। এই ধারণাকে মাথায় রেখে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজতত্ত্ববিদকে সকল ভাষা শিখতে হবে এবং ভাষার 'উচ্চতা' এবং 'নীচুতা' এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। শুধুমাত্র সংস্কৃত,পার্শী বা রবি নয়, স্থানীয় ভাষাও জানতে হবে।'

ডি পি এই মত পোষণ করেছিলেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সমাজ পাশ্চাত্য অর্থে ব্যক্তিবাদী নয়। একজন গড় ভারতীয়ের আকাঙ্খার রূপ, কম বা বেশি, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দ্বারা তৈরি করা হয় এবং সে খুব কমই এটা থেকে বিচ্যুত হয়। এইভাবে ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা মূলত গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা জাতির ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়,তার ব্যক্তিগত 'উদ্দেশ্যমূলক' (voluntaristic)কার্য দ্বারা হয় না। যদিও উদ্দেশ্যমূলকতা (voluntarism) শহুরে মধ্যবিত্তকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল, এটার উপস্থিতি একটি পছন্দমূলক অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদগণের কাছে ধরা দেয়। ডি পি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে ঐতিহ্য শব্দের মূল অর্থ সঞ্চারিত/প্রেরিত হওয়া। এটার সমতুল্য সংস্কৃত শব্দ হল পরম্পরা, মানে উত্তরাধিকার; অথবা আতিথ্য, যার মূল ভিত্তি হল ইতিহাসের ভিত্তি। এইভাবে অতীতকালে ঐতিহ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে নিহিত ছিল যা গল্প এবং পৌরাণিক কথার পুনরাবৃত্তির দ্বারা এবং নতুন করে শুনে বাঁচিয়ে রাখা হত। যদিও অতীতের সাথে এই সম্পর্ক পরিবর্তনকে আটকাতে পারেনি, কিন্তু এটা অভিযোজন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যেক সমাজেই পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ এবং বাহিক্য উৎস উপস্থিত থাকে। পাশ্চাত্য সমাজে পরিবর্তনের সবচেয়ে সাধারণ উদ্ধৃত অভ্যন্তরীণ উৎস হল অর্থব্যবস্থা, কিন্তু এই উৎস ভারতে খুব একটা কার্যকর নয়। ডি.পি.র মতে ভারতীয় প্রসঙ্গে শ্রেণি দ্বন্দ্ব 'বর্ণের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নিজেকে আচ্ছাদিত করে' যেখানে নতুন শ্রেণি সম্পর্ক এখনও স্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। এই বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে, উনি উপসংহারে বলেছিলেন যে প্রগতিশীল ভারতীয় সমাজতত্ত্বের প্রথম কাজ হচ্ছে পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ, অ-অর্থনৈতিক কারণগুলো খুঁজে বের করা।

ডি.পি. বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিবর্তনের তিনটি নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, শ্রুতি, স্মৃতি এবং অনুভব। এদের মধ্যে তৃতীয় নীতি অর্থাৎ, অনুভব বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটি বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা। যাহোক, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শীঘ্রই সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার রূপ নেয়। এটার মানে হল ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল সাধারণীকৃত 'অনুভব' বা শ্রেণির সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা। উঁচু ঐতিহ্যগুলো স্মৃতি (Smriti) এবং (sruti) শ্রুতিতে কেন্দ্রীভূত হত, কিন্তু পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শ্রেণি অথবা সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা চ্যালেঞ্জ(Challenged) করা হয়ে থাকত, উদাহরণস্বরূপ, ভক্তি আন্দোলন। ডি. পি জোর দিয়েছিলেন যে এটা শুধু হিন্দুদের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির জন্যও সত্য। ভারতীয় ইসলামে, সুফিরা পবিত্র গ্রন্থ অপেক্ষা প্রেম এবং অভিজ্ঞতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন; যা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এইভাবে ডি পি-র মতে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিবিচার, (buddhi-vichar) পরিবর্তনের জন্য

কায -২

'জীবিত ঐতিহ্য' (living tradition)-র তাৎপর্য কী আলোচনা করো। ডি পি মুখার্জীর মতে, এটি একটি ঐতিহ্য যা অতীতকাল থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে রাখে এবং একই সঙ্গে নতুন জিনিসও গ্রহণ করে থাকে। একটি 'জীবিত ঐতিহ্য' বলতে বোঝায় পুরোনো এবং নতুন তত্ত্বের সংমিশ্রণ। তুমি এটাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে যখন তুমি তোমার পরিবার বা প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজন্মের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবে যে ঐতিহ্যের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন হয়েছে এবং কোন্‌গুলো এখনও অপরিবর্তিত আছে। এখানে এই বিষয়ের উপর একটি তালিকা দেওয়া হল যা তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার; এছাড়া তুমি তোমার নিজের পছন্দের বিষয়কেও বেছে নিতে পার। তোমার সমবয়সী ছেলে মেয়েরা যে সকল খেলা খেলে (ছেলে/মেয়ে)।

কোনো জনপ্রিয় উৎসব পালন করার উপায়।

স্ত্রী এবং পুরুষের দ্বারা পরিহিত পোষাক।

এছাড়া তোমার পছন্দের অন্যান্য বিষয় —

এই প্রত্যেকটির জন্য তোমাকে খুঁজতে হবে - যতদূর পর্যন্ত তুমি জানতে পার এই ধরনের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা এখনও পরিবর্তন হয়নি এবং কোন্‌টার পরিবর্তন হয়ে গেছে?

এই ব্যাপারে সাদৃশ্যতা এবং বৈসাদৃশ্য কী ছিল (১) ১০ বছর আগে; (২) ২০ বছর আগে; (৩) ৪০ বছর আগে, (৪) ৬০ বা তার আগে।

তোমার, ফলাফল শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করো।

প্রভাবশালী শক্তি নয়; অনুভব এবং প্রেম (experience and love) ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তনের উৎকৃষ্ট কারক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দ্বন্দ্ব এবং বিদ্রোহ সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ করে। কিন্তু ঐতিহ্যের স্থিতিস্থাপকতা, এটা নিশ্চিত করে যে দ্বন্দ্বের চাপ ঐতিহ্যকে না ভেঙেও তার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এইভাবে আমরা দেখি যে কীভাবে প্রভাবশালী গোঁড়ামি, জনপ্রিয় বিদ্রোহের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়, যা অবশেষে এই রূপান্তরিত ঐতিহ্যের মধ্যে পুনঃশোষিত হয়। পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া - যেখানে বিদ্রোহ এক অতীব প্রভাবশালী ঐতিহ্যের অবস্থিত সীমায় থাকে - একটি জাতিগত সমাজের যেখানে শ্রেণির গঠন এবং শ্রেণি চেতনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঐতিহ্য এবং পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তাধারার মাধ্যমে ডি.পি. পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করার সকল সিদ্ধান্তের, কড়া সমালোচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়ন পরিকল্পনা যা এই ধরনের প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। ঐতিহ্যকে না পূজা করার প্রয়োজন, না অবহেলা করার, ঠিক এইভাবেই যেভাবে আধুনিকতার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু অন্ধানুকরণের জন্য নয়। ডি পি একাধারে ঐতিহ্যের একটি গর্বিত কিন্তু সমালোচক উত্তরাধিকারী ছিলেন, এইসঙ্গে তিনি আধুনিকতার প্রশংসক আলোচকও ছিলেন যার জন্য তাঁর নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণও আকৃতিপ্রাপ্ত হয়।

এ আর দেশাই এমন একজন বিরল ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ যিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সদস্য হিসাবে জড়িত ছিলেন। দেশাই আজীবন মার্ক্সবাদী ছিলেন এবং মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে তিনি বরোদাতে স্নাতক পড়ার সময়েই জড়িয়ে পড়ে ছিলেন, যদিও পরে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। নিজের পেশা জীবনের

অক্ষয় রমনলাল দেশাই (1915 -1994)

এ.আর দেশাইর জন্ম হয়েছিল ১৯১৫ সালে। প্রাথমিক শিক্ষা বরোদাতে, তারপর সুরাট এবং বোম্বাইতে।

1934-39: ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য; (Trotskyte) ট্রটস্কী গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত।

1946: জি.এস.ঘুরের তত্ত্বাবধানে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি জমা করেছিলেন।

1948: দেশাইর পি.এইচ. ডি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ("Social Background of Indian National ism") বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

1951: বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে নিযুক্তি।

1953-1981: Revolutionary Socialist Party -র সদস্য

1961: Rural Transition in India নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল।

1967: প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্তি।

1975: State and Society in India: Essays in Dissent প্রকাশিত হয়েছিল।

1976: সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

1979: Peasant Struggle in India প্রকাশিত হয়েছিল।

1986: Agrarian Struggles in India After Independence প্রকাশিত হয়েছিল। 12 নভেম্বর 1994 সালে মৃত্যু হয়।

বেশিরভাগ সময়ই তিনি অ-মূলধারার (non-main-stream) মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেশাই-র পিতা বরোদা রাজ্যের একজন মধ্যস্তরীয় প্রশাসনিক আধিকারিক ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ছিলেন এবং তাঁর মনে ভারতীয় সমাজবাদ এবং জাতীয়তাবাদ (গান্ধীবাদী) উভয়ের জন্যই সহানুভূতি ছিল। জীবনের প্রথমভাগে মায়ের মৃত্যুতে, দেশাইকে তাঁর পিতা লালন পালন করেন এবং তাঁর পিতার বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন পদে লাগাতার স্থানান্তরের কারণে তাঁকে প্রবাসী জীবন কাটাতে হয়।

বরোদাতে স্নাতক পড়া শেষ করার পর দেশাই অবশেষে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে ঘুরের অধীনে অধ্যয়নে যোগদান করেছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রসঙ্গের উপর তাঁর ডক্টরেট এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং ১৯৪৬ এ তাঁকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৯৪৮ সালে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ '(thesis) "The Social Background of Indian Nationalism' প্রকাশিত হয়েছিল যা সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের একটি। এই বইয়ে, দেশাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ করেছিলেন, যেখানে আর্থিক প্রক্রিয়া এবং বিভাজনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ এর নির্দিষ্ট অবস্থাকে মাথায় রেখে। যদিও এই বইয়ের অনেক সমালোচনা হয়েছিল, তথাপি এই বই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং অনেকবার পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। অন্য যে বিষয়ের উপর দেশাই কাজ করেছিলেন সেগুলো হল কৃষক আন্দোলন এবং গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব; আধুনিকীকরণ, শহুরে সমস্যা, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রের (State) স্বরূপ এবং

মানবাধিকার। যেহেতু মার্ক্সবাদ ভারতীয় সমাজতত্ত্বে বেশি প্রভাবশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না সম্ভবত এইজন্য এ.আর. দেশাইর পরিচিতি এই শাখার অভ্যন্তর অপেক্ষা বাইরে অনেক বেশি ছিল। যদিও তিনি অনেক সম্মান পেয়েছিলেন এবং ইন্ডিয়ান সোসিওলোজিক্যাল সোসাইটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তথাপি দেশাই ভারতীয় সমাজতত্ত্বে এক অনবদ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে এ.আর. দেশাই-র চিন্তাধারা (A.R.Desai on the State)

আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যার সম্পর্কে এ.আর. দেশাই আগ্রহী ছিলেন। যথারীতি, এই বিষয়কে বোঝার জন্য তিনি মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণের সহায়তা নিয়েছিলেন। 'The Myth of the welfare State'-নামক একটি প্রবন্ধে দেশাই বিস্তারিতভাবে এই ধারণার সমালোচনা করেন এবং অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেন। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে পাওয়া বিশদ সংজ্ঞাগুলো বিবেচনা করার পর, দেশাই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত কিছু বিশিষ্টতা সনাক্ত করেন—

(১) কল্যাণকামী রাষ্ট্র একটি ইতিবাচক রাষ্ট্র। এটার অর্থ হল, শাস্ত্রীয় উদারবাদী রাজনৈতিক 'laissez faire'তত্ত্বের থেকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র ভিন্ন হয়, কারণ এটা শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ন্যুনতম কাজ করে না। কল্যাণকামী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপীয় (interventionist) রাষ্ট্র এবং সমাজের উন্নতির জন্য সামাজিক নীতির পরিকল্পনা করা এবং বাস্তবায়িত করার জন্য সক্রিয়ভাবে নিজের শক্তির প্রয়োগ করে থাকে।

(২) কল্যাণকামী রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কল্যাণকারী রাষ্ট্রের উৎপত্তির জন্য গণতন্ত্রকে একটি অনিবার্য অবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক সংস্থা, বিশেষ করে বহুদলীয় নির্বাচন (multi party elections), কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে মনে করা হয়। এই কারণেই উদারবাদী চিন্তাবিদরা (liberal) সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে এই সংজ্ঞার বাইরে রেখেছেন।

(৩) কল্যানকামী রাষ্ট্রে মিশ্র অর্থব্যবস্থা থাকে। 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা'র অর্থ হল এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগ এবং রাষ্ট্র অথবা প্রকাশ্য মালিকানাধীন উদ্যোগ দুটোই একসাথে সহাবস্থান করে। একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র একদিকে যেমন পুঁজিবাদী উদ্যোগকে বিনাশ করতে চায় না, ঠিক এমনভাবে অন্যদিকে শিল্পে প্রকাশ্য বিনিয়োগও প্রতিরোধ করে না। মোটের উপর, রাষ্ট্রীয় বিভাগ প্রয়োজনীয় বস্তু এবং সামাজিক পরিকাঠামোর উপর জোর দেয়, যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ উপভোক্তা পণ্য বিভাগের উপর আধিপত্য করে।

দেশাই এমন কিছু উপায়ের পরামর্শ দিয়েছেন যার মাধ্যমে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের কাজের পরীক্ষা করা যেতে পারে। এইগুলো হল —

(১) কল্যাণকামী রাষ্ট্র কি দারিদ্র্যতা, সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি এবং সকল নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করে?

(২) কল্যাণকামী রাষ্ট্র কি আয়-সম্বন্ধিত বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; যেমন সম্পদ ঘনত্ব (concentration of wealth) প্রতিরোধ করা বা ধনীদের আয়ের কিছু অংশ গরীবদের মধ্যে পুনর্বন্টন করা?

(৩) কল্যাণকামী রাষ্ট্র কি অর্থব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে যেখানে (সমাজের প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে) পুঁজিবাদীদের অত্যাধিক লাভের

প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করে?

(৪) কল্যাণকারী রাষ্ট্র কি স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক মন্দা/সমৃদ্ধি এবং বিষন্নতা থেকে মুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করে?

(৫) এটা কি সবার জন্য রোজগার প্রদান করে?

কায - ৩

এ.আর. দেশাই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আলোচনা মার্ক্সবাদী এবং সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন। উনি চাইতেন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী কল্যাণকামী রাষ্ট্রগুলো যা করেছে, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য এর থেকে অনেক বেশি করে। আজকাল এটার খুব শক্তিশালী বিরোধী মতামত রয়েছে যা বলে যে রাষ্ট্রের কম কাজ করা উচিত এবং বেশির ভাগ জিনিসকে মুক্ত বাজারে (free market) ছেড়ে দেওয়া উচিত। শ্রেণিকক্ষে এই দৃষ্টিকোণগুলোর আলোচনা করো। উভয় পক্ষের একটি নায্য মতামত দিতে ভুলবে না। তোমার স্কুল থেকে শুরু করে তোমার আশপাশে রাষ্ট্র অথবা সরকার দ্বারা সম্পন্ন করা সমস্ত কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করো; জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করো জানতে যে এই তালিকাটি সাম্প্রতিক বছরে দীর্ঘতর বা ছোটো হয়ে উঠেছে কিনা; রাষ্ট্র আগের চেয়ে এখন বেশি কাজ করছে না কম? রাষ্ট্র যদি এসব কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে কী হবে বলে তুমি মনে কর? তুমি এবং তোমার আশেপাশের স্কুলের অবস্থা খারাপ হবে, অথবা একই রকম থাকবে? যদি রাষ্ট্র তার কিছু কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, তাহলে ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষের একই মতামত হবে কি বা একইভাবে প্রভাবিত হবে কি?

তোমার এলাকাতে রাষ্ট্রের দেওয়া পরিসেবা এবং সুযোগ সুবিধাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করো। সরকারের এই সুবিধাগুলো চালিয়ে যাওয়া উচিত অথবা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন শ্রেণির মতামত কীভাবে আলাদা হতে পারে সেটা দেখো। (উদাহরণস্বরূপ রাস্তা, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তার বাতি, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পুলিশ সেবা, হসপিটাল, বাস, ট্রেন এবং বায়ু পরিবহণ..... অন্য আরও কিছুর চিন্তা কর যা তোমার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িত)

এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে, দেশাই এই দেশগুলোর কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করেন যেগুলোকে প্রায়শই কল্যাণকারী রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়, যেমন ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ ভাগ এবং সেই পরীক্ষায় তাদের দাবিগুলি ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত হিসাবে পাওয়া গেছে। এইভাবে অধিকাংশ আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, এমনকি অনেক উন্নত দেশও নিজের নাগরিকদের নিম্নতম আর্থিক এবং সামাজিক সুরক্ষা দিতে অসমর্থ। তারা আর্থিক অসাম্য কমাতে অসফল এবং প্রায়ই এটাকে উৎসাহিত করেন বলে মনে হয়। তথাকথিত কল্যাণকামী রাষ্ট্র বাজারের ওঠা-নামা থেকে মুক্ত স্থায়ী উন্নয়ন করতেও অসফল। অতিরিক্ত ধনের উপস্থিতি এবং অত্যধিক বেকারত্ব এটার অন্য আরেকটি অসফলতা। এই তর্কের ভিত্তিতে, দেশাই এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা একটি ভ্রম।

এ.আর. দেশাই রাষ্ট্রের মার্ক্সবাদী তত্ত্বের উপরও লিখেছিলেন। তাঁর এই লেখাগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে দেশাই শুধু একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেন নি, উনি মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর সমালোচনাও করেন।

ময়শূর নরসিমাচার শ্রীনিবাস (1916-999)
(Mysore Narasimhachar Srinivas)

এম এন শ্রীনিবাসের জন্ম ১৬ নভেম্বর ১৯১৬ সালে ময়শূরের একটি আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল। তাঁর পিতা জমিদার ছিলেন এবং ময়শূরের শক্তি এবং বিদ্যুৎ বিভাগে কার্যরত ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ময়শূর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছিল এবং পরে তিনি জি এস ঘুরের তত্ত্বাবধানে স্নাতোকোত্তর শিক্ষার জন্য বোম্বাই গিয়েছিলেন।

1942: কুর্গ জাতির বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত স্নাতোকোত্তর গবেষণামূলক প্রবন্ধ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

1944: পি.এইচ.ডি. গবেষণামূলক প্রবন্ধ (২ ভাগে) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জি.এস ঘুরের তত্ত্বাবধানে জমা করেন।

1945: অক্সফোর্ড গিয়েছিলেনঃ প্রথমে Radcliffe Brown এবং পরে Evans-Prichard এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

1947: অক্সফোর্ড থেকে সামাজিক নৃতত্ত্বে ডি.ফিল করে ভারতে ফিরে আসেন।

1948: অক্সফোর্ডে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন; এই সময় রামপুরা (Rampura)তে ক্ষেত্র কার্য (fieldwork) করেছিলেন।

1951: অক্সফোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন এবং মহারাজা সায়েজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদাতে প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্থাপন করেন।

1959: দিল্লি স্কুল অফ্ ইকোনোমিক্সে প্রফেসর পদে নিযুক্তি, সেখানে সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্থাপন।

1971: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক চেঞ্জ এ সহ প্রবক্তা।

1999 সনের 30 নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি অনেক মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদের উদাহরণ সহ এই তত্ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যে কমিউনিজম-এর আওতায়ও গণতন্ত্রের গুরুত্ব থাকে এবং রাজনৈতিক উদারতা ও আইনের ভূমিকা প্রত্যেক বাস্তবিক সমাজবাদী রাষ্ট্রে বহাল থাকতে হবে।

স্বতন্ত্র ভারতের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ, ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ এম এন শ্রীনিবাস দুটি ডক্টোরেট ডিগ্রী অর্জন করেন—একটা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং অন্যটা অক্সফোর্ড থেকে। শ্রীনিবাস বোম্বাইতে ঘুরের ছাত্র ছিলেন। শ্রীনিবাসের বুদ্ধিজীবী অভিযোজন (intellectual orientation) রূপান্তরিত হয়েছিল অক্সফোর্ডের সামাজিক নৃতত্ত্ব বিভাগে থাকার বছরগুলোতে। ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞান তখন পশ্চিমী নৃতত্ত্বের প্রভাবশালী শক্তি ছিল এবং যেহেতু শ্রীনিবাস, নিজে এই বিষয়ের গুরুত্বপূণ ছিলেন খুব উৎসাহের সাথে এই অধ্যয়নে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীনিবাসের ডক্টোরেট এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ (the-

sis) প্রকাশিত হয়েছিল 'Religion and Society among the Coorgs of South India'-নামে। এই বইটি ব্রিটিশ সামাজিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রভাবশালী কাঠামোগত-কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গির (structural functional perspective) বিস্তারিত প্রয়োগ দ্বারা শ্রীনিবাসের 'আন্তর্জাতিক খ্যাতি' প্রতিষ্ঠা করেছিল। অক্সফোর্ডে ভারতীয় সমাজতত্ত্বে নব নির্মিত প্রবক্তা হিসাবে শ্রীনিবাসকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৫১ সালে তিনি পদত্যাগ করেন বরোদায় মহারাজা শায়েজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে (Maharaja Sayajirao University) সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে ভারতে ফিরে আসার জন্য। ১৯৫৯ সালে দিল্লি স্কুল অব ইকোনোমিক্সে আরেকটি বিভাগ স্থাপনের জন্য তিনি দিল্লিতে চলে যান, যা শীঘ্রই ভারতে সমাজতত্ত্বের একটি অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

শ্রীনিবাস প্রায়ই এই অভিযোগ করতেন যে তার বেশিরভাগ শক্তি প্রতিষ্ঠান নির্মাণেই চলে যায়, তার নিজের গবেষণার জন্য তার কাছে খুব কম সময়ই থাকে। এই অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও, শ্রীনিবাস কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন যেমন জাতি, আধুনিকীকরণ এবং সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য প্রক্রিয়া, গ্রামীণ সমাজ এবং আরও অনেক। শ্রীনিবাস নিজের আন্তর্জাতিক পরিচয় এবং সহযোগিতার সাহায্যে ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে বিশ্বের মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ব্রিটিশ সামাজিক নৃতত্ত্বে এবং আমেরিকান নৃতত্ত্বে, বিশেষ করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তিশালী সংযোগ ছিল যা তখনকার সময়ে বিশ্ব নৃতত্ত্বে এক শক্তিশালী কেন্দ্র রূপে বিরাজ করেছিল। জি.এস.ঘুরৈ এবং লখনৌ-এর পণ্ডিত (Scholar)দের মতো শ্রীনিবাস ও সমাজতত্ত্ববিদের একটি নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন যারা আগামী দশকে এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ রূপে পরিণত হতে যাচ্ছিলেন।

এম.এন শ্রীনিবাসের গ্রাম সম্বন্ধিত চিন্তাধারাঃ (M.N.Srinivas on the village)

ভারতীয় গ্রাম এবং গ্রামীণ সমাজের প্রতি এম.এন. শ্রীনিবাসের আগ্রহ আজীবন (life long) ছিল। যদিও তিনি অনেকবার সমীক্ষণ এবং সাক্ষাৎকারের জন্য গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন, কিন্তু এক বৎসর যাবৎ মহীশূরের নিকট একটি গ্রামে কাজ করার পরেই তিনি গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গ্রামে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর কর্ম জীবনের এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এর সময়ে শ্রীনিবাস গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত নৃজাতীয় ব্যাপারে লেখা প্রস্তুত করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে শুধু উৎসাহিত করেননি, ইহার সমন্বয়ও করেছিলেন। এস.সি. দুবে এবং ডি এন মজুমদারের মতো পণ্ডিতদের সঙ্গে মিলে ভারতীয় সমাজতত্ত্বে তৎকালীন গ্রামীণ অধ্যয়নকে প্রভাবশালী ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলেন।

গ্রাম সম্পর্কে শ্রীনিবাসের লেখা মূলত দুই প্রকারের। প্রথমত ছিল গ্রামে সম্পন্ন হওয়া ক্ষেত্র কার্যের (field work) নৃজাতীয় তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বের উপর আলোচনা। দ্বিতীয় প্রকারের লেখনীতে ছিল ভারতীয় গ্রামকে সামাজিক বিশ্লেষণের একক (unit of social analysis) রূপে সেটার ঐতিহাসিক এবং ধারণাগত আলোচনা (historical and conceptual discussions)। দ্বিতীয় ধরনের লেখায়, গ্রামকে একটি ধারণা রূপে গণ্য করার উপযোগিতা- এই প্রশ্নের উপর শ্রীনিবাস একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। গ্রামীণ অধ্যয়নের বিপক্ষে কিছু সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ যেমন লুই ডুমো (Louis Dumont) মানতেন যে জাতির মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান গ্রামের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ গ্রাম শুধুমাত্র কিছু লোকের সমাহার ছিল যারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করত। গ্রাম বেঁচে থাকতে পারে

অথবা শেষ হয়ে যেতে পারে এবং লোকজন এক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যেতে পারে, কিন্তু তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন জাতি অথবা ধর্ম, সবসময় তাদের সঙ্গে থাকে এবং ওরা যেখানে যায় সেখানেই সক্রিয় হয়ে যায়। এই কারণে, ডুমো মানতেন যে গ্রামকে একটি বিভাগ রূপে গুরুত্ব দেওয়া বিভ্রান্তিকর হতে পারে। এই মতের বিরুদ্ধে, শ্রীনিবাস মানতেন যে গ্রাম একটি প্রাসঙ্গিক সামাজিক সত্ত্বা (relevant social entity)। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এটা দেখায় যে গ্রামগুলো একটি একত্রিত পরিচয় হিসাবে কাজ করছিল এবং গ্রামীণ একতা গ্রামীণ সামাজিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রীনিবাস ব্রিটিশ প্রশাসক নৃতত্ত্ববিদগণের সমালোচনা করেছিলেন যারা ভারতীয় গ্রামকে অপরিবর্তিত, আত্মনির্ভর, "ছোটোগণতন্ত্র" হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক সাক্ষ্যকে প্রয়োগ করে, শ্রীনিবাস দেখিয়েছিলেন যে বাস্তবিক ক্ষেত্রে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছিল। তাছাড়া, গ্রাম কখনও আত্মনির্ভর ছিল না এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কে আঞ্চলিক স্তরে জড়িত ছিল।

গ্রাম, গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে, ভারতীয় সমাজতত্ত্বকে অনেক সুবিধা প্রদান করেছিল। এটা নৃজাতীয় গবেষণা পদ্ধতির গুরুত্বকে বোঝানোর একটি সুযোগ দিয়েছিল। যখন নব স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলো (newly independent nation) উন্নয়নের পরিকল্পনা গঠন করছিল, তখন এটি ভারতীয় পল্লী-অঞ্চলে তীব্রগতিতে হওয়া

কায - ৪

মনে করো, তোমার কোনো বন্ধু অন্য গ্রহ অথবা অন্য সভ্যতার যে প্রথমবার পৃথিবীতে এসেছে এবং সে কখনও 'গ্রাম' বলে কোন কিছু শুনেনি। তুমি তাকে এই ধরনের কোন পাঁচটি সংকেত দেবে যা থেকে সে কখনও গ্রামকে দেখলেই চিনতে পারবে।

ছোটো ছোটো দলে এটি করো এবং বিভিন্ন দলের দেওয়া সংকেত এর তুলনা করো। কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলোকে বেশিরভাগ সময় দেখা যায়? এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে তুমি কি গ্রামের একটি সংজ্ঞা দিতে পারবে? (তোমার দেওয়া সংজ্ঞা, একটি ভাল সংজ্ঞা হয়েছে কি না দেখার জন্য তুমি নিজেকে একটি প্রশ্ন করো—এমন কোনো গ্রাম কি আছে যেখানে তোমার দেওয়া সংজ্ঞার সকল অথবা বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত?

কায-৫

১৯৫০ এর দশকে শহুরে ভারতীয়দের মধ্যে গ্রামীণ অধ্যয়নের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখা গেছিল যা সমাজতত্ত্ববিদরা তখনকার সময়ে শুরু করেছিলেন। তুমি কি মনে কর যে শহরের লোকেরা আজও গ্রাম সম্পর্কে আগ্রহী? টি ভি, ফিল্ম অথবা সংবাদপত্রে গ্রাম সম্পর্কে কতবার আলোচনা করা হয়? যদি তুমি শহরে বসবাস করে থাক তাহলে তোমার পরিবার কি আজও গ্রামের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে? এই ধরনের সম্পর্ক কি তোমার পিতা অথবা পিতামহের প্রজন্মেও ছিল? তুমি কি এমন কাউকে চেনো যে শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বসবাস করছে? তুমি কি এমন কাউকে চেনো যে আবার ফিরে যেতে চায়? যদি হ্যাঁ, তাহলে সে কেন শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে থাকতে চায়? যদি তুমি এমন কোনো ব্যক্তিকে না চেনো, তাহলে তোমার কেন মনে হয় যে লোক গ্রামে থাকতে চায় না? যদি তুমি এমন কোনো ব্যক্তিকে চেনো যে গ্রামে বসবাস করে, কিন্তু শহরে বসবাস করতে চায়, তাহলে তার গ্রাম ছাড়ার কারণ হিসাবে তার নিজের বক্তব্য কী?

সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছিল। গ্রামীণ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত এই বিভিন্ন বিবরণের ওই সময়ে অনেক প্রশংসা হয়েছিল কেননা শহুরে ভারতীয় এবং নীতি নির্ধারকরা এটা থেকে অনুমান করতে পারতেন যে ভারতের ভূখন্ডে (heart land) কী চলছিল। এই ভাবে গ্রামীণ অধ্যয়ন সমাজতত্ত্বের মতো বিষয়কে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন ভূমিকা প্রদান করছিল। শুধুমাত্র 'আদিম' মানবের অধ্যয়ন পর্যন্ত সীমিত না থেকে, এটাকে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হওয়া সমাজের জন্যও উপযোগী বানানো যেতে পারে।

উপসংহার

এই চারজন সমাজতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্বকে 'নব-স্বতন্ত্র' আধুনিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এক স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সমাজতত্ত্বকে 'ভারতীয়' বানানো হয়েছিল, তার উদাহরণস্বরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে। তাই, ঘুরে এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলেন যা পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদগণের দ্বারা করা হয়েছিল, কিন্তু এখানে তিনি শাস্ত্রীয় প্রাথমিক বই থেকে অর্জিত নিজের জ্ঞান এবং একজন শিক্ষিত ভারতীয়ের চিন্তাধারার প্রয়োগ করেছিলেন। একটি ভিন্ন পটভূমি থেকে আগত, পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ডি পি মুখার্জীর মতো আধুনিক বুদ্ধিজীবী ভারতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বকে পুনঃআবিষ্কার করেন, সেটার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে উপেক্ষা না করে। মুখার্জীর মতোই, এ.আর দেশাইও মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় অত্যাধিক প্রভাবিত ছিলেন এবং এমন সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের সমালোচনা করেছিলেন, যখন এই ধরনের সমালোচনা দুর্লভ ছিল। পাশ্চাত্য সামাজিক নৃতত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত, বিশিষ্ট কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এম এন শ্রীনিবাস ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এটার প্রয়োগ করেছিলেন এবং বিংশ শতকের শেষার্ধে সমাজতত্ত্বের নবীন কার্যসূচী প্রস্তুত করতে সহায়তা করেন।

এটা যেকোনো বিভাগের শক্তির জন্য শুভ লক্ষণ যখন তার একটি প্রজন্ম নিজের পূর্বজদের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করে ওদের থেকেও এগিয়ে যায়। ভারতীয় সমাজতত্ত্বেও এটা চলে আসছে। উত্তর প্রজন্ম তাদের পূর্বজদের এই কাজের গঠনমূলক সমালোচনাও করেছেন যাতে এই বিষয়/ শাখা আরও বিকশিত হয়। শেখার এই প্রক্রিয়া এবং সমালোচনার সংকেত শুধু এই পুস্তকেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজতত্ত্বেও পরিলক্ষিত হয়।

শব্দকোষ

প্রশাসক নৃতত্ত্ববিদ (Administrator-anthropologists) ঃ এই শব্দ ব্রিটিশ প্রশাসকদের জন্য প্রযুক্ত হয় যারা ঊনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের অংশ ছিলেন এবং যারা নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু করার জন্য অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, বিশেষ করে সমীক্ষা (Survey) এবং আদমশুমারী (Census)। এদের মধ্যে কয়েকজন অবসরগ্রহণের পর বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হয়েছিলেন। বিখ্যাত নামগুলোর মধ্যে Edgar Thurston, William Crooke, Herbert Risley এবং J.H. Hutton অনন্য।

মানবমিতি/নৃমিতি (Anthropometry) ঃ নৃতত্ত্বের একটি বিভাগ যেখানে মানুষের প্রজাতির অধ্যয়ন তার শরীরের মাপ, বিশেষত তার খুলির ভার (Skull), মাথার পরিধি এবং নাকের দৈর্ঘ্যর উপর ভিত্তি করে করা হয়।

আত্তীকরণ (assimilation) ঃ যে প্রক্রিয়ায় একটি সংস্কৃতি (সাধারণত; বড়ো এবং বেশি প্রভাবশালী) অপর একটি সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে শোষণ করে নেয়; সম্পৃক্ত (assimilated)সংস্কৃতি সম্পৃক্তকর(assimilating) সংস্কৃতিতে মিশে যায়, যাতে এটা এই প্রক্রিয়ার শেষে জীবন্ত বা আলাদা করে দেখা যায় না।

অন্তর্বিবাহ (Endogamy) ঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু নিজের আত্মীয়তার সামাজিক সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সামাজিক সীমানার বাইরে বিবাহ নিষিদ্ধ। এটার সাধারণ উদাহরণ জাতি অর্ন্তবিবাহ, যেখানে বিবাহ নিজের জাতির কোনো সদস্যের সঙ্গেই হয়।

বহির্বিবাহ (Exogamy) ঃ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিবাহ কয়েকটি আত্মীয় শ্রেণীর মধ্যে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ শ্রেণির বাইরে হতে হবে। সাধারণ উদাহরণ হল— রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (সপিন্ড বহির্বিবাহ), একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (সগোত্র বর্হিবিবাহ) অথবা একই গ্রাম বা অঞ্চলে বিবাহ নিষিদ্ধ (গ্রাম/অঞ্চল বর্হিবিবাহ)।

মুক্ত বাজার (Laissez faire) ঃ একটি ফ্রান্সীয় প্রবচন (আক্ষরিক অর্থে 'আসুন' অথবা 'একা থাকতে দাও') যা রাজনৈতিক এবং আর্থিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেখানে অর্থব্যবস্থা অথবা আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্র খুব কম হস্তক্ষেপ করে; সাধারণত নিয়ন্ত্রক ক্ষমতার সঙ্গে বিশ্বাস এবং মুক্ত বাজারের দক্ষতা জড়িত থাকে।

অনুশীলনী

১. অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার এবং শরত চন্দ্র রায় সামাজিক নৃতত্ত্বের অধ্যয়নের অভ্যাস কীভাবে করেন?
২. উপজাতি সম্প্রদায়কে কীভাবে সংযুক্ত করা যায় এই বিতর্কে উভয়পক্ষের মতামত কী ছিল?
৩. ভারতে জাতি এবং বর্ণের সম্পর্কের মধ্যে হারবার্ট রিসলে এবং জি.এস. ঘুরৈর অবস্থানের রূপরেখা দাও।
৪. জাতির সামাজিক নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা সংক্ষেপে লিখো।
৫. 'জীবিত ঐতিহ্য' কথাটির দ্বারা ডি.পি.মুখার্জী কী বোঝাতে চেয়েছেন? কেন ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদগণদের নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত থাকতে তিনি জোর দিয়েছিলেন?
৬. ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো কী এবং এগুলো পরিবর্তনের ধরনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
৭. কল্যাণকামী রাষ্ট্র কী? কেন এ. আর দেশাই এর পক্ষে দাবির সমালোচনা করেছিলেন?
৮. সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য 'গ্রাম' কে একটি বিষয় হিসেবে নিতে এম.এন. শ্রীনিবাস এবং লুই ডুমো এটার পক্ষে এবং বিপক্ষে কী মতামত দিয়েছিলেন?
৯. ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে গ্রামীণ অধ্যয়ণের গুরুত্ব কী? গ্রামীণ অধ্যয়নকে উন্নীত করতে এম এন শ্রীনিবাসের ভূমিকা কী?

References

Desai, A.R. 1975. *State and Society in India: Essays in Dissent*. Popular Prakashan, Bombay.

Deshpande, Satish. 2007. 'Fashioning a Postcolonial Discipline: M.N. Srinivas and Indian Sociology' in Uberoi, Sundar and Deshpande (eds) (in press).

Ghurye, G.S. 1969. *Caste and Race in India*, Fifth Edition, Popular Prakashan, Bombay.

Pramanick, S.K. 1994. *Sociology of G.S. Ghurye*, Rawat Publications, Jaipur, and New Delhi.

Mukerji, D.P. 1946. *Views and Counterviews*. The Universal Publishers, Lucknow.

Mukerji, D.P. 1955. 'Indian Tradition and Social Change', Presidential Address to the All India Sociological Conference at Dehradun, Reproduced in T.K. Oommen and Partha N. Mukherji (eds) 1986. *Indian Sociology: Reflections and Introspections*, Popular Prakashan, Bombay.

Madan, T.N. 1994. *Pathways: Approaches to the Study of Society in India*. Oxford University Press, New Delhi.

Patel, Sujata. '*Towards a Praxiological Understanding of Indian Society:* The Sociology of A.R. Desai', in Uberoi, Sundar and Deshpande (eds) (in press).

Srinivas, M.N. 1955. *India's Villages*. Development Department, Government of West Bengal. West Bengal Government Press, Calcutta.

Srinivas, M.N. 1987. 'The Indian Village: Myth and Reality' in *the Dominant Caste and other Essays*. Oxford University Press, New Delhi.

Uberoi, Patricia, Nandini Sundar and Satish Deshpande (eds) (in press). *Disciplinary Biographies: Essays in the History of Indian Sociology and Social Anthropology*. Permanent Black, New Delhi.

Upadhya, Carol. 'The Idea of Indian Society: G.S. Ghurye and the Making of Indian Sociology', in Uberoi, Sundar and Deshpande (eds) (in press).